হচ্ছে একই চরিত্রের বৈচিত্রতার-দ্বৈততার বর্ণনা মাত্র, বৌদ্ধ-খ্রিষ্ট ধর্মিয় মূল পুঁথিতে এটা শ্বেত বুদ্ধ তথা মসীহের চরিত্র হয়ে থাকতে পারে যা পরে অতিন্দ্রীয়বাদী খ্যাত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দীর চারিত্রিক রুপায়ন হয়ে থাকতে পারে।

১১৫. আল্লাহ্ আমার কতিপয় পূর্বপুরুষদেরকে ক্ষমা করুন

শুরু হতেই আমি জানতাম যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের জন্য আমার 'কায়েদ-এ খোদ্দাম' মনোনীত হওয়া আমার তফসীর-তাহদাসে সমৃদ্ধি লাভের অন্যতম সহায়ক আর মোহাম্মদ কোন কায়েদ-সদরের পিতা নন কিন্তু নবী-মুহাদ্দিসগনের পিতা। প্রত্যাদিষ্ট নবম মুজাদ্দিদ হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্শবন্দী আলাইহিস সালামের পবিত্র দাবী উত্থাপিত হলে তদনুযায়ী পুনঃগঠিত না হয়ে বরং অগ্রাহ্য করে তৎকালিন প্রত্যাদিষ্ট অস্টম মুজাদ্দিদ হযরত শেখ নিযাম উদ্দিন আউলিয়া আলাইহিস সালামের রেখে যাওয়া নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদর আঞ্জুমানের ধর্মিয় কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়া বৈধ থাকে নি। আল্লাহ আমার পূর্বপুরুষদেরকে ক্ষমা করুন, এরপর সেই দোয়াল্লিন ধারার শেষ খলিফা হযরত অধ্যক্ষ ইসমাঈল ফকির রহমতুল্লাহ আলাইহে আমাদেরকে নক্শবন্দীয়া ধারা সহ পরবর্তীকালিন সকল সত্য-মুজাদ্দিদিয়া ভাবধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আহমদীয়া সদর আঞ্জুমান হতে আমার 'কায়েদ-এ খোদ্দাম' মনোনীত হওয়ায় আমাদের বংশীয়-পারিবারিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও পৃ-তান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাগত শাহনুজিয়াইল-গড়গাঁও সদর আঞ্জুমান রুপান্তরিত হয়েছিল 'শাহনুজিয়াইল মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া' নামে।

১১৬. আবার মাসরুর এসেছে খোদার বানী আবার পূর্ণ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যারা নবুওয়াতের ধারা খেলাফতকে ভূলে নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহ হিসাবে মির্যা মাসরুরের পূজা করছে তাদের জন্য দুঃসংবাদ যে, তিনি মারা যাবেন। মজলিস ইন্তেখাব তার মনোনয়নের সত্যায়নকারী মাত্র, যাদের আবার আসার কথা রয়েছে, বারবার যাদের আসা প্রতিশ্রুত তারা তো আসবেই, আমারা তাঁকে তাঁর মনোনয়নের দাবীতে সত্য পেলে পাব নতুবা ইতায়াত এবং কোরান ও আল ওসীয়্যত কিতাবে উল্লেখিত 'খোদার প্রথম' হাত কি এর ভূল ব্যাখ্যায় তাঁর সুভাগমনকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না। আবার মাসরুর এসেছে খোদার বানী আবার পূর্ণ হয়েছে, একথাটা কথাবলা খোদা যে মিটিং'এ নিজেউচ্চারণ করেছেন, সেই মহতী মিটিং'এর কথা বলছি, যা আমাকে কাশফে দেখানো হয়েছে। বস্তুজগতে এমন কিছুই নেই যা আকাশে হওয়া সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি নয়, আকাশে যা সীদ্ধান্ত হয় তা বস্তুজগতে অবশ্যই চর্মচোখেও দেখে নেয়ার বিষয়। দেখি, ইতিপূর্বে খলিফাতুল মসীহ আল খামেস সৈয়দনা হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ

আইয়্যাদাহুল্লাহু তালা আনহু বেনাসরিহিল আজিজএকদিন ওকিলুত তবশীর অফিসে একটা মিটিং করেন, মিটিং'এর সীদ্ধান্তে আমাকে 'মসীহ মাহদ' হিসাবে সত্যায়ন করেন, প্রস্তুতিকালাবস্থার মসীহ আহমদীয়া স্টাডি সার্কেল নামে যে মজলিস ইন্তেখাবের আয়োজন করছিলেন তা ৫-৬ সালের বাকশাল প্রমিজড ইন্টারন্যাশনালের মতোই নিষেধ করা হয়েছে। সীদ্ধান্ত হয়েছে যে, দারুত তবলিগ বাংলাদশ ছাড়া তিনি যেন আহমদীয়া জামাতের প্রতিনিধিত্ব না করেন, দারুত তবলিগ বাংলাদেশ দ্যা নিউ ফেইস অব কাদিয়ান বায়তুল আকসা। আমার পক্ষে উচ্চারিত হলো, লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা শারীকা লাব্বাইক। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে মিটিং'এর কাজ সমাপ্ত হয়। আমিন'। যারা নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে মাসরুরের সুসংবাদদাতা আল্লাহর ইবাদত করছেন তাদের জন্য সুসংবাদ যে আবার মাসরুর এসেছে আর তিনিই আরো শত বছর খেলাফতের সুসংবাদ দানে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম।

১১৭. সকল প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের আহলে বাইয়্যাত হওয়ার দলিল

চারদিকে অমুসলিম সমাজেও জেনে গেছে যে, ইমাম হোসেন মুসলিম জামাতের সত্যায়নে আল মোমিনিন আল্লাহর পক্ষ হতে খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন, চারদিক রটেই যায়নি কেবল, এমন কিছু ঘটেও গেছে যেন আমিই ইমাম। লোকেও বলে ইমাম আমি, লোকমোখে আবশ্যকীয়ভাবে আমার নামের আগে ইমাম উপাধী লেগে গেছে, ইমাম হুসাইন আর ইমাম হাসান বলেই ডাকছে লোকে। আল্লাহর নামে উত্থাপিত নেতৃত্বের-যোগ্যতার এমন দাবীকে পরীক্ষা করার, পরখ করার অধিকার পেলেন কাতেবে ওহি আমীর হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু। খেলাফতের পোষাক খোলে নেয়ার সাধ্য ছিলনা মুয়াবিয়ার, এই চাওয়া ছিলনা তাঁর, বরং খোদার পোষাকে খচিত মনি-মুক্তা হতে চেয়েছেন তিনি, নিঃসন্দেহে হযরত মুয়াবিয়া জানতেন যে, খেলাফতের পোষাক উলামুহিয়াত ছাড়া ভিন্ন কিছুই নয়। আহমদীয়া খেলাফতে হযরত ইমাম হুসাইনের মতো নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফা ছিলেন হযরত মোলবী মোহাম্মদ আলী লাহোরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, এমন এক খেলাফতের আসনে উপবিষ্ট হবেন ফযলে আলী হযরত মাসরুর আহমদের পরবর্তী খলিফাতুল মসীহ, নিতান্ত পৈত্রিক ভিটা ও পৃ-তান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ সংরক্ষনে তার নাম হবে মির্যা সুলতান, স্যাকুলার মুসলিম জামাতে তিনি 'ফযলে হুসাইন' নামের মর্যাদার অধিকারী থাকলেও পরবর্তীতে তাদের কবর পূজা ও পুনঃসূচিত ত্রিত্ববাদের বিরুধীতায় তাদের মধ্য হতে পৃথক হয়ে যাওয়া প্রোটেস্টান্ট ও ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রীকদের লিখনীতে তিনি 'এজিদ' আখ্যায়িত হবেন যেন প্রত্যাদিষ্ট দ্বিতীয় মুজাদ্দিদ হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ আলাইহিস সালাম 'ফযলে হুসাইন' আখ্যায়িত হয়ে পরবর্তী সকল প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের ফাতেমী বংশোদ্ভূত তথা আহলে বাইয়্যাত হওয়ার দলিল পূর্ণ হয়।

১১৮. সমাগত বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে খ্রিষ্টিয় মুসলিম রাষ্ট্রনীতি

দৈনিক আজকের সারাদিন নামক কিশোরগঞ্জের স্থানীয় পত্রিকায় কিছুদিন নিয়মিত লিখতাম প্রথম দশকে, লিখায় বারবার নানান আঙ্গিকে বলছিলাম সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃত্বিয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, পত্রিকার সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট কলামিস্টরা আপত্তি উত্তাপন করেন যে, না বিশ্বযুদ্ধ এখনো শুরু তো হয়নি বরং আমিই একথা বলে যুদ্ধকে উস্কে দিচ্ছি। এখনো বলছি, তৃত্বিয় বিশ্বযুদ্ধ সমাগতই, বুদ্ধিজীবিরা পূর্বাপর যে ক্ষন বা ঘটনা দ্বারাই এটাকে ব্যাখ্যা করুক, দেখবেন তৃত্বিয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আজ যে বলছি, ১৯৪৫-৭১ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল, এখানেও আপত্তি যে, আমি না কী যুদ্ধকে লম্বা করে টেনে ধরে সামাজিক অশান্তি-অস্থিরতাকে বাড়িয়ে দিয়েছি, অস্বস্থির মধ্যে ফেলে দিয়েছি চরম বস্তুবাদীতায় বিপদে মুখ লুকানো উট পাখীগুলোকে। পূর্ব হতে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে কথাটা বলছিলাম না কী পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ৭১ পর্যন্ত টেনে ধরার ফন্দিতেই। হ্যাঁ, ৭১ এর পর অল্প সময় বিরতির পর পরই পূর্বের মতোই আবারো এই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে ইউনাইটেড ন্যাশনসের ব্যার্থতা ও অর্থনৈতিক সংকটের কারনে। বৃটিশ কলোনিজমের স্থলে এসেছে মার্কিন বাজার ব্যবস্থা, ইহুদীবাদের স্থলে ইহুদিয় মুসলিম জাতীয়তাবাদী অতিচেতনা, জার্মান নাৎসী পার্টির স্থলে পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছে বিপ্লবী সরকার ধারনার বাকশাল, বৃটিশ-ইহুদি এলাইন্সে ইসরাঈল পুনঃগঠনের স্থলে এসেছে মার্কিন বাজারের সাথে ইহুদিয় মুসলিম এলাইন্সে পাকিস্তান পুনঃগঠন বা স্যাকুলার বাংলাদেশকে পূর্ব-পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেয়া। সমাগত বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে খ্রিষ্টিয় মুসলিম হিটলার বলছি, এই লাতার হিটলারের তাহদাস হতে জেনে রাখুন যে, মদিনা সনদের খসরা প্রস্তুত হয়েছিল ও. আই. সি. প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে থাকা খ্রিষ্টিয় মুসলিম ধর্মিয় রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তিমূলেই, খ্রিষ্টিয় মুসলিম ধর্মিয় রাষ্ট্রনীতি মানেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি। মদিনা সনদের খসরাতেও ধর্মনিরপেক্ষতাই ছিল মুখ্য, এটা স্বত্তেও সংশ্লিষ্ট অমুসলিমদের আপত্তি ও সাহাবায়ে কেরামদের দ্বারা এই আপত্তি খন্ডন পরিস্থিতিতে এই সনদ সংশোধন করলেন স্বয়ং নবীজি, সেই আপত্তি ও এই সংশোধনের অর্থ ছিল নাগরিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে অগ্রগন্যভাবে সুস্পষ্ট করা, খসরা সংশোধনে নিজের হাতে রাষ্ট্রীয় সনদ হতে মুসলমানদের নেতা নিজের রসূল হওয়ার দাবীকে খেলাফতের দিকে সংরক্ষন করে নিলেন, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষ মননে মুসলিম খেলাফত ও সংশ্লিষ্ট স্যাকুলার রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগীতাও বিধিবদ্ধ থাকলো। খেলাফতের বস্তুগত প্রকাশ গৃ-তান্ত্রিক জাতীসংঘই হবে মুখ্য ব্যবস্থাপনা, নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতন্ত্রের স্থলে গ্রহন করা হবে আন্তঃধর্মিয় সম্প্রীতি, মদিনা রাষ্ট্রসংঘের স্থলে বঙ্গরাষ্ট্রসংঘের সংবিধান হবে পঞ্চদশ মুজাদ্দিদিয়া প্রত্যাদেশ অনুসৃত মদীনা সনদের নামান্তর বাকশাল পজেটিভ ইন্টারন্যাশনাল। জয় বাংলা।

১১৯. শাহনুজিয়াইল সদর আঞ্জুমানের পুত্র শেখ মুজিব

হযরত সক্রেটিস আলাইহিস সালামের মুহান্দিস রাজেন্যারা কোথায় এইদিকে আসুন, নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রীক কার্ল মার্কসকে জানিয়ে দিন যে, রাষ্ট্র বিশ্বসমাজদেহের আগাছা হলেও খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াত নামক নতুন বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্যস্থলে লেনিনের একনায়কতান্ত্রিক মধ্যবর্তীকালিন রাষ্ট্রব্যবস্থা বস্তুবাদীতার অলক্ষ্যেই বাংলায় পূনঃআবির্ভূত প্লেটু, এরিস্টটল, আলেকজান্ডার প্রমূখকে নৈতিক-আধ্যাত্মিক জ্ঞানজগতের সন্ধান দিয়েছে, আমাদের আলেকজান্ডার হচ্ছেন শেখ মুজিব, সুদীর্ঘ সাতশত বছরে তিনশত ষাট দিগ্বিজয়ী পরিবারের প্রজন্মান্তরে উৎসর্গীত হওয়ার পরিনামে এক জাতীতে রুপান্তরিত হওয়ার নেপথ্য-আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান শাহনুজিয়াইল সদর আঞ্জুমানের পুত্র শেখ মুজিব। রাজনীতির নোংরামি, নোংরা রাজনীতি থেকে ফিরে আসার উপায় কি? কোন দিকে? রাষ্ট্র ছাড়া সামাজিক কেন্দ্রিয়করন যাবতীয় উপায়-উপকরণ পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভাঙে কিভাবে? ভাঙনের সমাধিক গড়ন নতুন বিশ্বব্যবস্থার একাঙ্গী হয় পরিচিত কোন ভাষা-ভঙ্গিমায়? রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্বব্যবস্থার রুপরেখা উপস্থাপনে নেতৃত্বের-যোগ্যতার মানবীয় মৌথিক সহজাত দাবী নৈতিক-আধ্যাত্মিক সহজাত হয়ে উঠে কিভাবে? স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দুষ-গুনের প্রকাশ হলে জ্ঞানের উপর সার্বক্ষনিক একাগ্র বিশ্বস্থ ও আন্তরিক তদারক ওহি-এলহাম, কাশ্‌ফ-রুইয়্যা, কেরামত-এস্তেকামাত ছাড়া আর কি? সুতরাং মহাকল্যান তো এইদিকে, ধীরে হলেও এইদিকেই আসুন।

১২০. কথিত রাখাল বসেছে মালিক হয়ে

হারানো মেষ পূনঃউদ্ধার প্রয়োজন মসীহ আবির্ভূত হওয়ার কারন, গোপাল মালিক না হয়েও অকৃত্রিম দায়িত্ববোধ দেখিয়েছেন মালিক মনুহ্-মুসা-মোহাম্মদী উম্মতের প্রতি, মুসলমানদের প্রতি জাগ্রত খোদার ক্রোধ প্রশমিত করার যাবতীয় প্রচেষ্টার ব্যবহারিক নমুনা দেখিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন খ্রিস্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম। মাত্র শত বছরের মাথায় খ্রিস্টিয় মুসলিমরা আজ অবশিষ্ট ইহুদিয় মুসলিমদের এক নাম্বার শত্রুতে পরিনত হয়েছে, খোদার ক্রোধভাজন ইহুদিদের প্রান যায় যায় তবু বিভ্রান্ত খ্রিস্টানরা তাদের প্রতি প্রতিশোধ পরায়নতা ছাড়েনা। বিশেষতঃ কূখ্যাত পাঞ্জাব দাঙ্গা হতে পশ্চিমা প্রবাসি পাকিস্তানী খ্রিস্টিয় মুসলিম হৃদয়সমূহে এই জাহান্নামের সূচনা। এরা আন্তঃধর্মিয় সম্মেলনের আয়োজক হয় বিধর্মিদের দ্বারা নিজ ভাইদেরকে নিস্পেষনের জন্যই। এছাড়া এদের উপর আরোপিত পৌলিয়-পশ্চিমা গোলামীর নিন্দাও একেবারে অবান্তর নয়, যেন ইহুদিয় মুসলিম বিদ্ধেষের নামই আহমদীয়াত। ইমাম মাহদী ও মসীহ মাউদের সুসংবাদ শুনে দিশেহারা জাতি ছুটে আসে প্রতিদিনই, বয়াত করে, নও মোবাইনকে ব্যক্তিজীবনে ঐ জাতীয় প্রতিশোধের বাহন হতে হয়, এই জুলুম বইতে না পেরে ও অন্যান্য এমন আরো গুরুতর কারনে ৯৯

শতাংশই ফিরে যায়, নিশ্চিত হওয়া যায় যেরে তবলীগ খারেজাদির কথিত আনসার-মুবাল্লিগীনদের ঐসব মিষ্টভাষা ও সদাচারন ছিল কপটতা মাত্র। নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত রাখাল প্রকৃতপক্ষে মালিক হয়ে বসে আছে, মেষপালে মালিকের পোষাকের হায়েনা বিশেষ।

১২১. গফুর খোদাতালাকে কাফের সাব্যস্থ করার পরিনাম

মোহাম্মদী উম্মতের অবস্থা মুসাই উম্মতের সাথে হুবহু মিলে যাওয়ারই কথা ছিল, মানবমস্তিষ্ক উদাহরন ছাড়া সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারেনা, তাই মুসলমানদের ব্যাপারে অগ্রিম ভবিষ্যদ্বানীসমূহে ইসরাঈলিরাই ছিল উদাহরন। প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামই মুসলমানদের খ্রিষ্ট, ইহুদিবাদের জন্যই হয়েছিল ইসলাম বুঝার জন্য, খ্রিষ্টানিটির জন্যই হয়েছিল আহমদীয়াত বুঝার জন্য। ইহুদিরা খ্রিষ্টানদের জাতীয় আপন ভাই, ইহুদিয় মুসলিমরাও খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের জাতীয় আপন ভাই, আপন ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত না এমন জাতি বিশ্বসমাজে দুষ্কৃতিপরায়ন। এটা আমার কথা নয়, সেন্ট পৌলের নিকট নাযেলকৃত সত্যগুহ্ এটা যে, আপন ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয় এমন ব্যক্তি সমাজে দুষ্কৃতিপরায়ন। যে গফুর নয় সে নিশ্চই কাফের কিন্তু সত্য সাক্ষ্য পিতামাতা ও নিজের বিরুদ্ধে গেলেও দিতে হয়, এমন সত্যসাক্ষ্য দানে প্রথমে খোদার ক্রোধভাজন ইহুদিরা ও পরে বিভ্রান্ত খ্রিষ্টানরাও পরিত্যাগ করেছিল সেন্ট পৌলকে, পক্ষান্তরে স্বয়ং গফুর খোদাতালা তাদের দ্বারা কাফের সাব্যস্থ হওয়ার কারনে আবুবিমর্ষী যেন বনী ইসরাঈলী সত্যতার সূর্যকে এমনভাবে ঢেকে দিলেন যে শেষে বনী ইসরাঈলী লেজুড়বৃত্তি ছাড়া সেযুগের স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র আর কোন পরিচয় অবশিষ্ট রইলো না। আজো প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রতা ছাড়া বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সত্যতাকে ঢেকে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন সেই গফুর খোদাতালাই, কারন ইহুদিয় মুসলিম ও খ্রিষ্টিয় মুসলিমরাও পূর্বের মতোই তাঁকে কাফের সাব্যস্থ করে ছেড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারন স্বরুপ ইহুদি-বিদ্বেষের সব দোষারোপ হিটলারের উপরেই কেন? এই বিদ্বেষের সূচনা হয়েছিল তো খ্রিষ্টের সম্মানকে খলিফাতুল মসীহ পোপের দ্বারা প্যাপসিতে কুক্ষিগত করে রাখার মাধ্যমেই, সম্রাট কনস্টান্টাইনের প্রান্তর্ভুক্তি শেখ মুজিবকে যেভাবে কুক্ষিগত করে রাখা হচ্ছে আওয়ামীলীগে, যেভাবে ফায়সাল-জিন্নাহ-মুজিবকে কুক্ষিগত করে রাখা হচ্ছে নিতান্ত রাষ্ট্রদর্শনে। অফসোস খ্রিষ্টানদের জন্য যে অন্যদের স্থলে এরা নিজেরাই নিজেদের আপন ভাইকে বিশ্বসমাজে জায়নবাদী বানিয়ে ছেড়েছে, খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা তাদের আপন ভাইকে জঙ্গিবাদী বানিয়ে ছেড়েছে সমাপন্ত সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধ প্রেক্ষিতে। বনী ইসমাঈলী খোদাতালাও ঘুমিয়ে নেই, তাঁর পক্ষ হতে লাডার হিটলার আসছেন কনস্টান্টাইন ও সেন্ট পৌলের বেশে, ইন্নি ইয়াযাবুল হার্ব, দুলকারনাইন ও ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম।

১২২. চতুর্দশ হিযরী শতাব্দির পূর্বাপর মসীহ মানেই অনৈসলামিক উপাস্যের নাম

হযরত মুসলেহ পৌলের পোষাকাবৃত কনস্টান্টাইন বলছি, হযরত মুসলেহ মাডিদের লাডার হিটলার ফয়সল-জিন্নাহ-মুজিব বলছি, প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত শাহ্ সৈয়দ মির্জা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামই মুসলমানদের প্রতিশ্রুত খ্রিষ্ট। সাউথ এশিয়ান খ্রিষ্টান আসহাবে কাহাফগন ক্যাটাকম্বস গুহায় কেন শতবছর নির্মম জীবনপাত করেছেন সেকথা না হয় থাক, আল্লাহ খ্রিষ্টান মজলুমদের পুরুস্কৃত করুন যেন ইহুদি যালেমদেরকে ক্ষমা করা যায়। হযরত কনস্টান্টাইনের আবির্ভাবকালে পুরাতন খ্রিষ্টানদের সুদীর্ঘ গুহাবাসে নির্মম জীবনযাপনে অভ্যস্থ হওয়ার কারন স্বরুপ ইহুদিদের জুলমকেই একচেটিয়াভাবে দোষী সাব্যস্থ করতে পারেনি বাইজেন্টাইন বিচারব্যবস্থা। রাজনীতি হতে বিতারিত হয়ে সুদীর্ঘ অরাজনৈতিক গুহাবাসের পর খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের মধ্যে আমার আগমনে উচ্ছলিত তাদের যে দলটি পশ্চিমা দেশসমূহে হিযরত করছে, সবাই কি আল্লাহর কসম করে বলতে পারবে যে, ইহুদিয় মুসলিম অত্যাচার-অনাচারে অতিষ্ট হয়েই পূর্বদেশসমূহ হতে পশ্চিমা খ্রিষ্টিয় বিশ্বে হিযরত করছে তারা? বরং প্রকৃতার্থে অধিকাংশই জীবনমান উন্নয়নে হিযরত করছে, আর এটাও তো ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, জান্নাত চূড়ান্তে ভিন্ন ডাইমেনশনের হলেও বস্তুগত বিষয় ছাড়া আর কী! মরার উপর খাবার যা দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যায়না, ইহুদিয় অত্যাচার-অনাচারে অতিষ্ট হয়ে দেশ ছাড়ছে খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা যে, এটা এক পশ্চিমা ডাহা মিথ্যা যা চূড়ান্তভাবে ইসলামের শত্রুতাকেই সুপেয়, খ্রিষ্টিয় মুসলিমদেরকে ইহুদিয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহারে কার্যকর অন্যায় অস্ত্র, খ্রিষ্টিয় মুসলিমদেরকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ানোর ফন্দি। এই মজলুম খ্রিষ্টিয় মুসলিমরা যারা বস্তুজাগতিক উন্নতির পর উন্নতির পরেও এখনো ঐ যালেম ইহুদিয় মুসলিমদেরকে ক্ষমা করতে পারেনি তাদের উন্নতি নিশ্চই আল্লাহর পুরুস্কার নয়, নিঃসন্দেহে পশ্চিমা-পৌলিয় চরম বস্তুবাদী দাসত্বেরই কুফল, দাজ্জালের গুহায় দাজ্জাল জাহান্নামকে তাদের দৃষ্টিতে জান্নাতরূপে পরিবেশন করছে মাত্র। ইসলামের কথাবস্তো ইহুদিয় মুসলিমদেরকে বাদ দিয়ে পুরাতন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পক্ষে বলা যায় কি করে? এইজন্যে খোদার ক্রোধভাজন ইহুদিয় মুসলিমদের মতো আজ বিভ্রান্ত খ্রিষ্টিয় মুসলিমরাও ভিন্ন আঙ্গিকেই স্বীকার করে নিচ্ছে যে, মসীহ্ মানেই অনৈসলামিক উপাস্য-নমস্যের নাম। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, মোহাম্মদী মসীহ্ এই উম্মতে এক প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ মাত্র, প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ ছাড়া প্রতিশ্রুত মসীহের পৃথক কোন পরিচয় নেই, বনী ইসরাঈলী মসীহিয়াত এই উম্মতের প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদিয়াতের চেয়ে মহত কিছু নয়, এই উম্মতের মসীহ উপাধী প্রত্যাদিষ্ট এক মুজাদ্দিদের বনী ইসরাঈলী সাদৃশতার পরিচায়ক মাত্র, প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের এক আলঙ্কারিক উপাধী মাত্র, সুতরাং মসীহ মানেই হিযরী চতুর্দশ শতাব্দির পূর্বাপর এক অনৈসলামিক উপাস্য-নমস্যের নাম মাত্র।

১২৩. রাশিয়ান লৌহ যবনিকা

আল্লাহর উপর বিশ্বাস, মালাইকার উপর বিশ্বাস, ঐশি কিতাবের উপর বিশ্বাস, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার উপর বিশ্বাস, তকদীরের উপর বিশ্বাস, অর্থাৎ যাবতীয় অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসকে নাস্তিকতাবাদ নবী-রসূলগনের অহম ও প্রাইভিসি-সিক্রেসি বলে অভিহিত করেছে। তাদের মতে, নীতি নির্ধারকদের এমন বড় বড় মিথ্যাচার ও অনৈতিকতাকে কঠিন গোপনীয়তায় পরিবেষ্টন করে রাখা সমাজতন্ত্রের অন্যতম নীতি, যা একাধারে ধর্মিয় বিশ্বাস খন্ডনের কাজেও ব্যবহারযোগ্য। পোপ-পীর, সদর-গদ্দিনিশিন, রাজা-রাজেন্য, পিতা, স্বামী, শিক্ষক, ডাক্তার, সভাপতি, রাখাল, জননেতা, এমন প্রত্যেক কর্তাব্যক্তিত্বই নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ান লৌহ যবনিকার দ্বারা আজ দারুনভাবে কুপ্রভাবিত, এরা নিজেদের প্রাইভিসি-সিক্রেসি ব্যাপারে যতটা অতি সচেতন ততটাই উদাসিন অধিনস্থদের এব্যাপারে। শাসিতের ব্যক্তিগত স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতাকে হরণ করে নিলে তার থাকেটা কি? নিতান্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যৌনতা অবশিষ্ট থাকে যা মানুষকে পশু-প্রানীর স্তরে নামিয়ে আনে, যদিও প্রত্যুত্তরে তারা বলতে চায় যে, শাসিতের মানবপ্রকৃতিতে থাকা অহম শাসনকাজের বড় প্রতিবন্ধক, এজন্য এই অহমকে বিনষ্ট করে দিতে হয় নতুবা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যৌনতায় একাকার করে দিতে হয়। এই অহমকে আল্লাহ নিজ উলুহিয়াত বলেন বলেই নাস্তিকতাবাদে এটা তাদের কথিত লৌহ যবনিকার অন্তর্ভুক্ত করে রাখে। আল্লাহর উলুহিয়াত একদিন প্রকাশিত হয় মানবপ্রকৃতির অহমে আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাসনক্ষমতায় ভূষিত করে, অন্যদিকে রাশিয়ান লৌহ যবনিকাও একদিন ভেঙ্গে যায় আর তখন সীমাহীন ব্যক্তিস্বাধিনতা সমস্ত জগতকে যাচ্ছে তাই প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে দিতে চায়, ভাঙনের সমাধিক গড়ার কোন তাগাদা থাকে না সেই অনুপ্রেরনায়। পুরাতন খ্রিষ্টিয় সমাজের পরবর্তীকালিন ভাঙন-বিকেন্দ্রিকরণ বৃটিশ কনজারভেটিভ, মার্কিন রিপাবলিক ইত্যাদি এসব বিষবাষ্পের বর্তমান উৎস।

১২৪. মানুষ শূদ্র হয়ে জন্মে আর বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মন হয়ে উঠে কর্মফলে

মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত, একথার প্রথম ও প্রাথমিক অর্থ হচ্ছে সন্তানের জান্নাত সৃষ্টি করে দেয়ার দায়ীত্ব হচ্ছে মায়ের। শিশু নিস্পাপ হয়েই জন্ম নেয়, বরং জন্মের সময় যখন সে চিৎকার করে উঠে তখন তার সূচিত প্রথম পাপটিই হচ্ছে হারানো একাত্ম-প্রেমিক স্রষ্টার স্থলে এই মাকেই বসিয়ে দেয়া, মা তার চিন্তা ও আচার- আচরনে এই মিথ্যাকে আস্কারা দিতে দিতে ক্রমশ সন্তানকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিতে থাকে। সবচে বড় মিথ্যুক যে সে প্রথম যে মিথ্যাটি বলেছিল সেটি তার মায়ের সাথেই বলেছিল, আর তা ছিল এটিই যে, মা গো তুমিই আমার সেই হারানো একাত্ম-প্রেমিক যার বিরহে জন্মের সময় আমি প্রথম চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম। অন্যরা তার অন্যায় ও অসদাচরনে যে তার মাকে গালাগাল করে, এটার এক

যথার্থতা আছে। হিন্দু পুরাণে এটা যথার্থই বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ জন্মলাভ করে শুদ্র হয়ে আর পরে কেউ তার কর্মগুনে বৈশ্য, ক্ষৈত্রিয় ও ব্রাহ্মন হয়ে উঠে, কেউ আবার কর্মদোষে শেষ পর্যন্ত শুদ্রই থেকে যায়। যাই হোক, আমার দেখা সমাজচিত্রে মাগদুব ইহুদিয় মুসলিম শিশুরা যে মিথ্যা বলা শিখে তা নিতান্তই হাসিচ্ছলে-খেলাচ্ছলে, দোয়াল্লিন খ্রিষ্টিয় মুসলিম শিশুরা যে মিথ্যা বলা শিখে তা সাধারনভাবে প্রতিকূলধমূলক ও পরিকল্পিত প্রশিক্ষন স্বরূপ, রাজনৈতিক প্রভাব হতে মুক্তি গুহাবাসে অভ্যস্থ হওয়া পরিকল্পনার প্রশিক্ষন স্বরূপ, একটা ডাহা মিথ্যাকে রং বেরঙ্গের পোষাকে নানান আঙ্গিকে সত্য বলে উপস্থাপনকে হিকমাহ্ বলে থাকে নাকি তাদের খলিফাতুল মসীহ পোপ।

১২৫. মানুষকে পশু হতে পৃথক করেছে যে চিকিৎসা পদ্ধতি

হোমিও মেডিসিনাল স্ট্রাইককে হোমিও হেভেনলি স্ট্রাইক বলেছে বাংলা বাইবেল, কারন হোমিও বিশেষজ্ঞ মাত্রই জানেন যে, হোমিও মেডিসিন বলতে কিছু নেই, মেডিসিন নামে যা ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে মেডিসিনের স্মৃতি মাত্র। উম্মুল কোরানের 'সিরাতাল্লাযিনা আনামতা আলাইহিম' আয়াতের তফসির-তাহ্দাস বলে, স্মৃতি মাত্রই ভবিষ্যদ্বানী বাহক। জাহান্নাম বিস্মৃতযোগ্য, বার্ধক্য ইত্যাদি কোন রোগ নয়, রোগ নির্ণয়ে ইউনুস নবীর তওবা- এস্তেগফারের মানসিক অবস্থাই সূচক, ভবিষ্যদ্বানীতে দেহাভ্যান্তরিন স্থুলবিষ পরে বাহির হতে প্রয়োগ করা একই বিষের সুক্ষমাত্রার সহযোগে অবশ্যই বহির্গমনযোগ্য, ভবিষ্যদ্বানীর সতর্ক সংবাদ সহযোগে জাহান্নাম যেভাবে বিস্মৃতযোগ্য। মহাপবিত্র কোরানের ফিফটিনথ এডিশন 'বাংলা বাইবেল' ইংরেজি 'এলোপ্যাথি' শব্দের বাংলা অর্থ করেছে 'পশু চিকিৎসা'। মানবকোষ অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসকে ভিত্তি করে জৈবিক ক্রিয়াকলাপ হতে মুক্তি ও উন্নতি লাভের স্বাভাবিকতা পছন্দ করলেও তার শরীর পশুবৃত্তি হতে আলাদা হতে পারেনা, এইজন্যে হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতির স্থুলমাত্রা প্রয়োগকে এলোপ্যাথি বলেছে বাংলা বাইবেল, যদিও সুক্ষ মাত্রাই এর মূখ্য ব্যবহার। ফেরেশতা, ঐশি কিতাব, রসূল, তকদিরে জান্নাত-জাহান্নাম, পরকাল-পুনরুত্থান ইত্যাদি অদৃশ্যের উপর বিশ্বাসবাহী মানবকোষই হোমিও সুক্ষমাত্রা প্রয়োগের অধিকতর উপযুক্ত ক্ষেত্র। বনী ইসরাঈলী মসীহের মতো মহাত্মগনকে ক্রুশিয় যন্ত্রনা হতে মুক্তিদান প্রকল্প ও ইসলামের প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনী সুসংবাদ স্বরুপ মহাত্ম হ্যানিম্যানই প্রথম চিকিৎসা পদ্ধতির দিক থেকে মানুষকে পশু হতে পৃথক করেছেন, ইতিপরে মানবিয় সহজাতকে কিভাবে নৈতিক-আধ্যাত্মিক সহজাত করে তুলে হ্যানিম্যানের আরাধ্য কাজের পূর্নতা দেয়া যায়, এই তালিম দিতে বিশেষতঃ খ্রিষ্টিয় মুসলিম বিশ্বের অনুপ্রেরনায় এই অধম মসীহ সৌলের দ্বারা স্যাকুলার মুসলিম জামাতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে শাহনুজিয়াইল হোমিও চেম্বারস্।

১২৬. গ্রহনযোগ্যতার জন্য বিরুধীতা হওয়াও জরুরী

আদিকাল হতে বারবার মানুষ কেন জিব্রাঈল-রুহুল কুদ্দুসের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়? ধার্মিকতার মানবিয় দাবী ওহি-এলহামের প্রতিবন্ধক হয় কেন বারবারই? কারন কারো গ্রহনযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বিরুধীতা হওয়াও জরুরী, নবী-মুহাদ্দিস গনের মধ্য তিনিই সবচেয়ে বেশী গ্রহনযোগ্য সাব্যস্থ হয়েছেন যিনি সবচেয়ে বেশী বিরুধীতার সম্মুখিন হয়েছেন। দীর্ঘ বিরতির পর আগমনকারী রসূল যে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি বেশী হয় তার নাম মাগদুব-অভিষপ্ত, নবীর পর নবী আসার যুগে বেশী প্রতিবন্ধক হয় দোয়াল্লিন-বিভ্রান্ত। অভিষপ্তের আর বিভ্রান্তের বিরুধীতার মাত্রা কোনভাবেই সমপরিমান হতে পারে না, যদিও উভয়টিই এক-অভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীলতা বিরুধীতাকাজেই উদ্গত হয়। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম দীর্ঘ বিরতির পর আগত হয়েছেন, বিরতির কারনে ওহি-এলহামই হয়ে উঠেছিল নিতান্ত কিচ্ছা-কাহিনীতে সিদ্ধ আর বাস্তবে এক অবান্তর বিষয়ের নাম। খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াত বা নবীর পর নবী আসার যুগে আসতে থাকা হযরত ইসমাঈলের মতো গতানুগতিক নবী-মুহাদ্দিসগন অস্বীকৃত না হলেও গুরুত্বপূর্ণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন না। কোরান নাযেলের পূর্বে হযরত ইসমাঈলকে নবীগনের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত না করণ ছিল হযরত ইসহাক-ইসরাঈল আলাইহিস সালামের উপর তাদের মান্যকারীদের দোষারুপের নামান্তর, এই দোষারোপ বর্ননাকারী ইসরাঈল ও বনীত ইসমাঈল কারো প্রতিই বিদ্রোহ নয় বরং এক বিভ্রান্তি মাত্র। এমনভাবে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের উপর দোয়াল্লিন খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের পক্ষ হতে এই দোষারুপ করা হচ্ছিল যে, তিনি এবং তাঁর পূর্ববর্তী কথিত মুজাদ্দিদগনের কারো মুজাদ্দিদ হিসাবে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীকে স্বীকার করেন নি তিনি, আর তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীর বিষয়বস্তু তো নিতান্ত বনী ইসরাঈলী মসীহের সাদৃশ্যতা মাত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী সকল প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী সংক্রান্ত সেই ভূলের সংশোধনী স্বরুপ এক কিতাব রচনা করে যান, সেই ভূল সংশোধনের জন্য এই কিতাবের নাম রাখেন 'একটি ভূল সংশোধন'। তাদের মধ্যে এই কিতাব মজুদ থাকা স্বত্বেও আবারো নতুন আঙ্গীকে সেই পুরাতন ভূলেই ফিরে যাওয়ার কারনে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীকে উচ্চকিত করালেন, এমনটাই হওয়ার কথা ছিল।

১২৭. প্রকৃত বিপ্লব গাঁথা প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহাদীর সাথে

হযরত মুসলেহ মাউদ রচিত বিখ্যাত 'প্রকৃত বিপ্লব' নামক পুস্তকমতে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে গনতন্ত্র ও বস্তুবাদ, চূড়ান্ত বিশ্লেষনে গনতন্ত্রও বস্তুবাদের পয়দা। আমি বলি, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে খ্রিষ্টিয় প্রায়শ্চিত্যবাদ। খ্রিষ্টিয় মুসলিম প্রায়শ্চিত্যবাদও সেই একই বিষয়, উপার্জন অধিনস্থদের উপর নিস্পেষন অথবা এমন অন্য যে কোন প্রকার পাপপুণ্যই হোক, এর

এক-তৃত্বিয়াংশ বায়তুল মাল বা হাউস অব সোশাল ইকোনোমিতে ফেরত দিলেই খালাস! একদৌড়ে জান্নাত! পাপের বুঝা সব মসীহের কাঁদে! দারিদ্র্যতা না কী পাপের ফল! দরিদ্রের রক্ত-মাংস স্বস্তাকরণ প্রায়শ্চিত্তবাদের জান্নাত দর্শন। মসীহ নিজের উপর দারিদ্র্যতাকে বরণ করে নিয়েছিলেন যে সেটা ছিল না কী ভবিষ্যতব্য খ্রিষ্টিয় মুসলিম পাপাচারেরও প্রায়শ্চিত্য স্বরুপ, এজন্য মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামেরও এই একই নীতি অবলম্বন, মূল তার সাদৃশ্যতার দায়বোধ বহনকারী, খ্রিষ্টানিটি খন্ডনের দায়ভার গ্রহনে খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাত সর্বোচ্চ কেবল এই কথাতেই সব শেষ করতে পারে যে, 'ইব্রাহিমের ধর্ম ইসলাম, ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টানিটি ও আহমদীয়াত ইসলামের তিন প্রধান ফির্কা মাত্র'। যেহেতু মৈত্রিতা অথবা যুদ্ধ ছাড়া সংস্কারের ভিন্ন কোন উপায় নেই আর সাদৃশ্যতা এক প্রকার মৈত্রিতাই সেহেতু এই সাদৃশ্যতা বিধানে কিছু সংস্কারকাজ সম্পাদিত হয়ে থাকলেও সেই সংস্কার পৃথিবীতে সার্বজনীনভাবে তেমন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনায়নে সক্ষম হতে পারে নি, বরং এই সংস্কার চূড়ান্তভাবে বিপ্লবের লক্ষ্য পূরনে নিজেকে টেনে ধরে প্রত্যাদিষ্ট পরবর্তী-পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহাদী আলাইহিস সালামের দিকে। পুরাতন ভবিষ্যদ্বানীসমূহে বিপ্লব প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে গাঁথা ছিল না, বিপ্লব গাঁথা ছিল ইমাম মাহাদীর সাথে যাঁর আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায়। প্রকৃত প্রতিশ্রুত বিপ্লব হচ্ছে কথিত কেয়ামত, কেয়ামতের লক্ষন হচ্ছে প্রচলিত পুরাতন ব্যবস্থাপনাকে সর্বোতভাবে নিক্ষেপ করে এস্থলে নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে গ্রহন করে নেয়া।

১২৮. জামাতে রহমানিয়াত সঞ্চারের উপায় রিপোর্টিং সিস্টেম

খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াতের মারকায প্রতিষ্ঠিত থাকে ফেরেশতাদের রিপোর্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে, যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত থাকে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের রিপোর্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে। এই রিপোর্টিং সিস্টেম ভেঙেই প্রথম সূচনা হয়েছিল প্রজাতন্ত্রের, রোমান ক্যাথলিক চার্চ হতে বের হয়ে এসেছিল প্রোটেস্টান্ট চার্চ। নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতন্ত্রে ফেরেশতা ও গোয়েন্দাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকরণ কোন বিশ্লেষণই নেই, এই দুইকে একাকার করে সুদীর্ঘকাল ব্যাপি পৃথিবীতে বড়ই সফলতা দেখিয়ে আসছে খ্রিষ্টিয়-ক্যাথলিক খেলাফত, যেভাবে গত শতকে প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টিয় মুসলিম খেলাফতেরও সফলতা কম ছিল না। বস্তুতঃ, কেন্দ্রে কাজের রিপোর্ট প্রেরন আর রিপোর্ট প্রেরনের জন্য কাজ, এই দুইয়ে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। নিতান্ত রিপোর্ট প্রেরনের জন্য যে কাজ করা হয় তা কখনোই ঐশি পুরুস্কার সালেহিয়াত হতে পারে না, কারন এতে রিপোর্টার রহমানিয়াতের স্থলে কেন্দ্র নামক একটা দুঃশাসনে পীষ্ট হয়ে রিপোর্টিং করতে বাধ্য হচ্ছে মাত্র। কার্যতঃ এটাই হয়ে থাকে বিভক্তির মাধ্যমে শাসননীতির প্রনেতা, যেমন ছিল বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি। আমার প্রানপ্রিয় মুসলিম

জামাতের তাবা উচিত বিশেষতঃ ইশায়াতের কাজে কিভাবে রহমানিয়াতের সঞ্চার করা যায়, যেন আমরা যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর, দিনের পর দিন, বরং প্রতি মুহূর্তেই পূর্ন উদ্যোমে নিজে থেকেই নিজেদের আরাধ্য কাজ করতে থাকি, আর এরই মধ্যে কখনো কেন্দ্র যদি জামাতের অলক্ষ্যে ও অজানা প্রয়োজনে সম্পূর্ণ নিজে থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান তবে যেন তাথেকে কেবল তাকওয়াই পাঠায় জামাত, কোরবানীর রক্ত-মাংস নয়।

১২৯. যেন তারা বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়

আল্লাহ্, রসূল, উলিল আমর! বড় যারা তাদের সাথেই সাদৃশ্যতা খুঁজি নিজেদের, প্রভূ-প্রতিপালকের স্থলে নিজ সাদৃশ ব্যক্তিত্বই আনুগত্যের উইল সৃষ্টিতে সহায়ক উপাদান আর নিজ বৈসাদৃশ্যতা যত দেখি ছোটদের সাথে, স্ত্রী-সন্তান, শিষ্য-গোলাম, দরিদ্র, মূর্খ, শয়তানের সাথে। খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম নিজেকে বনী ইসরাঈলী মসীহ সাদৃশ মসীহ প্রমানে ধন্য হয়েছেন, খ্রিষ্টিয় মুসলিমরাও নিজেদেরকে এভাবে ধন্য করছেন। আমার কথা হচ্ছে, হযরত খাতামান্নাবীঈন ও তাঁর মসীহের মধ্যবর্তী কোন নবী নেই অর্থাৎ বনী ইসরাঈলী মসীহ কোনভাবেই মোহাম্মদী মসীহের চেয়ে বড় নন। বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী তো এই কারনেই যে, যেন তারা বনী ইসরাঈলী মসীহের সাদৃশ্যতার অতিরঞ্জনকে পরিত্যাগ করে, যেন বনী ইসরাঈলী জাতীর অনিষ্টকর সব কিছুর পুনঃ আবৃত্তি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন তারা বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যেন বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগ সমাপ্তির পর বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তক আদমের অবস্থার অনুরূপ হয়ে যায় ঈসা সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের অবস্থা, যেন উল্টো বনী ইসরাঈলীরাই শেষ পর্যন্তও সাদৃশ্যাকারে সংরক্ষিত হতে থাকে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে।

১৩০. যে কারনে খেলাফত আর জামাতকে একসাথে রাখা হয়েছে

প্রভুভক্তি যেখানে আছে সেখানে অবধারিত ভাবে স্বজাতীয় বিরুধ থাকবেই, কুকুরের আছে, মানবিয় সহজাতেও আছে একইভাবে। প্রভুভক্তিতে স্বজাতীকে সংঘবদ্ধ করা মানুষের জন্য এক বিরাট কাজ, মানুষকে কুকুর হতে পৃথক ও উন্নত পাওয়া যায় এখানেই, যে কারনে খেলাফত আর জামাতকে একসাথে রাখা হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রভুভক্তি কুকুরের প্রভুভক্তি হতে পৃথক নয় আর খেলাফত ছাড়া জামাত মুসলিম জামাত নয়। কুকুরের প্রভুভক্তি যখন প্রভূপুত্রের পবিত্রতাকে অধঃমুখী করে দিতে চায়, যখন মানবসমাজে আনুগত্যের বিভক্তি দেখা যায়, তখন সদাপ্রভূ নিজেই পৃথিবীতে এক তিরস্কারকারী মানবাত্মা হতে বিভক্তির মাধ্যমে শাসন পরিচালনায় প্রতিজ্ঞ হয়, রহমান তার ওহি-এলহামে নিজের নাম রহিম রাখেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূল

গনতন্ত্র ও বস্তুবাদের কি আর দোষ? ভিন্ন আঙ্গিকেই হোক খ্রিষ্টিয় মুসলিম ধর্মমতেও প্রায়শ্চিত্যবাদের পুনঃসূচনা ঠেকানোর কি আর উপায়? 'আতিউল্লাহা আতিউর রসূল' নির্দেশনায় যদি নবীর পর নবী আগমনী ধারাকে স্বীকার করে না নেয়া হয় তাহলে অন্তর্বর্তীকালিন ধর্মনেতা খলিফাতুর রসূলের আনুগত্যে কেউ কনফিউজড হলে সেখানে রাষ্ট্রের আনুগত্যকেই মুখ্য করে নেবে, রাষ্ট্রনীতি আর মধ্যবর্তীকালিন হয়ে প্রনীত হবে না, অপেক্ষাকৃত সীমিত বা নিতান্ত-নামমাত্র রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের পূজারী হবে অধিবিভক্ত মুসলিম জামাত। মুসলিম জামাতে উপস্থিত খলিফাতুর রসূলের নেতৃত্বে কেউ কনফিউজড হলেও এই কনফিউশন সহই তার সাথে পরবর্তী প্রত্যাদিষ্টের অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকবে, আর ততদিন তাদের কাউকে মুনাফেক বলেও আখ্যায়িত করা যাবে না।

১৩১. কেউ নিজ জাতীর প্রতি গফুর নয় তো সে কাফের সুনিশ্চিত

কাফের! কাফের! কাফের! ক্বাফ ফা রা--- কাফের। কুফুরের মূল কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তের মনোবৃত্তি তো খ্রিষ্টিয় মতবাদের অভ্যন্তরেই গাঁথা, কেবল নিজের প্রতিই নয় বরং নিজ ভাই ও জাতীর প্রতি যে গফুর নয় সে নিশ্চই কাফের। যখন কোন জাতীতে কোন ঐশি সংস্কারকের আবির্ভাব হয় তখন জাতীর মৌখিক তাকওয়া দাবীর প্রখরতা মোকাবেলাই সংস্কারকের জন্য মূখ্য হয়ে উঠে, কারন আদি হতে তাকওয়ার মৌখিক দাবীর প্রখরতাই বারবার জান্নাতের মালিককে পাপীষ্ঠ সাব্যস্থ করে হলেও নিজেদের কথিত জান্নাতে যাওয়ার পথ অনুসন্ধান করেছে। মনোনীত ব্যক্তির নিজ নফসে আম্মারা ও জাতী যখন কোনক্রমেই নিজেদের দোষ স্বীকারে রাজি নয় তখন নিতান্ত সংস্কারার্থে অতি সাবধানে খোদার প্রত্যাদেশ সেই দোষ বর্ণনায় বাধ্য হয়, যেভাবে আল্লাহর গফুরিয়াতের বিপরীতে অবস্থান না নিয়েও ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রিকরণ হয়, পূঁজিবাদে যেভাবে মানি সার্কোলেশনকে অত্যাবশ্যক করা হয়, বরং এসবই গফুরিয়াতের বিকাশ। এমন পরিস্থিতিতে খোদার গফুরিয়াতকেই কাফের জাতী উল্টো কুফুর সাব্যস্থ করে থাকে স্বাভাবিকভাবে। কাজের কথা হলো, পাকিস্তানী ইহুদিয় মুসলিম রাষ্ট্রনীতি খ্রিষ্টিয় মুসলিমদেরকে সেই কবে এমন স্বাভাবিকভাবে কাফের ঘোষনা করে রেখেছে আর দু-চারটা কাফের জানুয়ার ছাড়া সাধারন-স্যাকুলার মুসলিমরা এর কোন পরওয়াই করেনি, তবু নিতান্ত এই পরওয়া না করার কারনে সেই হতে আজো সেই দুই-চারটা মোল্লা-মৌলবীদের সাথে সাধারন-স্যাকুলার মুসলিমদের প্রতিও শত্রুতার বিষিয়ে আছে আর পশ্চিমা দেশে নাস্তিক-ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে ঘর বেঁধেছে খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাত। সাধারন-স্যাকুলার মুসলিমদের মধ্য হতে আমি কেন প্রত্যাদিষ্ট হচ্ছি একারনে কত বছর আগে থেকেই তো খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাত আমাকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করে রেখেছে, আমার প্রতি উপেক্ষা আর অপমানের শেষ নাই ওদের, কই? সাধের যৌবন গেল তবু আমি তো এখন পর্যন্ত কখনো বিয়ের জন্য গয়ের-আহমদী পাত্রী

খুঁজিনি। আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব কেন তবে ইহুদিয় মুসলিমদের ছেড়ে নাস্তিক- ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে ঘর বাঁধবে? বাঁধবে কারন সাদৃশ্যতা তার মুলের দিকেই ধাবমান, কেউ নিজ জাতীর প্রতি গফুর নয় তো সে কাফের সুনিশ্চিত।

১৩২. পীর-পয়গাম্বর

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই সেন্ট সৌল বিশ্বময় রসূল উপাদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন হযরত খলিফাতুল মসীহগনের দ্বারা। তখনো খলিফাতুল মসীহ পোপদেরকে আরবে রসূল বলা হতো। এমনভাবে আরবীতে রেসালত ভাবার্থের চরম দূরাবস্থাই প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেভাবে আজ এই পঞ্চদশ হিযরীর শিরোভাগে ইন্দু পারিভাষিক 'পীর' ভাবার্থের দূরাবস্থা লেগে আছে। প্রাক-ইসলামী যরুস্টাইন পারস্যে 'পীর' বলা হতো পয়গাম্বর আলাইহিস সালাগনকেই, বিশেষভাবে খলিফাতুর রসূলগনকে পীর বলা হতো, প্রত্যাদিষ্ট পীর বা পীর পয়গাম্বরগন শাহ্ উপাদীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলামে হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজের পর হতে সেই পারসিক যুগ প্রতিস্থাপিত হলো পৃথিবীতে। গত হিযরী হতে পঞ্চদশ শতাব্দি পর্যন্ত বিস্তৃত সেযুগে পীর তো ছিল অনেকেই, বাদশাহ্ আলমগীরের মতো ব্যক্তিবর্গকেও পীর বলা হতো, পীর পয়গাম্বর ছিল মুজাদ্দিদগন, মুজাদ্দিদ প্রত্যাদিষ্ট পদবী পূর্ব হতেই, মামলি কিছু ধর্মসংস্কারের কাজে পীর-গদ্দিনিশিনগন তো বরাবরই মুজাদ্দিদ নামে সমসাময়িক সমোন্নতির হকদার ছিল, তবে বিষয়ের সারগর্ভে প্রত্যাদেশ ছাড়া ধর্মসংস্কার অনুচিত বিধায় মুজাদ্দিদ মানেই ছিল প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ, পীর মানেই ছিল পয়গাম্বর। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের পর ইহুদিবাদ ও ইসলামের মোকাবেলায় ক্যাথলিক খ্রিষ্টানিটিতে এই বিশ্বাস অন্তর্ভূক্ত হচ্ছিল যে, প্রভূপুত্রের পর এখন রসূল মানেই মানবিয় দূর্বলতাপূর্ণ নিকৃষ্ট জীব-মনুষ্যপুত্র, যেভাবে ইহুদিয় ইসলাম ও পঞ্চদশ মুজাদ্দিদিয়াত মোকাবেলায় খ্রিষ্টিয় ক্যাথলিক মুসলিমদের দ্বারা আজ বলা হচ্ছে যে, পীর মানেই ঈমান ও সম্পদ চুর। প্রকৃতপক্ষে খাতামান্নাবুওয়াত বা খেলাফত আলা মিনহাযিন নবূওয়াত হচ্ছে হাজার মাস পরপর প্রকৃত পীর-পয়গাম্বরগনেরই শুভাগমনী বার্তা বিশেষ, যেপথ চেনা গেল পথিকের আগমন দেখেই।

১৩৩. বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কমাতে নতুন বিশ্বব্যবস্থার জয়গান

কোরান দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্থ, প্রথমটির নাম এনাম বা ইল্লিন, এই ইল্লিনের চারটি উপাধ্যায়, ১. নবুওয়াত, ২. সিদ্দিকিয়াত, ৩. শাহাদাত, ৪. সালেহিয়াত। দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম সিজ্জিন, এই অধ্যায়টিও দুটি উপাধ্যায়ে বিন্যস্থ, ১. মাগদুব, ২. দোয়াল্লিন। নিতান্ত জ্ঞানের দাপটে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে যারা বলে কোরান সর্বসাকল্যে এক সমরনীতি মাত্র তারা জেনে রাখুক, মাগদুব অর্থ জঙ্গি, মাগদুব অর্থ জঙ্গি, মাগদুব অর্থ জঙ্গি। পরিস্থিতি এমন যে, হতে পারে শিঘ্রই সর্বত্র সব জনগন রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী নতুবা জঙ্গিবাহিনীতে প্রকাশ্যে যোগদান করবে অথবা ন্যূনতম সুস্পষ্ট সমর্থন জানিয়ে রাজপথে নেমে আসবে, বিশ্বসমাজে সমকালীন সার্বভৌম রাষ্ট্র

থাকে তো একটাই, খ্রিষ্টিয় মুসলিম বিশ্বাসের এই জাগতিক সর্বাধিপত্ব অর্থে উদিল আমর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশেষতঃ প্রত্যেক সীমান্ত অঞ্চলের ইহুদিয় মুসলিম জঙ্গিবাহিনীর মধ্যবর্তী রাষ্ট্রসমূহ কে কোন দিকে যাবে এটাই শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ও অমীমাংসিত প্রশ্ন হয়ে থাকবে। জঙ্গিরাষ্ট্রনীতির সংখ্যা কি হবে? ন্যাটো ছাড়া ওয়ার শো ইত্যাদি তো স্বাভাবিক ভাবেই রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্বব্যবস্থার কথা বলবে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মিত্ররাও ভিন্ন আরেক নতুন বিশ্বব্যবস্থার কথা বল্লেও এই লক্ষস্থলে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অন্তর্বর্তীকালিন করে জিইয়ে রাখতে চাইবে। নতুন বিশ্বব্যবস্থাই হচ্ছে এনাম বা ইল্লিন, আমি সুস্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, এই সেই কেয়ামত কথিত সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহতার চলমান তৃত্বিয় বিশ্বযুদ্ধ, কেয়ামতের সাথেই সম্পর্কযুক্ত হচ্ছে মহাসুসংবাদ, বিশ্বযুদ্ধের অবধারিত ভয়াবহতা কমাতে চারদিকে রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্বব্যবস্থার জয়গান।

১৩৪. ব্যক্তির কবর ও বসত বাড়ী কেন্দ্রিক মসজিদ নির্মান

খাতামান্নাবুওয়াত বা খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াতের সাধারণ নীতিই হলো কেবলা কাবা মসজিদ কেন্দ্রিক আঞ্জুমান-সালতানাত-বাদশাহাত, আঞ্জুমানের অবস্থান হেরেম শরীফের বাহিরে, কাবা কেন্দ্রিক বিশ্ববাক্সা বসতি। ইহুদিয় মুসলিম ও খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক যারা বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের খেলাফত হতে অনুসৃত আঞ্জুমান-বাদশাহাত-সালতানাত প্রতিষ্ঠানকে তাদের সিজদার উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। খ্রিষ্টিয় মুসলিম আঞ্জুমান হলো খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের নিজ বসত বাড়ী ও কবর বিশেষ আর নিতান্ত খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত কবর বিশেষ। বায়তুল আকসা হচ্ছে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের পরবর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের মসজিদ বিশেষ, এই প্রকৃত বায়তুল আকসা হতে অন্যত্র নিজেদের নির্বাচিত কবরস্থানে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানালে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামকে মেনে নিতে অস্বীকার করলো খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাত। মসীহের কবরস্থান-আঞ্জুমান হতে তাদেরকে বায়তুল আকসায় ফিরিয়ে নিতেই আল্লাহ আবারো বায়তুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেন মসীহের পরবর্তী শতাব্দির এই শিরোভাগে। এলহামে ইয়াকসারুস সলীব মসীহ্ আলাইহিস সালামের নাম প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের নামানুসারে 'ইয়াযাউল হার্ব' হওয়াতে নতুন বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থার সমমানসম্পন্ন খ্রিষ্টিয় মুসলিম আঞ্জুমান অন্তর্বর্তীকালিন বৈধতায় পঞ্চদশ শতাব্দিতেও কিছুকাল টিকে থাকবে, এই যাঃ। খ্রিষ্টিয় খেলাফত পরে জাগতিক সম্রাজ্যে রুপান্তরিত হওয়া বা প্রায়শ্চিত্তবাদে অবনমিত হওয়ার অন্যতম কারন ছিল তাদের কবর পূজা বা নবীগনের কবরগুলোকে মসজিদ বানোর নিয়মানুসারে ব্যক্তির বসত বাড়ী কেন্দ্রিক মসজিদ নির্মান। বস্তুতঃ চরম বস্তুবাদ ও পৌলিয়

গনতন্ত্রের যুগ শেষ, মসজিদ মাত্রই বায়তুল আকসা এখন, বায়তুল আকসা বা বায়তুল্লাহ হতে দূরবর্তী স্থানে সংরক্ষিত হবে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের নিজ নিজ বসত বাড়ী ও কবরস্থান।

১৩৫. এখন কোথাও আর ঈসার আকাশে জীবিত থাকার বিশ্বাস এতটা দৃঢ় নয়

১৪৩৭ হিযরি চলমান, শত বছরের ব্যবধানে প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন, দুই হাজার বছর পূর্বকার কারো এখনো স্বশরীরে জীবিত থাকা তো এক প্রশ্নাতীত ব্যাপার, খ্রিষ্টান অথবা মুসলিম কারো ধর্মবিশ্বাসেই এখন আর হযরত ঈসার আকাশে জীবিত থাকার বিশ্বাস এতটা দৃঢ় নয় আর ঈসা সদৃশ হযরত গোলাম আহমদের সত্যতা প্রমানেও এটা এত জরুরী নয় যে, সম্মানীত যেরে তবলীগ বিষয়টা এড়িয়ে গেলেও গত হিযরীর সমানুপাতিক গুরুত্বের সাথে এখনো এবিষয়ক আলোচনার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করতে হবে আমাদেরকেই, এভাবে আহমদীয়া মদ্রাসা সিলেবাসাধিন তবলীগের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়ে থাকতে থাকলে তো ইতিপরে মোহাম্মদী মসীহেরও মৃত্যু প্রমান দুষ্কর হয়ে উঠবে, ক্যাথলিক হয়ে উঠবে আহমদীরা, খলিফাতুল মসীহ পোপ নির্বাচনের ধারা অব্যাহত থাকে তো খলিফার চাকরকে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ মান্যকরণ নিষ্প্রয়োজন হবে। আহমদীয়া মুসলিম মুবাল্লিগদেরকে যখন দেখি, হযরত গোলাম আহমদের সত্যতা প্রমানে হযরত ঈসার সাদৃশ্যতা ছাড়া কিছু বুঝাতে চায়না, নিজেও ভিন্ন কিছু বুঝতে চায়না, তখন আমার মন কাঁদে, তখন তাদেরকে আমি নিশ্চিতভাবেই পৌলিয়-পশ্চিমা গনতন্ত্র ও চরম বস্তুবাদের দিকেই হারাতে দেখি, যদিও মৌখিক দাবীতে সবাই তাথেকে জগদ্বাসীকে উদ্ধারের কথাই বলে। প্রকৃতপক্ষে হযরত খাতামাল মুজাদ্দিদিন তাঁর রহিম খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহিসসালামের আপন মহিমায় উদ্ভাসিত এবং ঈসা সাদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের অবস্থাও এই আদমের অবস্থার অনুরুপ।

১৩৬. স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আমিত্ব

ব্যক্তিগত সুখ-দুখের চরমত্ব ছুগে কোন শরিক নেই, এতে জামাতকে অংশগ্রহন করানো হয়ে থাকে ব্যক্তির সেকেন্ডারি অবস্থায়। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আমিত্বই আত্মা, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সুখ-দুখের চরমত্বেই খোদামিলন নির্ধারিত, সমষ্টিগত ইবাদত সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বানীবহ স্মৃতির মন্থন, দুঃখগুলো সতর্কীকরণ আর সুখানুভূতি সুসংবাদপূর্ণ নগদ জান্নাত। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি গনতন্ত্র ও বস্তুবাদের সহজ সরল অর্থই হচ্ছে মানবিয় দাবীতে আমি-আমিকরণ, অন্যদিকে ওহি-এলহামে আল্লাহর আমি-আমিকরণ। কলোনিজম হতে

গনতন্ত্রের উত্তোরন যুগ গত হিযরীতে পৃথিবীর সকল মানুষের কলম ও কন্ঠস্বর সম্মিলিতভাবে কতটাই আর আমি-আমি করতে সক্ষম হয়েছে, কোরানের কথাবলা আল্লাহ একাই খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে নিজের স্বরুপ প্রকাশ করেছেন সমাধিক। যেন পূর্বাপর মানবজাতীর স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আমিত্ব তিনিই, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আমিত্বই আত্মা, যে কারনে প্রফিসি কোরানে তাঁর নাম আল্লাহর আত্মা বলা হয়েছে, আল্লাহই তাঁর আপন আত্মপ্রকাশের সমসময়ে সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের-যোগ্যতার মানবিয় মৌখিক দাবীকে পরিশোধনের গন্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে হক্কুল ইয়াকিন বা অভিজ্ঞতালব্দ নিশ্চিত জ্ঞান জগতে। জীবন উপভূগের অভিজ্ঞতাকে স্বতঃসিদ্ধি বলা হয়, উপভূগ বা অভিজ্ঞতার অর্জন না হোক এইলক্ষ্যে প্রকৃত বিষয় প্রত্যক্ষীকরণও কম কিছু নয়, খোদাতালার আমিত্ব বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রজন্মান্তরে প্রভাবশালী রাখা কম কথা নয়, যেখানে পূর্ব হতে উচ্চারিত ঐ আমি-আমি দাবীর মানবিয় অসারতা রয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ওহি-এলহামের অস্থিত্ব থাকেনি। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাদেশ দাবী বারবার একাধারে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত রাখাই নেতৃত্বের-যোগ্যতার মানবিয় মৌখিক দাবীর শোধনাগার, এই হলো ইসলামের চিরস্থায়ী কল্যান খাতামান্নাবুওয়াত বা খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াত।

১৩৭. সাদৃশ্যতার মানে

অবচেতন মনের স্বপ্নে দেখি, ঘরোয়া পরিবেশে আমি বললাম যে, প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের পীর ও আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয় তারাকান্দি-পাকুন্দিয়ার মরহুম মাওলানা আব্দুল হালিম হুসাইনী সাহেবের পীরালি জাহির হচ্ছে অধ্যক্ষ ইসমাইল ফকির সাহেবের মাধ্যমে। তাৎক্ষনিকভাবে পিতামহ হযরত ইসমাইল ফকির সাহেব আমার কথায় বাঁধা দিয়ে বললেন, এভাবে বলোনা, সাদৃশ্যতার এই মানে নয়, বরং জনসমক্ষে স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মহিমায় তুমিই পীর-পয়াগাম্বর হয়ে আবির্ভূত হও আর আমারা তোমার সাথে থাকি। তদনুযায়ী আমি ঘরোয়া পরিবেশ হতে বাহিরে জনসমাবেশে পীর-পয়গাম্বরের বেশে আবির্ভূত হলাম যেখানে 'মোখলেস' নামক এক ব্যক্তির অবস্থান সুস্পস্ট ছিল। সমাবেশের অন্য এক ব্যক্তি বললেন, ঈসা নবী চা পানে আসক্ত ছিলেন অর্থাৎ ঈসা সাদৃশ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের চা পান আর ঈসার মদ্যপান যেন সমান-সাদৃশ্যকর কথা, অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল ফকিরের বুজুর্গীর প্রকাশ আর প্রচলিত ধর্মব্যবসা ধাঁচের পীরালি যেন সমান-সাদৃশ্যকর কথা। আমি বললাম, এখন উম্মতে মোহাম্মদীয়া তো সর্বাংশেই নষ্ট, উম্মতের আলেমরা নষ্ট, এই নষ্টামীর সূচনা এখলাসের বিপরীত অজ্ঞতা থেকে এভাবেই হয়, এরা জানে না যে তৌরাতে মদ্যপানের প্রতি কোন নিষেধাজ্ঞা নেই , অজ্ঞজন নবীগনের মর্যাদাকে মদ্যপানের আসক্তি থেকে মুক্তি দিতে হিকমতের নামে চা পানের অবতারণা করেছে যে, এটা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। তৎকালিন মান্যবর

তৌরাতের বিধি-বিধানে মদ্যপান কোন পাপ ছিল না, প্রকৃতপক্ষে স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে পাপ-পূন্যের প্রকাশ।--- রুইয়া, ১৯ জানুয়ারি ২০২২

১৩৮. এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ

প্রায় বিশ বছর পূর্বে খোদা তায়ালার কানুনে কুদরত হতে আমাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। এলহামে এই সন্তানের নাম রাখা হয়েছিল প্রান্তিক। তখন নিজে মাত্রাতিরিক্ত সংসার-বিরাগী হওয়ার কারনে স্ত্রী-সন্তান-সংসার ছিল আমার কল্পনাতীত, এজন্য আমি এটা আমার নববিবাহীতা বোন শামসিয়া সুলতানার উপর আরোপ করেছিলাম। বিগত এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী পরপর বারবারই মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার কারনে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীকে ঐ সকল ভাগ্নিদের উপর সুদূর ভবিষ্যতের দিকে আরোপ করে আসছিলাম। অন্যদিকে উদ্দিষ্ট এলহামে উল্লেখিত 'প্রান্তিক শব্দের গভীর ভাবার্থ অনুধাবনে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের উপর নাযেলকৃত 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেব, মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত বিখ্যাত এলহাম ব্যাখ্যায়নে জামাতের প্রচলিত ব্যাখ্যার উর্ধ্বে এক নতুন মাত্রা যোগ করে আসছিলাম, যা তবলীগের মাঠে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে আসছিল। সম্প্রতি আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা হলে আর তখনো কেউ জানতো না যে গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে, তখন স্বপ্নে দেখলাম আমার বোন শামসিয়া সুলতানা সেই পুত্র সন্তানকে আমার কূলে তুলে দিচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম এই সেই সন্তান যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল সেই বিশ বছর পূর্বে, যে সুসংবাদের কথা এতদিনে ভুলেও গিয়েছিলাম।

১৩৯. দ্বিতীয় মাসরুর

প্রায় সাত বছর পূর্বে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের বিখ্যাত মীসাকগ্রন্থ আল ওসীয়তে উল্লেখিত 'আবার বসন্ত এসেছে খোদার বাণী আবার পূর্ণ হয়েছে, এই বিখ্যাত এলহাম ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ আমার কাছে এলহাম করেন 'আবার মাসরূর এসেছে খোদার বাণী আবার পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের খলিফা হবেন দ্বিতীয় মাসরুর। সম্প্রতি যখন জানতে পারলাম আমার সন্তান সম্ভবা স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান এক পুত্র বিশেষ, তখন আমি তার নাম রাখলাম শাহ সাহেবযাদা মোহাম্মদ, খোদার কসম মানুষের যত নাম আছে এর মধ্যে বরাবরই আমার সবচেয়ে প্রিয় নাম মোহাম্মদ। যেহেতু আমার মতই, বরং আমার চেয়ে বেশি এই সন্তানের ভালো-মন্দের উপর অধিকার রয়েছে তার গর্ভধারিণীর সেহেতু তার মতামত এখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেবল মামুলি মতামতই নয় বরং তাকওয়ার ভিত্তিতে তার জোড়ালো আবেদন এই ছিল যে, গর্ভস্থ সন্তানের নাম রাখা হোক বর্তমান খলিফাতুল মসিহ হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের নামানুসারে শাহ সাহেবযাদা মাসরূর।

খোদাতালার নিদর্শনাবলীতে প্রতিশ্রুত পুত্রের গুনবাচক নাম প্রান্তিক, মাহমুদ, আব্দুর রহমান ইত্যাদি থাকা স্বত্ত্বেও আমি আমার স্ত্রীর প্রস্তাব গ্রহনে উপরোল্লিখিত এলহামের ভিত্তিতে নিজ প্রতিশ্রুত পুত্রের নাম রাখলাম মাসরুর যেভাবে হযরত আলী মুর্তুজা তাঁর দুই পুত্র সন্তানের নাম বকর-ওমর রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন, যেভাবে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্র সন্তানের নাম রেখেছিলেন ইব্রাহীম।

১৪০. পুস্তক আল ওসীয়্যত ব্যাখ্যা করার দায়ীত্ব আমার

হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের বিখ্যাত মীসাকগ্রন্থের লক্ষ্যস্থল আমি, দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ স্থল, দ্বিতীয় কুদরতের প্রথম বিকাশ। পঞ্চদশ হিযরীর শিরোভাগ দ্বিতীয় দশক হতে খোদার বাণীতে আমার নাম খোদার প্রথম হাত, আদম, মীসাকান্নাবীঈন রাখা হয়ে আসছে, সুদীর্ঘ কাল সুমহান এলহাম প্রাপ্তির অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই এই খবর রেখে থাকবেন নিশ্চয়ই। বন্ধুরা নিশ্চয়ই এটাও জেনে থাকবেন যে, মীসাকগ্রন্থ আল ওসীয়ত ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার, আর আমিও কথাবলা আল্লাহর নামে এর ব্যাখ্যা করে আসছি। আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আহমদীদের প্রতি হযরত মসিহ মাউদের জোড়ালো নির্দেশ ছিল যে, যে নির্দেশের ভিত্তিতে শত বছরে সম্পদের পাহাড় জমেছে ঠিকই কিন্তু এথেকে এখনো আমার এই আরাধ্য কাজে এতটুকু সহযোগিতা পাইনি। যা হোক, তাদের হিসাব গ্রহণকারী তাদের খোদাই, আমার দায়িত্ব পালনে আমিও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন আর আমাকেও তাঁর নিজ দাসত্বে অবিচল থাকার ও উচ্ছ্বসিত হওয়ার শক্তি দান অব্যাহত রাখুন। আমিন। এসময় আল্লাহর পক্ষ হতে আনা আমার শিক্ষা মতে আল ওসীয়ত পুস্তিকার দুটি উদ্দেশ্য এক- রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা, দুই- সর্বকালীন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। 'আবার বসন্ত এসেছে খোদার বাণী আবার পূর্ণ হয়েছে, খোদাতালার এই এলহামে সুসংবাদ বসন্তের সাথে উহ্য হয়ে এক সতর্ক সংবাদ এসেছে, হযরত মসিহ মাউদের বক্তব্য অনুযায়ী তা এক নজির বিহীন ভয়াবহ ভূমিকম্পের সতর্ক সংবাদ। আমার বক্তব্য হল এই নজির বিহীন ভয়াবহ ভূমিকম্প সর্বকালীন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয় যা পূর্ববর্তী অনেক ধর্ম গ্রন্থ সমূহের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে শেষ কেয়ামত নামে অভিহিত করা হয়েছে। উদ্দিষ্ট এলহামের বসন্ত শব্দটির প্রতিশব্দ মাসরূর নাযেল করে আমার কাছে এলহাম হয়েছে 'আবার মাসরূর এসেছে খোদার বাণী আবার পূর্ণ হয়েছে। আমার কাছে আবারও এলহাম হয়েছে 'তুমি বাহার নও আয়না বাহারের আয়না, বাহার অর্থ বসন্ত কাল, বাহার শব্দ মাসরূর সমার্থক, মীসাকগ্রন্থের এলহামে বাহার অর্থ রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্বব্যবস্থা। আমার অনাগত-প্রতিশ্রুত পুত্রের নাম রাখা হয়েছে বাহার, মাসরূর, যে হবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার মূর্তিমান প্রতিক। --- খোৎবা,১ ফেব্রুয়ারি ২০২২

১৪১. জান্নাতুল ফেরদৌসের সুসংবাদ

জান্নাত প্রাপ্তির দোয়া কবুলে উত্তর স্বরুপ আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের সুসংবাদ দিলেন, প্রশ্ন করলাম ফেরদৌস কি? উত্তরে ফিরিশতারা বল্লেন, আকাশ হতে ভূগর্ভের দিকে আবার ভূগর্ভ হতে আকাশের দিকে চির-প্রবাহমান দুটি ঝর্ণার সম্মিলিত নাম ফেরদৌস, আকাশ হতে ভূগর্ভের দিকে প্রবাহমান ঝর্ণাটি কর্পূর মিশ্রিত আর ভূগর্ভ হতে আকাশের দিকে প্রবাহমান ঝর্ণাটি আদা মিশ্রিত। অতঃপর আমি নিজেকে সনাক্ত করলাম কর্পূর মিশ্রিত ঝর্ণা হতে পান করার পর সম্পূর্ণভাবে সংসারবিরাগী অবস্থায়, ইবাদতের বাহ্যিক-ব্যবহারিক অনুশীলনও এই সংসারধর্মের অন্তর্ভূক্ত থাকায় নিজেকে এখনো ভূগর্ভীয় ক্ষতিগ্রস্থদেরই অন্তর্ভূক্ত দেখলাম। আমার প্রতি তখন পর্যন্ত জান্নাতুল ফেরদৌসের সুসংবাদটা ছিল মূলত আকাশ হতে ভূগর্ভের দিকে প্রবাহমান কর্পূর মিশ্রিত ঝর্ণা হতে পান করারই সদয় অনুমতি মাত্র, আর এটা ছিল এক 'ফানাফির আমের' নারী, নিজ ধর্মকর্মের অপর অর্ধেক। ---কাশফ, নভেম্বর ২০১৮

১৪২. বস্তুজগত সংরক্ষন নীতি

কিছুদিন পূর্বেও নিজ বসতঘরের দক্ষিন-পশ্চিম কোনে উপরের দিকে দক্ষিন দেয়ালে এক বুজুর্গ পূর্বপুরুষের ছবি টানানো ছিল। নামাজে দাঁড়ালে স্বাভাবিকভাবেই ছবিটি কখনো কখনো দৃষ্টিগোচর হলেও নামাজে এর কোন কুপ্রভাব অনুভব না করায় ছবিটি সরানোর কল্পনাই করিনি। হঠাৎ সেদিন এলহাম হলো যেন ছবিটি সরিয়ে নেই, সাথে সাথে ছবিটি সরিয়ে নেয়ার সীদ্ধান্ত নেই, পরে কোন একদিন সুবিধাজনক সময়ে সরিয়ে নিব, কিন্তু বারবার একই এলহাম হতে লাগলো, 'ছবিটি সরাও' 'ছবিটি সরাও' মর্মে, এরমধ্যে নামাজের সময় হয়ে গেলে নামাজের পর পরই ছবিটি সরানোর সীদ্ধান্ত নিয়ে নামাজে দাঁড়ালাম কিন্তু রুকুতে যাওয়ার আগেই আবারো এই একই এলহাম হতে থাকে, আমি অত্যন্ত ভীত হলাম, ছবিটি সরানোর আগে রুকুতে যাওয়ারই নিষেধাজ্ঞা মনে হলে, প্রকৃত কেয়ামের অংশ স্বরুপ তৎক্ষনাৎ ছবির বুজুর্গের প্রতি কুধারনা পোষন করে ছবিটি সরাতে গেলে এলহাম হলো, 'পিছনের দিকে রাখ', এবার সেই কুধারনা প্রশমিত হলো আর ছবিটি নির্দেশমতো পিছনের দিকে রাখলাম। পরে বুঝতে পারলাম, এলহামে কথিত ছবিটি নিতান্ত ছবিই ছিলনা, এতে অন্তর্ভূক্ত ছিল ইসলামের অষ্টম মুজাদ্দিদিয়া সদর আঞ্জুমান, দৈহিক, জাগতিক, পৈত্রিক, পারিবারিক, বংশীয় পৃত্বাত্ত্বিক জাতীয় সকল প্রকার স্থূল বিষয়বস্তু। ---কাশফ, নভেম্বর ২০১৮

১৪৩. গুলবাহারের মা

বাংলাদেশে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আসহাবে মসীহ হযরত রইছ উদ্দিন খাঁ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত কিশোরগঞ্জ জেলাধিন বীরপাইকশাহ্ জামাতের অঙ্কুরোদগম

ঘটেছে যে মহিয়সীর স্নেহময়ী আঁচলে, তাঁর কথা স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ আমাকে, আল্লাহতালার এলহামে তাঁর নাম 'গুলবাহারের মা' রাখা হচ্ছে। নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার না করলে কুফরী হবে যে, প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া ঐশিজ্ঞান আমার হৃদয়ে তাঁকে আমার নিজ পৈত্রিক বংশীয় সকল নারীদের উপর শ্রেষ্টত্ব দিচ্ছে। আমি তাঁর প্রকৃত নাম জানিনা, সম্ভবতঃ মরিয়ম হয়ে থাকবে, বৈবাহিক সূত্রে মোরতাদ হয়ে যাওয়া 'গুলবাহার' নামে তাঁর এক কন্যা থাকার কথা আমার জানা আছে, এলহামে তাঁর নামের প্রথমাংশ 'গুলবাহার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আমার পৈত্রিক বংশীয় সকল নারীদের জন্য, যাঁদের স্নেহ-মমতায় বড় হয়েছি আমি। ১৯৯৮ সালে পূর্ববর্তী যাবতীয় স্নেহ-মমতার বাঁধন ছিঁড়ে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি, যখন পর্যন্ত বীরপাইকশাহ ছিল এক নামমাত্র জামাত, কয়েক দশক পূর্বে আসহাবে মসীহগন এই স্থানীয় জামাতটিকে যে অবস্থাতে রেখে গিয়েছিলেন ঠিক সেই অবস্থাতেই পেয়েছি আমি, কোন মসজিদ ছিলনা, নিয়মিত জুম্মা হতোনা, তবলীগ হতোনা, সুদীর্ঘ ৭০ বছরেও এখানে নতুন কোন বয়াতকারী না থাকার কারনে ধারনা করা যায় এসময় এখানকার কোন আহমদী মা একান্ত ধর্মের প্রয়োজনে একটিও সন্তান জন্ম দিতে পারেনি, মোট কথা প্রাথমিক অবস্থার চেয়ে এক বিন্দু-বিসর্গও উন্নততর অবস্থা ছিলনা, বরং চরম আত্নকলহে ধর্মের পর সাধারন নীতি-আদর্শের সীমানা ছাড়িয়েও ক্রমশঃ অধঃমূখী ছিল এই জামাত। যাই হোক, এলহাম সংশ্লিষ্ট সত্যস্বপ্নে আমি গুলবাহারকে একটা ডিজিটাল সাময়িকপত্রে হযরত মসীহ্ মাউদের ছবি দেখাচ্ছিলাম, ছবিটির পাশেই একটা ভিডিও লিংক লোড করা ছিল, আমি বারবার ছবিটির দিকেই ভিজিটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম কিন্তু ভিজিটর গুলবাহার বারবারই ভিডিওটির দিকে মনযোগী হয়ে উঠলেন, ভিডিও লিংকটির নাম ছিল 'এভেঞ্জার (ধাবহমবৎ)'। পরে ডিকশনারী দেখে ইংরেজি 'এভেঞ্জার' শব্দের অর্থ 'প্রতিহিংসা গ্রহনকারী' জেনে আর এর সাথে নির্দেশিত বাস্তবতার সত্যায়ন দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। ---রুইয়া, ডিসেম্বর ২০১৮

১৪৪. বোধ করি আমি আদম

"কি সাজারাতুল খবিসা আর কি সাজারাতুন তইয়্যাবা সকল বৃক্ষ-লতা-গুল্মের শুকনা ছিন্নপাতা ও ডালপালার ছড়াছড়ি, প্রচন্ড ঝড়ের পর নিদারুণ বিপর্যস্ত এক পৃথিবী, প্রকৃতিতে মিশে থাকা বিশালাকৃতির উন্মোক্ত এক কিতাব আমার সামনে, বোধ করি আমি আদম, নতুন আকাশ নতুন পৃথিবী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানীসমূহে উল্লেখিত মোহাম্মদী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগের প্রবর্তক আদমের অবস্থার অনুরুপ বোধ করি বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ঘোষক ঈসা সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতূর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামকে। ইসলামের প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহের পুনঃআগমনী সুসংবাদ প্রচার করছিলাম, ঈসা সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতূর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের মান্যকারী মুসলিমরা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছিল যে, 'আমাদের সাথে

চলাফেরা কর অথচ নিভৃতে কার কাছে সিজদাবনত হও? উত্তরে আমি বল্লাম, তা না হলে গুলি করে আমি তোমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতাম, প্রত্যোত্তরে তারা আবার বল্লো যে, তুমি কোন্ মাহ্দীর কথা বলছো! আমরা তো আহমদী'ই"। ---কাশফ, ১৯৯৯

১৪৫. আমার সাথে হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুকের পুনঃআবির্ভাব

আজ বিকালে দেখা কাশফ, নিজেকে হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের পবিত্রকরণ স্বত্ত্বায় দেখলাম। পাশে ছিলেন হযরত আবু বকর, চিন্তামগ্ন ও সবিনয়ে লোকালয় হতে আমার পিছনে নিজেকে আড়াল করছিলেন তিনি। এমন সময় হযরত ওমরের বেশে কেউ একজন আসলেন আর হযরত আবু বকর আরবী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্নীত কোন এক হাদিস নিয়ে আমার সাথে তর্ক করছিলেন, আমি ভিন্ন কিছু বলছিলাম আর তিনি আমার উপর তার নিজ মত প্রতিষ্টার জন্য বারবার এভাবে হযরত আবু বকরের নাম ব্যবহার করছিলেন যে, এটা আবু বকরের বর্ননা। একসময় আমি তাকে জিজ্ঞাস করলাম, তুমি কি আবু বকরকে চিন? তাঁকে দেখেছ কখনো? বলতে বলতে আমার পিছন থেকে নিজেকে আড়াল করতে থাকা আবু বকরকে দুজনেরই সামনে টেনে অপর ঐ ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম এভাবে যে, এই সেই আবু বকর, এই সেই মুহাদ্দিস যার কথা তুমি বলছো। আগন্তুক নির্বাক ও আশ্চাহিত হলেন, বিতর্কিত বিষয়ে আমার ভিন্নতা মেনে নিতে বাধ্য হলেন, নিজের তাহদাস সংশোধন করে নিলেন। ---কাশফ, ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

১৪৬. কাদিয়ান বাজার

বাজারের নাম 'কালিয়ান বাজার', এই বাজারের সাথে সম্পর্ক রাখে আমার এমন বন্ধুদের কাছে এর নামান্তর প্রস্তাব করলাম 'কাদিয়ান বাজার'। কেউ জিজ্ঞাস করলো এটা কি এলহামী সীদ্ধান্ত? উত্তরে আমি অস্বীকার করলেও আমার মানবিয় ইচ্ছাকেই তৃতীয় কবরস্থান স্বরূপ বাস্তবায়নে সম্মত হলো তারা। সভ্যতার ইতিহাসে কলোনিজমের স্থলাবর্তী হয়ে শুরু এই বিশ্ববাজার ব্যবস্থার যুগে রেসালতের সমাপ্তিতে বিশ্বাসী মুসলিমদের করা এই প্রশ্ন প্রফিসি কোরানে এভাবে এসেছে যে, 'এ আবার কেমন রাসূল যে বাজারেও আসে? উত্তরে গফুর খোদাতালা আমাকে সক্রেটিস সম্ভোধন করে এই বাজারের নাম রাখলেন এ্যাগরা (agora), বিশ্বময় সরকারগুলোকে এক-একটা বাজার কমিটি ঘোষনা করলেন, রাষ্ট্রগুলোর স্থলে রাষ্ট্রসংঘগুলোকে এক-একটা বস্তুবাদী নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রস্তাবক সাব্যস্থ করলেন'। বন্ধুদের কাছে আমার 'কাদিয়ান বাজার' প্রতিষ্টার স্ববিস্তার প্রস্তাবনায় হযরত মুসলেহ্ মাওদের 'নেযাম-এ নও' বক্তৃতা হতে এই কথাগুলো সংকলিত হলো যে, 'কাদিয়ান হতে খোদার বানী বলছে, নতুন বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি রাখা হয়েছে তো ১৯০৫-৬ সালের বিখ্যাত 'আল ওসীয়্যত' কিতাবে সম্প্রতি

আমাকে অবচেতন মনের স্বপ্নে সতর্ক করা হলো যে, কালিয়ান বাজার যদি সত্যই আমাদের ইচ্ছামতো অচিরেই কাদিয়ান বাজার হিসাবে বিশ্বময় পরিচিত হয় তবে এখানে কাদিয়ান সদর আঞ্জুমান হতে মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান সাহেব প্রেরিত হবেন, তাঁর সাথে এক শাহজাদা থাকবেন, তাঁদের সান্নিধ্য ও সহযোগীতায় থাকবেন এখানকার শাহ্ শরিফুল আলম, কামরুজ্জামান কামাল সাহেব সহ আরো অনেক বিশ্বস্থ বন্ধুবর। এইদিকে আবশ্যকীয়ভাবে দ্রুত সমবেত হওয়ার জন্য হীনমহ্‌তা দূরীকরনে নূহ্-ই পুত্রের প্রতি অনাকাঙ্কিত অসদাচরণ হবে অধম শাহ্ নূহ'এর বিপথে পা বাড়ানোর উপক্রম স্বরুপ, নিজেকে পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে আমি এই মহোৎসব হতে বিচ্ছিন্ন হবো, আমাকে নতুন এক শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, যতই এইদিকে ফিরে আসার চেষ্টা করবো ততই সেই শহরের নতুন নতুন পথ আমার জন্য উম্মুক্ত হতে থাকবে, পরিশেষে সেই শহর হতে দূরালাপনিতে এই বাজারের খুঁজ-খবর নিতে চাইলে দেখবো আসার সময় মনের অজান্তে আমি নিজেই এই উপায়টাও বন্ধ করে এসেছিলাম। ---রুইয়া, ২৯ জানুয়ারী ২০১৯

১৪৭. সেই ব্যক্তি মোমিন নয় যে নবীজিকে ফয়সলের স্বত্ত্বায় গ্রহন করে না

প্রত্যাদিষ্ট অষ্টম মুজাদ্দিদ অনুসন্ধানে আল্লাহ আমাকে কাশফে সেসময়ের হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামেনী রহমতুল্লাহ আলাইহের মানিকজোর করে উঠালেন। আমাদের উভয়ের নানাবাড়ী ছিল ইয়ামেনের শাহী মহল, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধস্থন বাদশাহ মনসুর আমাদের উভয়ের নানা ছিলেন, বাল্যকালে ইয়ামেন শাহী মহলের অন্দর-বাহির সর্বত্রই আমরা হাসান ও হুসাইন নামে সবার মুখে মুখে ছিলাম। সৈয়্যদ পরিবারের বাইরে আমি জালালকে আমার পিতামহ হযরত আলী ইবনে হাতেম রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারভূক্ত ও আমার ভাই হিসাবে পরিচিত করলাম, সমবয়সী আপন খালাতো ভাই। সৈয়্যদ পরিবারে তখন প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট হতে থাকা প্রতিশ্রুত মুজাদ্দিদগনকে বলা হচ্ছিল 'ফয়সল'। মুজাদ্দিদ শব্দের প্রতিশব্দ হাকাম, ফয়সল ইত্যাদি শব্দ অত্যান্ত কদরের সাথে গ্রীহিত ও বহুল উচ্চারিত হচ্ছিল। খাতামাল কিতাব কোরান হতে এই ঘোষনা উচ্চকিত হচ্ছিল যে, 'সেই ব্যক্তি মোমিন নয় যে নবীজিকে ফয়সলের স্বত্ত্বায় গ্রহন করে না, সেই ব্যক্তি মোমিন নয় যে ফয়সলকে নবী হিসাবে গ্রহন করে না'। এরপর সৈয়দ পরিবার হতে নিযুক্ত দুইজন বাদশাহকে 'ফয়সল' উপাধীতে ভূষিত করা হলো। এরপর দিল্লী হতে প্রত্যাদিষ্ট অষ্টম মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হওয়ার সংবাদ এলো, সংবাদ বহন করে আনলেন তুর্কি শাহযাদা ইবনে বতুতা, আমরা তিনজন দিল্লী রওনা হলাম, দিল্লীতে আমরা সবাই একসাথে হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া আলাইহিস সালামের 'ফয়সল' হওয়ার পবিত্র দাবী মেনে নিলাম, তিনি আমার স্থলে আর আমি তাঁর স্থলে স্থানান্তরিত হলাম, আমি ফয়সল খোদাতালার আদেশে নিজাম উদ্দিনকে ইয়ামেনে আমাদের মামার পরবর্তী বাদশাহ নিযুক্ত করলাম, তুরস্কে ইবনে বতুতাকে আর জালালকে বাংলায় নিযুক্ত করলাম।

১৪৮. ইমামুল হারমাইন

প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের তালিকা প্রনয়নে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চম মুজাদ্দিদ অনুসন্ধানে তাহদাস পূর্ন হচ্ছিল না, আমি তাহদাসে আল্লাহর সাহায্য আবেদন করলাম। উত্তরে আল্লাহ প্রথমতঃ হযরত ইমাম গাজ্জালীকে আমার নিজ পুত্র ও ছাত্র হিসাবে দেখালেন। দ্বিতীয়তঃ আমার একনিষ্ঠ অনুসারী খাজা কামরুজ্জামান কামাল সাহেবকে এলহামে 'খাদেমুল হারমাইন' সম্বোধন করে আমাকে 'ইমামুল হারমাইন' আখ্যা দিলেন। তৃত্বিয়তঃ জানালেন, প্রত্যাদিষ্ট চতুর্থ ও তৃত্বিয় মুজাদ্দিদ হযরত আবুল হাসান আশ আরী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আলাইহিস সালামের বিরুধীতা খন্ডন ছিল তাঁর এক অন্যতম কাজ। চতুর্থতঃ বল্লেন, তিনি ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী।

১৪৯.আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর দৃষ্টি রাখছেন

"একটা নক্ষত্রপুঞ্জ চার-পাঁচটা দৃশ্যমান নক্ষত্র সহ আরো কিছু গ্রহ-উপগ্রহ ও মহাজাগতিক অনু-পরমানু নিয়ে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষ শক্তি ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি সীমানা ধরে পূর্ব হতে পশ্চিমে পৃথিবীকে অতিক্রম করছে, তাঁরা সবাই খুব সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভূ-পৃষ্ঠের সব পরিদর্শন করে যাচ্ছেন, মহাজাগতিক বিশিষ্ট হিসাবে তাঁদের সাথে আমার পুরাতন বন্ধুত্ব ও ভূ-পৃষ্ঠে আমার হীনমহস্তার কারনে আমি তাঁদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করছিলাম। তাঁরা তাদের গন্তব্যের দিকে পৃথিবী ছেড়ে দূরে গেলে পৃথিবীতে আমি নিজেকে প্রকাশ করলাম আর তৎক্ষনাৎ পূর্বের আকাশে অত্যন্ত উজ্জল ও লালচে জ্যোতির্বিকাশিত এক নক্ষত্রকে উদিয়মান দেখলাম, আবারো নিজের মধ্যে এথেকে নিজেকে আড়াল করার উপক্রম হলে তৎক্ষনাৎ তিনি আমার উপর নিজ জ্যোতির্বিকাশে আমাকে জ্যোতির্ময় করে দিলেন, আমিও নিজ হৃদয়ের হীনমহস্তা ভেঙে দাঁড়িয়ে গেলাম আর তিনি আমার মধ্যে তাঁর সমস্ত জ্যোতির্বিকাশ নিয়ে সর্বাঙ্গীন মিশে গেলেন। তখন এই এলহাম হচ্ছিল যে,'আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর দৃষ্টি রাখছেন"।
---কাশ্‌ফ, ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০২৩

১৫০. ধর্মনিরপেক্ষ আল্লাহ্

সূরা এখলাস, "প্রচলিত প্রথাসর্বস্ব ধর্মগুলোর ভীড়ে আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতা প্রকাশে বলুন, আল্লাহ তিনি যিনি প্রচলিত প্রথাসর্বস্ব ওসব ধর্মগুলো হতে নিরপেক্ষ, আল্লাহ তিনি যিনি তাঁর আপন প্রতিষ্ঠাকাজে পরস্পর বিবাদমান ওসব ধর্মগুলোর কোনটার উপরই নির্ভরশীল নন বরং সমকালীন আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারের উপরই ওসব প্রথাসর্বস্বতার পূনঃজীবন নির্ভরশীল। প্রচলিত প্রথাসর্বস্ব ধর্মমত সর্বাঙ্গীনভাবে কোনটাই সমকালীন আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট সংস্কার সমর্থিত নয়, সমকালিন আল্লাহর প্রত্যাদেশের স্থলে ইউটোপিয়ান প্রত্যাদেশের নামে প্রচলিত প্রথাসর্বস্ব ধর্মমত কোনটাই পূনঃজীবিত হওয়ার যোগ্য নয়। প্রচলিত প্রথাসর্বস্ব ধর্মমত কোনটাই আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট সংস্কার ও প্রবাহমান ধারার ছত্রেছত্রে বিরাজমান থাকা ধর্মনিরপেক্ষ উলূহিয়াতের সমকক্ষ নয়"।

১৫১.খলিফাতুল ওয়াদাল্লাহ

সূরা নূরঃ ৫৬, "আল্লাহতালা আমানু ও সালেহগনের সাথে অঙ্গীকার করছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি পৃথিবীতে তাদের মধ্যে প্রত্যাদেশের ধারা প্রতিষ্ঠিত করবেন যেভাবে তিনি প্রত্যাদিষ্টগনের ক্রমাগমন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে"। আয়াতাংশের এই আমানু হচ্ছেন উম্মতের নবীগন, সিদ্দিকগন, শহিদগন ও সালেহগন সবাই, আমানু শব্দের ভিতরেই সালেহগন আছে তো পৃথকভাবে আবারো সালেহগনের উল্লেখ হলো কেন? এইজন্যেই যে, পূর্ববর্তী সালেহ অর্থ সৎকর্মশীল আর পরবর্তী সালেহ অর্থ মুসলেহ-মুজাদ্দিদ। আমানু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে জগতের উম্মাত পরিস্থিতির প্রেক্ষিত উম্মতে যে কোন সময় আবির্ভূত হওয়ার সাধারন খলিফাতুল্লাহগনের জন্য আর সালেহিন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঐসকল সাধারন খলিফাতুল্লাহগনের চেয়ে উত্তম খলিফাতুল্লাহ স্বরুপ প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত হওয়ার প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের জন্য। পৃথকভাবে আবারো সালেহ শব্দ উচ্চারনের পরে সেই আমানু শব্দের অন্তর্নিহিত মর্মে থাকা সালেহ শব্দের অর্থ আর সৎকর্মশীল থাকেনা, বরং পূর্ববর্তী সালেহ অর্থও হয় মুসলেহ-মুজাদ্দিদ। তখন 'ওয়াদাল্লাহুল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়া সালেহিয়া' বাক্যাংশের অর্থ হয় 'তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করছেন'। ওয়াদা এই যে, 'প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট মুসলেহ-মুজাদ্দিদগন আবির্ভূত হতে থাকবেন এবং প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিগনের মৃত্যুর পর আমানুগনের মধ্যে সেই প্রত্যাদেশের ধারা প্রবাহমান থাকবে'। প্রকৃতই এযাবৎকালিন প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন আবির্ভূত হয়েছেন আর এমন কোন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হননি যাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের সাথে করা আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহগনের অন্তর্ভূক্ত খলিফাগন আবির্ভূত হননি। শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত খলিফাতুল্লাহ হলেই কেউ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ হন না, অন্য সময়ের ও অন্যান্য খলিফাতুল্লাহগনের চেয়ে শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের শ্রেষ্টত্ব এখানেও নিহিত যে, তাঁদের প্রত্যাদেশে আল্লাহ এই প্রত্যাদেশ নাযেলের ধারা তাঁদের মৃত্যুর পরেও প্রবাহমান রাখার অঙ্গীকার করেন।

১৫২. কিতাবের বুঝা বহনকারী গাধা

আরবে পবিত্র কোরান ও তৎকালীন অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থাদীর মতো তৌরাত নামক ধর্মগ্রন্থটিও মুখস্থ করে রাখার প্রচলন ছিল। তৌরাত মুখস্থকারী ইহুদিরা তৌরাত বুঝতো না আর বুঝার চেষ্টাও করতো না। তৌরাত মুখস্থ রেখেও তারা ধর্ম শিখতো তালমুদ নামক হাদিস গ্রন্থ হতে আর ইহুদিবাদের সর্বশেষ ফির্কা খ্রিষ্টানিটি শিখতো পবিত্র ইঞ্জিল শরীফের স্থলে পৌলিয় নেযামে খেলাফত হতে। এইজন্য পবিত্র কোরান তাদেরকে বলেছে কিতাবের বুঝা বহনকারী গাধা, আর এর ব্যাখ্যায় নবীজি বলেন, আমার উম্মত বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের পর অর্থাৎ খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের পর বনী ইসমাঈলী স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য মহিমায় প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের

মোকাবেলায় প্রচলিত প্রথাসর্বস্ব মুসলিম ওলামারাও হুবহু বনী ইসরাঈল সাদৃশ হয়ে যাবে, প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত হওয়া প্রত্যাদেশের প্রবাহমান ধারা হবে তাদের বুঝা স্বরুপ। গাধা বুঝা বহন করে কিন্তু কোনদিন জানতেও পারে না যে সে কিসের বুঝা বহন করেছে, চিনির না লবনের।

১৫৩. মুসলেহ্ পলের তৈরী নেযামে খেলাফত

খলিফাতুল মসীহ্ সালেস বলেন, 'মসীহ্ মাউদের পরে নেযামে খেলাফতের শুরু', মসীহ্ মাউদের পরে মানে কি? নেযামে খেলাফত কি মসীহ্ মাউদের রেখে যাওয়া বিষয়? না, তবে এখানে মসীহ্ মাউদের নাম ব্যবহারের কি প্রয়োজন ছিল? এসব কূটনৈতিক ভাষাব্যবহারই নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধিকাংশ আহমদীদের বিভ্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারন। সহজ-সরল-সত্য ভাষন, নেযামে খেলাফত তো উদ্ভাত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মুসলেহ্ মাউদের তৈরী ও তাঁর পরে প্রচলিত, যেভাবে মুসলেহ্ পলের তৈরী ও তাঁর পরে প্রচলিত পোপ নির্বাচনী নেযাম। নেযামে খেলাফত যদি মসীহ্ মাউদের রেখে যাওয়া বিষয় হতো তাহলে সাহাবাগনের সমস্ত জামাত ঐক্যমতের ভিত্তিতে মৌলভী মোহাম্মদ আলী লাহোরীকে খলিফা বানিয়েছিলেন কেন? কেন সমস্ত জামাত মিলে আমার মতো সাহেবযাদা মাহমুদের প্রত্যাদিষ্ট খলিফা হওয়ার দাবীকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন? প্রত্যাদিষ্ট নয় জামাতের এমন বড়দের দীর্ঘকালিন প্রথাগত এমন কূটনৈতিক ভাষাই ছোটদেরকে মিথ্যা বলা শিক্ষা দিয়েছে, ঢেকে দিয়েছে অনেক বড় বড় সত্যকে। খলিফা ছাড়া জামাতের কোন অস্তিত্ব নেই যে একথা ঠিক কিন্তু জামাত ছাড়া যে খলিফার কোন অস্তিত্ব নেই সে আর যাই হোক সূরা নূরঃ৫৬ আয়াতের খলিফা নয় পরোক্ষভাবেও, কারন জামাতের নির্বাচন তো আল্লাহর মনোনয়নের সত্যায়ন মাত্র।

১৫৪. শাহাদাত জীবিতাবস্থায় লাভের বিষয়

সূরা বাকারাঃ ১৫৫, 'শহীদগনকে তোমরা মৃতদের মধ্যে অনুসন্ধান করো না, বরং জীবিতদের মধ্যে তাদেরকে অনুসন্ধান করলে তোমরা শাহাদাতের বিষয় উপলব্ধি করতে পারবে'। তা যে কারনেই হোক, মরে গেলেই কেউ শহীদ হননা, ওরা মার্চ পঞ্চগড় সালানা জলসায় জাহিদ হাসান মরে গিয়ে শহীদ হননি, বরং জীবিতাবস্থায় শাহাদাত লাভ করছিলেন বলেই তিনি এমন মহান কাজে মরতে পেরেছেন। আজ সবাই মিলে তাঁকে যে মরনোত্তর মর্যাদায় ভূষিত করছেন এমন মর্যাদা তাঁকে অন্য সবারই জীবিতাবস্থায় দেয়া উচিত ছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামাতে জন্মগত-প্রথাগত ধর্মবিশ্বাসীদের ভীড়ে আসহাবে আখারিন সালেহ, শহীদ, সিদ্দিক ও নবীগন চরমভাবে অবহেলিত, এই মুহাজিরদেরকে তেমনভাবে বরন করে নেয়ার তেমন আনসার আর নেই জামাতে, আনসারের বিয়ে করা দুই স্ত্রী থেকে একজনকে মুহাজির ভাইয়ের জন্যে ছেড়ে দেয়া তো দূরে থাক, মুহাজিরের মধ্যে বস্তুগত সম্ভাবনা না থাকলে কন্যাদায়গ্রস্থ আনসারও

মোকাবেলায় প্রচলিত প্রথাসর্বস্ব মুসলিম ওলামারাও হুবহু বনী ইসরাঈল সাদৃশ হয়ে যাবে, প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত হওয়া প্রত্যাদেশের প্রবাহমান ধারা হবে তাদের বুঝা স্বরুপ। গাধা বুঝা বহন করে কিন্তু কোনদিন জানতেও পারে না যে সে কিসের বুঝা বহন করেছে, চিনির না লবনের।

১৫৩. মুসলেহ্ পলের তৈরী নেযামে খেলাফত

খলিফাতুল মসীহ্ সালেস বলেন, 'মসীহ্ মাউদের পরে নেযামে খেলাফতের শুরু', মসীহ্ মাউদের পরে মানে কি? নেযামে খেলাফত কি মসীহ্ মাউদের রেখে যাওয়া বিষয়? না, তবে এখানে মসীহ্ মাউদের নাম ব্যবহারের কি প্রয়োজন ছিল? এসব কূটনৈতিক ভাষাব্যবহারই নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধিকাংশ আহমদীদের বিভ্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারন। সহজ-সরল-সত্য ভাষন, নেযামে খেলাফত তো উদ্ভাত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মুসলেহ্ মাউদের তৈরী ও তাঁর পরে প্রচলিত, যেভাবে মুসলেহ্ পলের তৈরী ও তাঁর পরে প্রচলিত পোপ নির্বাচনী নেযাম। নেযামে খেলাফত যদি মসীহ্ মাউদের রেখে যাওয়া বিষয় হতো তাহলে সাহাবাগনের সমস্ত জামাত ঐক্যমতের ভিত্তিতে মৌলভী মোহাম্মদ আলী লাহোরীকে খলিফা বানিয়েছিলেন কেন? কেন সমস্ত জামাত মিলে আমার মতো সাহেবযাদা মাহমুদের প্রত্যাদিষ্ট খলিফা হওয়ার দাবীকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন? প্রত্যাদিষ্ট নয় জামাতের এমন বড়দের দীর্ঘকালিন প্রথাগত এমন কূটনৈতিক ভাষাই ছোটদেরকে মিথ্যা বলা শিক্ষা দিয়েছে, ঢেকে দিয়েছে অনেক বড় বড় সত্যকে। খলিফা ছাড়া জামাতের কোন অস্তিত্ব নেই যে একথা ঠিক কিন্তু জামাত ছাড়া যে খলিফার কোন অস্তিত্ব নেই সে আর যাই হোক সূরা নূরঃ৫৬ আয়াতের খলিফা নয় পরোক্ষভাবেও, কারন জামাতের নির্বাচন তো আল্লাহর মনোনয়নের সত্যায়ন মাত্র।

১৫৪. শাহাদাত জীবিতাবস্থায় লাভের বিষয়

সূরা বাকারাঃ ১৫৫, 'শহীদগনকে তোমরা মৃতদের মধ্যে অনুসন্ধান করো না, বরং জীবিতদের মধ্যে তাদেরকে অনুসন্ধান করলে তোমরা শাহাদাতের বিষয় উপলব্ধি করতে পারবে'। তা যে কারনেই হোক, মরে গেলেই কেউ শহীদ হননা, ওরা মার্চ পঞ্চগড় সালানা জলসায় জাহিদ হাসান মরে গিয়ে শহীদ হননি, বরং জীবিতাবস্থায় শাহাদাত লাভ করছিলেন বলেই তিনি এমন মহান কাজে মরতে পেরেছেন। আজ সবাই মিলে তাঁকে যে মরনোত্তর মর্যাদায় ভূষিত করছেন এমন মর্যাদা তাঁকে অন্য সবারই জীবিতাবস্থায় দেয়া উচিত ছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামাতে জন্মগত-প্রথাগত ধর্মবিশ্বাসীদের ভীড়ে আসহাবে আখারিন সালেহ, শহীদ, সিদ্দিক ও নবীগন চরমভাবে অবহেলিত, এই মুহাজিরদেরকে তেমনভাবে বরন করে নেয়ার তেমন আনসার আর নেই জামাতে, আনসারের বিয়ে করা দুই স্ত্রী থেকে একজনকে মুহাজির ভাইয়ের জন্যে ছেড়ে দেয়া তো দূরে থাক, মুহাজিরের মধ্যে বস্তুগত সম্ভাবনা না থাকলে কন্যাদায়গ্রস্থ আনসারও

তাকে কন্যা দিতে চায়না। সম্মানীত আমীর সাহেবান, এদেরকে খুঁজে বের করে সম্মানিত করুন, তাহলেই এই শহীদের মরনোত্তর সম্মাননা যথার্থ হবে, নতুবা না।

১৫৫. খলিফাতুল মসীহ পোপের মূর্তিতে প্রান আনায়ন

হযরত মোহাম্মদ মূর্তি ভাঙেননি, বরং কাবায় সংরক্ষিত ৩৬০ মূর্তিতে প্রান আনায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি, তিনি সহ ৩৬০ জন আরবী তো কেয়ামত পর্যন্ত প্রজন্মান্তরে বিশ্বব্যাপী অগনীত মানুষের উপাস্য-নমস্য হয়ে উঠেছেন। ঐ মূর্তিগুলো মানবহৃদয়ে কতদিন কতদূর কতজনের উপর কি প্রভাব অংকন করতে পারতো? ৩৬০ জন উল্লেখযোগ্য সাহাবাগনের চেয়ে বেশী তো নয়, তো মূর্তি গড়ার সৃজনশীলতা ইতিহাসে তাঁর চেয়ে আর কার মধ্যে বেশী পাওয়া গেছে? অন্যের ঘরের মূর্তি ভাঙার শিক্ষা ইসলামের নয়, যুগ-মোহাম্মদকে না মেনে অজ্ঞতায় মৃত্যুবরনকারী মোল্লা-মৌলবীদের মূর্তিভাঙন কার্যক্রম ইসলামের নয়। আমাদের দ্বারা অন্যের ঘরের মূর্তি ভাঙার ভাবনাটা প্রশ্নাতীতই, প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যেক মক্কা বিজয়ের পর নিজদের ঘরে সংরক্ষিত মূর্তিটিও ভাঙি না, বরং এতে প্রান আনায়ন করি। কাবায় সংরক্ষিত সবচে বড় মূর্তিটির নাম ছিল হুবল, হুব্ব + আল্ - হুবল অর্থ প্রীপ্রেমিক বা জননেতা বা জনগন নির্বাচিত নেতা, তখনো মর্মার্থে এই হুবল ছিল খলিফাতুল মসীহ পোপ।

১৫৬. এই শতাব্দিতেও আহমদীয়া জামাতে গ্রীহিত তবলীগের সেকেলে পদ্ধতি

জন্মিলে মরতে হয় এটা এক স্বতসিদ্ধ জ্ঞান, এই শতাব্দিতেও আহমদীয়া জামাতে গ্রীহিত তবলীগের সেকেলে পদ্ধতিতে দুই হাজার বছর পূর্ববর্তী ঈসা নামক এক মানব সন্তানের মৃত্যু প্রমান করার এই বিশাল আয়োজনও এক অজ্ঞতা বিশেষ, যে ধরনের অজ্ঞতা হতেই পূর্বে ঈসা নবীর এত দীর্ঘায়ু বা চিরঞ্জীবীতা প্রাপ্তির বিশ্বাস জন্মেছে। এমন ঘটা করে ঈসা নবীর দীর্ঘায়ু বা চিরঞ্জীবীতা প্রমান করা তো তাদেরই দায়ীত্ব যারা জন্মিলে মরতে হওয়ার স্বতসিদ্ধ জ্ঞানের বিপরীত বিশ্বাস লালন করে। কোরানে ঈসা নবীর রাফা হওয়ার অর্থ মৃত্যু না হলেই তাঁর দীর্ঘায়ু বা চিরঞ্জীবীতা প্রমান হয়ে যায়না, প্রকৃতপক্ষে ঈসা নবীর রাফা হওয়ার অর্থ তো তাঁকে ইসলামে সংরক্ষন করাই, ইসলামে ঈসা নবীর পুনঃ আবির্ভাব প্রতিশ্রুত হওয়াই।

১৫৭. খ্রিষ্টানরাও খ্রিষ্টের জীবিত থাকার অর্থ করে পোপ নির্বাচনের ধারাবাহিকতাকেই

আহমদী ভাই, আপনিও মনের অজান্তেই মোহাম্মদী খ্রিষ্টের চিরঞ্জীবিতার কথাই বলছেননা তো? খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ মৃত্যুবরন করেছেন আর পঞ্চদশ হিযরীর শিরোভাগ পূর্ণাকার শেষ হতে মাত্র ৬ বছর বাঁকি। খ্রিষ্ট অর্থ খলিফা, ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরাও খ্রিষ্টের জীবিত থাকার অর্থ করে খলিফাতুল মসীহ পোপ নির্বাচনের ধারাবাহিকতাকেই। ইসলামের মিনহাযিন নবুওয়তে দ্বিতীয় কুদরত স্বরুপ প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদকে না মানাও সেই একই কথা!

১৫৮. খলিফাতুর রসূলগন কেউই আয়াতে এস্তেখলাফের প্রত্যক্ষ খলিফা নন

হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, নুরুদ্দিন, নাসের, তাহের, মাসরুর প্রমূখ খলিফাগন সূরা নূর৪৫৬ আয়াতের প্রত্যক্ষ খলিফা নন, এ ধরনের পূর্ববর্তী প্রত্যেক খলিফা নির্বাচনে বারবার হযরত আলী, হযরত মুয়াবিয়া সহ প্রখ্যাত সাহাবাগন সবাইকে বুঝানোর আপ্রান চেষ্টা করেছেন যে, মোমিনগনের আমীরকে খলিফা বলা হচ্ছে হোক কিন্তু এই কথিত খেলাফতকে যেন সেই আয়াতে এস্তেখলাফে বর্নীত নবুওয়াতের ধারা খেলাফত মনে না করা হয়। এই আয়াতে এস্তেখলাফের তফসীর করার প্রয়োজনে হযরত খাতামাল খুলাফা আলাইহিস সালাম নিজেকে যেভাবে ঈসা বলেছেন সেভাবে ত্রোয়োদশ মুজাদ্দিদকে বলেছেন ইয়াহিয়া, আর এভাবে অন্যান্য প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনেরও নাম সময়ের সাদৃশ্যতায় বনী ইসরাঈলী নবীগনের নামে রাখেন। হযরত খাতামাল খুলাফা বনী ইসরাঈলী সময়ের সাদৃশ্যতায় স্বয়ং হযরত খাতামান্নাবীঈনের নাম রাখেন মূসা ইবনে মরিয়ম আর হযরত আবুবকরের নাম রাখেন ইউশা নবীর নামে। বিষয় এটাই সুস্পস্ট হয় যে, শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন তো প্রত্যেকেই বিগত হাজার বছরে আবির্ভূত খলিফাতুল্লাহগনের চেয়েও শ্রেষ্ট খলিফাতুল্লাহ ও এক এক কামেল উম্মতি নবী ছিলেন আর এমন কোন প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ গত হয়নি যাঁর পবিত্র সহবতে আশারা মুবাশ্বিরগনের মতো মুবাশ্বির পয়দা হয়নি, আর বিভিন্ন সময়ে আগত মুবাশ্বিরগনও এক প্রকার উম্মতি নবী। প্রত্যাদিষ্ট নন অথবা কোন প্রত্যাদিষ্টের সহবতেও ধন্য হননি এমন কথিত খলিফাগনকে যদি আয়াতে এস্তেখলাফের পরোক্ষ লক্ষস্থল হিসাবেও গন্য করার প্রয়োজন হয় তবে মাসরুর আহমদের মতো সেই সম্মানীত আমীর সাহেবকে তাঁর তাহলাসে ন্যূনতম মুবাশ্বির হওয়ার দাবী উপস্থাপন করতে হবে, আর আছে বলেই আমার বিশ্বাস, আমার আশঙ্কা তো কেবল তাঁর পরবর্তী খলিফাতুল মসীহ হতে যিনি কি না আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীকে উপেক্ষা করে পোপ হয়ে যান।

১৫৯. বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার শেষ খলিফাতুল্লাহ

সূরা নূরঃ ৫৬ আয়াতের খেলাফত মানেই মিনহাযিন নবুওয়াত বা নবুওয়াতের ধারা, খলিফা মানে খলিফাতুল্লাহ বা নবী। উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মতো খলিফাগন হচ্ছেন প্রত্যেক হিযরী শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন। বনী ইসরাঈলী খ্রিষ্ট সাদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার শেষ খলিফাতুল্লাহ। ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার শেষ মানেই মোহাম্মদী উম্মতের শেষ নয়, মোহাম্মদী উম্মতে ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার শেষ মানে তো ইসমাঈলী স্বকীয়তা ও স্বকীয়তার শুরু, সময়ের মহাসুসংবাদ যে, প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের মাধ্যমে উম্মতি নবুওয়াতের ইসমাঈলী সিলসিলাহ্ শুরু হয়েছে, এইদিকে আসুন।

১৬০. প্রত্যাদিষ্ট নয় এমন কারো হাতের মাধ্যমে বয়াত

বয়াত কি? প্রত্যাদিষ্ট নয় এমন কারো হাতের মাধ্যমে বয়াত যা রাষ্ট্র, জামাত ও সংগঠনের মতো জাগতিক প্রয়োজনেই সম্পন্ন হয়, রাষ্ট্রের নাগরিক যেমন, যেমন রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত নেযামে ওসীয়ত বা নতুন বিশ্বব্যবস্থার সংগঠন। প্রকৃত বয়াত এমন নিতান্ত অর্থনৈতিক লেনদেন ও হিসাব-নিকাশের প্রথাসর্বস্ব বিষয় নয়, বয়াত হচ্ছে তত্তজ্ঞানের বিনিময়ে ক্রমে ক্রমে নিজেকে বিক্রি করে দেয়া। নিজেকে যতটা বুঝলাম, আমি খাতামান্নাবীঈন ও খাতামাল খুলাফা ছাড়া অন্য কারো স্বত্নায় বিক্রিত নই আর এই অঙ্গীকার গ্রহন করেছিলাম ১৮৮২ সালে, প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ হিসাবে আমার দাবী উত্তাপনের পূর্ব পর্যন্ত সেই দিনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া বয়াতের ভিন্ন কোন কর্তৃপক্ষ ও আনুষ্ঠানিকতাকে আমি সন্দেহের চোখে দেখি, কারন বয়াতের সম্পর্ক বরাবরই প্রত্যাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হ্যাঁ আমি এখন পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম সংগঠনেরও সদস্য যে জামাত স্বচ্ছতার জন্য বারবারই পুনঃগঠনের মুখাপেক্ষী ও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।

১৬১. ইট-পাথরের সাদা মিনারাতুল মসীহ

হাদিসে মোহাম্মদ হতে মুসলিম জনশ্রুতিতেও বহুল প্রচলিত কথা যে, প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাব হবে 'দামেস্কের পূর্বে সাদা মিনারার কাছে'। চতুর্দশ হিযরীর শিরোভাগ পর্যন্ত উম্মতে মোহাম্মদীয়া প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাব আশা করছিল আক্ষরিকভাবেই দামেস্ক শহরস্থ উমাইয়্যা সুলতানদের তৈরি এক সাদা মিনারার কাছে। প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হলেন উম্মতের মসীহ দাবীদার, তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমানে তাঁর অনুসারীরা চলমান এই পঞ্চদশ হিযরীর শিরোভাগ পর্যন্ত প্রচার করলেন যে, তিনিই এই ভবিষ্যদ্বানী সম্বলিত হাদিসের লক্ষস্থলীয় প্রতিশ্রুত মসীহ, যিনি দামেস্ক শহর হতে দূরবর্তী হলেও পূর্বদিকেই অবস্থিত কাদিয়ান নামক গ্রামে আবির্ভূত হয়েছেন। উমাইয়্যা সুলতান আমলের পর আবারো প্রশ্ন করা হলো কাদিয়ান গ্রামে সেই সাদা মিনারা কোথায়? উত্তরে উমাইয়্যা সুলতানদের স্থলে আবারো আসহাবে মসীহগন বল্লেন, হাদিসের সাদা মিনারা তো হলো প্রকাশ্য দলিল-প্রমানের প্রতিকী। ঠিক আছে, দামেস্ক শহরস্থ পূর্বদিকে না হোক, দামেস্ক শহর হতে দূরবর্তী পূর্বদিকে অবস্থিত কাদিয়ান গ্রামেই হোক মানা যায় কিন্তু সাদা মিনারার এই রূপক অর্থ কোনভাবেই গ্রহনীয় নয়। এই প্রেক্ষিতে উমাইয়্যা সুলতানদের অনুসরনে আসহাবে মসীহগনও কাদিয়ান গ্রামে গড়লেন ইট-পাথরের সাদা মিনারাতুল মসীহ।

১৬২. নবুওয়াতের ধারা নাযেল হতে থাকা হৃদয়ের ব্যক্তিকে খলিফা বলে

যাঁর হৃদয়ে নবুওয়ত নাযেল হয় তাঁকে বলে নবী, নবীর পরে যাঁর হৃদয়ে এই নবুওয়তের ধারা নাযেল হওয়া অব্যাহত থাকে তাঁকে বলে খলিফা। নবুওয়ত বা খেলাফত অন্যদের মধ্যে

উপযুক্ত হৃদয়ে কম-বেশি সঞ্চারিত হয়ে একটা ঐশি জামাত গড়ে উঠে। জামাতের প্রয়োজনে পরে নানান প্রকার আঞ্জুমান বা সংগঠন হয়, সংগঠনসমূহের মধ্যে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রসংঘ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দূর্ভাগ্যবশত ইসলামে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের শেষ নিদর্শন খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের অমান্যকারী ইহুদিয় মুসলিমরা ধর্মরাষ্ট্রকে খেলাফত বলে। দূর্ভাগ্যবশত এই মোহাম্মদী খ্রিষ্টের মান্যকারী খ্রিষ্টিয় মুসলিমরাও ইসলামের প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদকে অমান্য করার শয়তানী প্ররোচনায় পঞ্চদশ হিযরীর শিরোভাগ হতে খেলাফতের ভিন্ন অর্থ বুঝা শুরু করে দিয়েছে, নেতৃত্ব নির্বাচনে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার প্রয়োজনকে উড়িয়ে দিয়ে নিতান্ত মানবিয় নির্বাচন তথা আঞ্জুমান-সংগঠন ও জামাতকেই খেলাফত বুঝা শুরু করে দিয়েছে।

১৬৩. মাগদুব ও দ্বোয়াল্লিন

এযাবতকালিন এই খায়রে উম্মতের সমস্ত কোরানে মুফাস্সিরগন একমত যে, উম্মুল কোরানের শেষ আয়াতে উল্লেখিত মাগদুব হচ্ছে ইহুদিরা আর দোয়াল্লিন হচ্ছে খ্রিষ্টানরা। প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হচ্ছেন মসীহ, মসীহের অমান্যকারী মুসলিমরা এই আয়াতের লক্ষস্থলে ইহুদিয় মুসলিম আর মান্যকারীগন প্রকৃত মোমিন-মুসলিম। আজ হতে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের মান্যকারীরাই প্রকৃত মোমিন-মুসলিম, মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের মান্যকারী স্বত্তেও প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের অমান্যকারনে এরাই হবে খ্রিষ্টিয় মুসলিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লিন। আমিন।

১৬৪. ইহুদিদের পর খ্রিষ্টানদের মধ্যেও যেভাবে বন্ধ হলো প্রত্যাদেশের দ্বার

হযরত ঈসা মসীহকে অভিযপ্ত সাব্যস্ত করার অপচেষ্টায় ইহুদিরা উল্টো নিজেরাই আল্লাহর দৃষ্টিতে অভিযপ্ত হলো। প্রত্যাদেশের স্থলে মধ্যবর্তী নেতৃত্ব নির্বাচনের সাথেও তারা পরিচিত হতে পারেনি যে এটা ছিল সেই অভিশাপ। প্রত্যাদেশের প্রত্যাশা ভূলে যাওয়া অভিযপ্ত ইহুদিদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যতা প্রতিষ্ঠায় খ্রিষ্টানরা পলকেও আরেক মসীহ সাব্যস্ত করে নিল, অন্যান্য খলিফাগনের মতো মসীহও মুসার খলিফা হওয়া স্বত্তেও মুসার খেলাফতকে মসীহ পলের পর পৃথকভাবে মসীহি খেলাফত সাব্যস্ত করলো, প্রত্যাদেশকে বিশৃংখলা ও রক্তপাতের কারন সাব্যস্থ করে প্রত্যেক ফের্কার ভোটারদের নিয়ে নেতৃত্বের জন্য গ্রহন করলো এক মানবিয় নির্বাচন পদ্ধতি, জামাতের নির্বাচিত খলিফাগনের উপাধী দিলো খলিফাতুল মসীহ। নতুন কোন প্রত্যাদেশের আগমন হলে তা নতুন নিয়মের ইলেকট্রোরাল কলেজে ব্যাঘাত ঘটায় ও সেই প্রত্যাদেশ মূসায়ী নবুওয়তের খেলাফত সাব্যস্থ হয় বিধায় খ্রিষ্টিয় মননেও চিররুদ্ধ করে দেয়া হলো প্রত্যাদেশের দ্বার।

১৬৫. কথিত খলিফাতুল মসীহগন কেউই ইবনে মরিয়ম নন

লাল মাহদী ইল্লা ইসাবনা মারায়ামা অর্থাৎ কথিত খলিফাতুল মসীহগন কেউই ইবনে মরিয়ম নন, এই হাদিসের 'ইবনে মরিয়ম' কাকে বলে, বিশদভাবে এর যথার্থই ব্যাখ্যা দিয়েছেন খাতামাল খুলাফা হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম। মরিয়ম বলা হয়েছে সাধারন মোমিনদেরকে আর ইবনে মরিয়ম বলা হয়েছে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীতে মোমিনগনের মধ্যে সুদীর্ঘকাল মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত হওয়া ব্যক্তিকে, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী ছাড়া কেউ ইবনে মরিয়ম নন। সুতরাং জামাতের ভোটে অবাঞ্চিত খলিফাতুল্লাহিল মসীহ সানী ছাড়া জামাতের ভোটে নির্বাচিত অন্যান্য কথিত খলিফাতুল মসীহগন কেউই ইবনে মরিয়ম নন, তাদের হেদায়েত প্রাপ্তি ও দান কোনটাই প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে নয়। আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যক্ষভাবে হেদায়েত প্রাপ্তি ও দান একান্তভাবে প্রত্যাদেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কারো আল মাহাদী হওয়া তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সাথেই সম্পর্কযুক্ত, জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত হওয়ার সাথে নয়।

১৬৬. ও. আই. সি.

খলিফাতুল্লাহিল মসীহ্ সানী সাহেবযাদা মাহমুদের বিদায়ে মোমিনগনের ভয়-ভীতিকর মধ্যবর্তীকালিন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস নির্বাচিত হলেন বাদশাহ্ ফয়সল, যেভাবে সমগ্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সর্বসম্মতিক্রমে খলিফাতুল মসীহ সানী নির্বাচিত হয়েছিলেন মৌলবী মোহাম্মদ লাহোরী রাযিয়াল্লাহু আনহু, নিতান্ত জামাতের নির্বাচিত খলিফা হিসাবে নয় বরং আসহাবে মসীহ হিসাবে যাঁর আকাশছোঁয়া সম্মাননা। সাহেবযাদা মাহমুদের সত্যস্বপ্ন স্যাকুলার মুসলিম রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন মক্কা-মদিনার এই বাদশাহ ফয়সলই, যদিও পরে এখন পর্যন্ত সেই ও আই সি তাঁর লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়নি, রাষ্ট্রসংঘ হয়েছে কিন্তু তা এখনো মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেনি।

১৬৭. কাদিয়ান সাদা মিনারার কাছে আবির্ভূত প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ

দামেস্কের পূর্ব দিকস্থ কাদিয়ান নামক গ্রামে সাদা মিনারা উঠেছে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালামের পরে, এই সাদা মিনারা তৈরি হওয়ার পর এর অনুকূলে এক প্রত্যাদিষ্ট আবির্ভূত হওয়ার ভবিষ্যদ্বানী আছে হাদিসে, যাঁর অভ্যর্থনা স্বরূপ তৈরি হয়েছে এই সাদা মিনারা। খ্রিস্টানিটি ও ইসলামে দামেস্ক এক দূর্ঘটনার নাম, ইসলামে আহমদীয়াতের ইতিহাসে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতায় অবধারিত থাকা এই দূর্ঘটনা ঘটার পূর্বে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের পবিত্র স্বত্ত্বার প্রতিক এই সাদা মিনারার অনুকূলে সেই প্রত্যাদিষ্ট আবির্ভূত হওয়ার কথা রয়েছে। আহমদীয়া খিলাফতে এই

দূর্ঘটনা ঘটার পূর্বে সাদা মিনারার কাছে জামাত পূনঃগঠনে যিনি আসার কথা তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ ও প্রথম খলিফাতুল্লাহিল মাহদী হয়ে থাকবেন, যিনি খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদকে কার্যত খাতামাল খুলাফা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। প্রমান করবেন যে, দাস তার আপন প্রভু হতে পৃথক নন।

১৬৮. বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের গ্রহনযোগ্যতা ছিল মদ্যপানের মতই

মদ্যপানের কিছু কল্যান আছে, কিছু অকল্যান আছে, কল্যানের চেয়ে অকল্যান বেশী, সুতরাং এটা পরিত্যাজ্য। বর্তমান খলিফাতুল মসীহ ও বৃটিশ শাসনের কথা ভিন্ন, তৎকালে হযরত মসীহ মাওদ ও তাঁর সহচর-অনুচরদের দৃষ্টিতে বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের গ্রহনযোগ্যতার স্বরুপ ছিল মদ্যপানের মতই।

১৬৯. ইসলামে উম্মতি নবীগনের পরিচয়

হযরত আবু বকর যখন কালা মাটিতে গড়াগড়ি খায় তখনো উম্মতি নবুওয়াতের খাতাম ছিলেন হযরত গোলাম-এ আহমদ। নবুওয়াতের পূর্ববর্তী যুগে নবুওয়াত শব্দের সাথে কারো পরিচয় ছিল না, নবুওয়াতের পরিচয় ছিল অন্য কোন শব্দে, তো হযরত খাতামান্নাবীঈন কি ঐসকল নবীগনকে নবী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেননি? নবুওয়াতের অনেক প্রকারের মধ্যে ইসলামে উম্মতি নবুওয়াত যেমন একটা প্রকার, তেমনি উম্মতি নবুওয়াতেরও অনেক প্রকার আছে, আর এক প্রকার উম্মতি নবী ছিলেন আশারা মুবাশ্বিরগনও। কেবল প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মুজাদ্দিদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম পরেই নয় বরং প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের পরেও আশারা মুবাশ্বিরগনের মত অনেক মুবাশ্বির নবী-খলিফাগন আবির্ভূত হয়ে আসছেন। খলিফাতুল্লাহগন ও হাজার মাস ব্যাপী আবির্ভূত হতে থাকা খলিফাতুল্লাহগনের চেয়েও শ্রেষ্ট খলিফাতুল্লাহ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের উম্মতি নবী হওয়া তো এক মামলী বিষয়, বরং তিনি তাঁর শতাব্দিতে বিদ্যমান সকল প্রকার নবুওয়াতের খাতাম হয়ে থাকেন। আমি সাধারনভাবে উম্মতি নবী তো বটেই, বরং নবুওয়াত-প্রত্যাদেশের প্রবাহমান ধারায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ ও খলিফাতুল্লাহিল মাহাদী হওয়ার সৌভাগ্যেও ভূষিত হয়েছি।

১৭০. যথা সময় আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার যথার্থ দাবী

৩২:৬ কোরান, আল্লাহ আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন। ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ অল্প কয়েকজন নবীই এসেছেন, এঁদের মধ্য হযরত নূহ্, মূসা, মোহাম্মদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। মুসলমানদের বিশ্বাসমতে মোহাম্মদী ব্যবস্থাপনাই মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও পনের শত বছর যাবৎ পরিচালিত সর্বশেষ ঐশি ব্যবস্থাপনা। ঐশি ব্যবস্থাপনার শুরু ও সুদীর্ঘকালব্যাপি পরিচালনার

হিসাব যেহেতু আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন সেহেতু এর পরিসমাপ্তি বা আকাশের দিকে উঠে যাওয়ার শুরুটাকেও নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞানে চিহ্নিত করে রেখেছেন, আমরা বিবেক খাটালে দেখি, আল্লাহ এই ব্যবস্থাপনাকে উঠিয়ে নিবেন এক দিনে যা আমাদের হিসাবে হাজার বছর। সেই হাজার বছরের শুরুটা হবে সেই শতাব্দির শিরোভাগ যখন আর কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী খুঁজে পাওয়া যাবে না। খাতামাল মুজাদ্দিদ, মাহদীগনের ইমাম, প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবে তাঁর একনিষ্ঠ মান্যকারীরাও ভেবে নিয়েছিলেন যে, পঞ্চদশ হিযরীর শিরোভাগেই মোহাম্মদী ব্যবস্থাপনা আকাশের দিকে উঠে যাওয়া শুরু, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার যুগ শেষ মানে মোহাম্মদী ব্যবস্থাপনার যুগ শেষ। যথা সময় আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার যথার্থ দাবী আহমদীদের সেই ভুলকে সংশোধন করে নিয়েছে, মোহাম্মদী ব্যবস্থাপনা হাজার বছরে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া শুরুর শতাব্দি এটা নয়।

১৭১. জৈবিক চেতনা উৎসর্গ ও আত্মোন্নতি

ইসলামী বয়াতের উৎপত্তিস্থল 'বাইয়ুন' শব্দের অর্থ বিক্রয় করা, বয়াত গ্রহনের অর্থ নিজেকে বিক্রয় করা, চূড়ান্তে জৈবিক চেতনাকেও উন্নত পরাধিন করে দেয়া। নিজেকে বিক্রয় করা হোক আর উৎসর্গ করাই হোক সবটাই আত্নহত্যার বিপরীত ভাবার্থক, বরং আত্মোন্নতিই ওসবের মূলভাব যা জৈবিক চেতনাকে উপেক্ষা করে সম্ভব নয়। মানুষের জৈবিক স্বত্তা আত্মোন্নতির প্রয়োজনে ও সমতালে উৎসর্গ অথবা বিক্রয়যোগ্য না হলেও সাধুসমাবেশে তা তিরস্কৃত হতে পারেনা, নিন্দিতও হতে পারেনা, বরং এই অনুসন্ধানের প্রয়োজন হতে পারে যে, নিশ্চয়ই আত্মোন্নতিতে উপেক্ষিত হচ্ছে জৈবিক চেতনা। মানুষের জৈবিক স্বত্ত্বা সংরক্ষনের জন্য সাধু-শয়তান নির্বিশেষ একটা কমন প্লাটফর্ম হচ্ছে রাষ্ট্র-রাষ্ট্রসংঘ, আকাশ হতে পৃথিবীর দিকে পরিচালিত ব্যবস্থাপনার শুরু এখানেই। আল্লাহর যে খেলাফত এখনো পৃথিবীর মধ্যাকর্ষ শক্তির অভ্যন্তরিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, যৌনতা ও অহংকে সহজাত হতে নৈতিকতায় উন্নিতকরণে সক্ষম হয়নি সেই খেলাফত আল্লাহর খেলাফত হলেও তা এখনি ইমামাত আখ্যায়িত হতে পারেনা, ইমাম মাহাদী রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হবেন বলে যে ইহুদীয় মুসলিম বিশ্বাস এটাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

১৭২. দাসত্ব একান্তই অযাচিত-অসীম দাতাস্বত্ত্বার জন্য

দাসত্ব সর্বস্তরে সবসময় প্রভু, দাস, স্বাধিন, বিদ্রোহী সবার কাছেই এক ঘৃন্য শব্দ। রহমান আল্লাহর স্থলে পিতা হোক নতুবা শাসক হোক নতুবা স্বয়ং আল্লাহর খলিফাই হোক, এমন কোন প্রভু-প্রতিপালকের মধ্যে যেভাবে অযাচিত-অসীম দাতাস্বত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারেনা ঠিক সেভাবেই কোন অনুগত ব্যক্তিত্বেও দাসত্ব চিরস্থায়ীভাবে সহনীয় হয়ে একাকার হয়ে যেতে পারেনা। সাধু সাবধান, প্রচলিত নিয়মের যেসব কথিত সাধুগন দাসত্ব আর আনুগত্যকে এখনো পৃথক করতে পারেনি তারা প্রকৃত সাধু নন, বরং এরাই মুশরিক, মূর্তিপূজারী, সাধুবেশী শয়তান- গায়রুল্লাহ্।

পৌত্তিয় গনতন্ত্রকে। ফলতঃ আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রভু-দাস সম্পর্কের স্থলে মুসলেহ পল বাধ্য হয়েই কথিত নতুন নিয়মে অর্থনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত পিতা-পুত্র সম্পর্কের প্রচলন করলেন, ইসলামের আহমদীয়াতেও জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের মতো এক উদ্ভট বিষয় পূজিত হতে থাকল, খ্রিষ্টিয় ও খ্রিষ্টিয় মুসলিম সামাজিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আজ ধর্ম আর কোন বিশ্বাসের বিষয় হিসাবে রইল না।

১৭৫. মুসলেহ্ পল ও মুসলেহ্ মাওদের পবিত্রতা প্রমানের দায়ীত্ব আমার

দাজ্জাল অর্থ হচ্ছে ভয়ানক মিথ্যাবাদীর দল, ভয়ানক মিথ্যা কি? ভয়ানক মিথ্যা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর উপর আরোপিত মিথ্যা। দোয়াল্লিন ও দাজ্জালিন শব্দদুটি প্রায় সমার্থক, দুটি শব্দই উৎপত্তিতে খ্রিষ্টিয় ধর্মবিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। খ্রিষ্টান ধর্মিয় পরিভাষায় ইসলামের দোয়াল্লিন বা দাজ্জালিনকে বলা হয়েছে এন্টি-ক্রাইস্ট, এসবই এক মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। রোমান কনস্টান্টাইনের সময় হতে ক্যাথলিক ছাড়া অন্যান্য সকল খ্রিষ্টিয় ফির্কাগুলো সম্মিলিতভাবে এন্টি-ক্রাইস্ট আখ্যায়িত করেছিল হযরত মুসলেহ্ পলকে, পরে হযরত খাতামান্নাবীঈনের আবির্ভাবে ক্যাথলিকরা অন্যদের এই মিথ্যারোপকে হযরত মুসলেহ্ পলের স্থলে হযরত খাতামান্নাবীঈনের প্রতি আরোপ করে সন্তুষ্ট হলো। অবশেষে হযরত গোলাম আহমদ খ্রিষ্ট খ্রিষ্টানদের সেই পুরাতন মিথ্যারোপকে খ্রিষ্টানদের দিকেই ফিরিয়ে দিলেন মাত্র, হযরত মুসলেহ্ পলকে মিথ্যানবী সাব্যস্থ করা হযরত গোলাম-এ আহমদ ও আহমদ আরবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল না, আর মুসলেহ্ পলকে পবিত্র সাব্যস্থ করার স্ববিস্থার ব্যাখ্যা করাও তাঁদের দায়ীত্ব ছিলনা। প্রতিশ্রুত মসীহের খেলমতে হযরত মুসলেহ মাওদ ও হযরত মুসলেহ্ পলকে পবিত্র সাব্যস্থকরণ স্ববিস্থার ব্যাখ্যা করার দায়ীত্ব আমার। ধর্মান্ধ আউয়াল আনানিয়াসের কথা ভিন্ন, হযরত মুসলেহ্ পলের যেখানে কামেল নবুওয়াতের দাবীই ছিলনা, সেখানে তার পরবর্তী কামেল নবীগন কেন তাকে মিথ্যা সাব্যস্থ করতে ঘুম হারাম করে থাকবেন? না।

১৭৬. ব্যাংকিং ব্যাবস্থার এক অন্যতম ত্রুটি

ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি হচ্ছে শহর এবং গ্রাম হতে সমানভাবে জমা উত্তোলন করা কিন্তু ঋন দেয়ার সময় শহরমূখী ঋন দান। এই ব্যবস্থায় গ্রাম আর শহরের মধ্যে বৈষম্য বাড়তে থাকা অথবা বৈষম্য যতটুকু আছে ততটুকুই থেকে যাওয়ার অন্যতম কারন এটা। খেলাফতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাছে আমাদের আশা ছিল ব্যতীক্রম কিছু কিন্তু আমরা এখনো নিরাশ। খেলাফতেও গ্রাম্য আলীর কাছ থেকে শহুরে উসমানের সমানুপাতিক চাঁদা আদায় করা হয় কিন্তু খরচ করা হয় উসমানের অনুকূলেই।

পৌলিয় গনতন্ত্রকে। ফলতঃ আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রভু-দাস সম্পর্কের স্থলে মুসলেহ পল বাধ্য হয়েই কথিত নতুন নিয়মে অর্থনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত পিতা-পুত্র সম্পর্কের প্রচলন করলেন, ইসলামের আহমদীয়াতেও জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের মতো এক উদ্ভট বিষয় পূজিত হতে থাকল, খ্রিষ্টিয় ও খ্রিষ্টিয় মুসলিম সামাজিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আজ ধর্ম আর কোন বিশ্বাসের বিষয় হিসাবে রইল না।

১৭৫. মুসলেহ্ পল ও মুসলেহ্ মাওদের পবিত্রতা প্রমানের দায়ীত্ব আমার

দাজ্জাল অর্থ হচ্ছে ভয়ানক মিথ্যাবাদীর দল, ভয়ানক মিথ্যা কি? ভয়ানক মিথ্যা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর উপর আরোপিত মিথ্যা। দোয়াল্লিন ও দাজ্জালিন শব্দদুটি প্রায় সমার্থক, দুটি শব্দই উৎপত্তিতে খ্রিষ্টিয় ধর্মবিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। খ্রিষ্টান ধর্মিয় পরিভাষায় ইসলামের দোয়াল্লিন বা দাজ্জালিনকে বলা হয়েছে এন্টি-ক্রাইস্ট, এসবই এক মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। রোমান কনস্টান্টাইনের সময় হতে ক্যাথলিক ছাড়া অন্যান্য সকল খ্রিষ্টিয় ফির্কাগুলো সম্মিলিতভাবে এন্টি-ক্রাইস্ট আখ্যায়িত করেছিল হযরত মুসলেহ্ পলকে, পরে হযরত খাতামান্নাবীঈনের আবির্ভাবে ক্যাথলিকরা অন্যদের এই মিথ্যারোপকে হযরত মুসলেহ্ পলের স্থলে হযরত খাতামান্নাবীঈনের প্রতি আরোপ করে সন্তুষ্ট হলো। অবশেষে হযরত গোলাম আহমদ খ্রিষ্ট খ্রিষ্টানদের সেই পুরাতন মিথ্যারোপকে খ্রিষ্টানদের দিকেই ফিরিয়ে দিলেন মাত্র, হযরত মুসলেহ্ পলকে মিথ্যানবী সাব্যস্থ করা হযরত গোলাম-এ আহমদ ও আহমদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল না, আর মুসলেহ্ পলকে পবিত্র সাব্যস্থ করার স্ববিস্থার ব্যাখ্যা করাও তাঁদের দায়ীত্ব ছিলনা। প্রতিশ্রুত মসীহের খেদমতে হযরত মুসলেহ মাওদ ও হযরত মুসলেহ্ পলকে পবিত্র সাব্যস্থকরণ স্ববিস্থার ব্যাখ্যা করার দায়ীত্ব আমার। ধর্মান্ধ আউয়াল আনানিয়াসের কথা ভিন্ন, হযরত মুসলেহ্ পলের যেখানে কামেল নবুওয়াতের দাবীই ছিলনা, সেখানে তার পরবর্তী কামেল নবীগন কেন তাকে মিথ্যা সাব্যস্থ করতে ঘুম হারাম করে থাকবেন? না।

১৭৬. ব্যাংকিং ব্যাবস্থার এক অন্যতম ক্রটি

ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম ক্রটি হচ্ছে শহর এবং গ্রাম হতে সমানভাবে জমা উত্তোলন করা কিন্তু ঋন দেয়ার সময় শহরমূখী ঋন দান। এই ব্যবস্থায় গ্রাম আর শহরের মধ্যে বৈষম্য বাড়তে থাকা অথবা বৈষম্য যতটুকু আছে ততটুকুই থেকে যাওয়ার অন্যতম কারন এটা। খেলাফতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাছে আমাদের আশা ছিল ব্যতীক্রম কিছু কিন্তু আমরা এখনো নিরাশ। খেলাফতেও গ্রাম্য আমীর কাছ থেকে শহুরে উসমানের সমানুপাতিক চাঁদা আদায় করা হয় কিন্তু খরচ করা হয় উসমানের অনুকূলেই।

১৭৭. খেলাফত প্রতিষ্ঠার এক অন্যতম উদ্দেশ্য

খেলাফত প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য এটাও যে, খলিফাতুল্লাহ ও তাঁর ঘেরে তরলীগদের মধ্যবর্তী অনাকাঙ্ক্ষিত বরফের পাহাড় গলানো, মানবিয় জৈবিক চেতনাকে আত্মোন্নতির দিকে পরিচালিত করা। নিতান্ত জামাতের ভোটে নির্বাচিত কথিত খলিফাতুর রসূলগন তাঁদের আরাধ্য কাজে ব্যর্থ হতেই পারে, এক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঢাকার জন্য উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করে বসা খলিফার জন্য শুভনীয় নয়, খলিফার পক্ষে ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তাদের এমন দুরাচার আল্লাহ ও তাঁর উপস্থিত খলিফার প্রতি আরোপিত না হলে পরিস্থিতি নেযামে খেলাফতকে ঢেলে সাজানোর অনুমতি দেয়, খলিফাতুর রসূলের স্থলে অচিরেই আরেকজন খলিফাতুল্লাহর আগমন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে।

১৭৮. প্রসঙ্গঃ অর্থনীতি

আল্লাহর পথে এক টাকা খরচ করলে তা সত্তোর টাকা হয়ে কিভাবে ফিরত আসে, এটা কেবল বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতার মধ্যে রেখে দেয়ার যুগ এটা নয়। সুদের সাথে পাল্লা দিয়ে এক টাকাকে সত্তোর টাকা বানানোর তামাশায় ধর্ম কি বিষয়? এক টাকা অচিরেই সত্তোর টাকা হয়ে না ফিরলে খরচের এই পথ কি আল্লাহর পথ নয়? এক থেকে সত্তোর আর সত্তোর থেকে এক পর্যন্ত কতটা দূরত্ব? ধর্ম বাঁচাতে অভিজ্ঞতার মিথ্যা দাবীতে তো হাজারো ধর্মান্ধ দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু নিজ ইমামকে কার্ল মার্ক্সের মতো যুগান্তকারী অর্থনীতিবিদ হিসাবে দেখতে চাওয়া হয়েছে কজনের মোনাজাতে? অর্থনীতিকে উপেক্ষা করা যায়না তো এক-অদ্বিতীয় খোদার হাতে বিশ্ব-অর্থনীতি পরিচালনার দিন কবে আসবে? পুজিবাদীরা একদিন সবাই বস্তুবাদীতার বিপরীতে আধ্যাত্মবাদী হয়ে উঠবে এটাও কি আশা করা যায়? মুসলিম সমাজ গঠনের ভিত্তি যদি আধ্যাত্মবাদই হয়ে থাকে তবে বান্দার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আল্লাহর কাছে কতটা গুরুত্ববহ? অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আল্লাহর নয় তো কেবল বান্দারই একতরফা প্রয়োজনের নাম? আল্লাহ নিজেও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হতে চাইবেন কেন? ভাবনার বিষয় ভাবতে হবে, কোরানের শিক্ষামতেই যৌক্তিক জ্ঞানের সংযুক্তি ছাড়া কোন ধর্মবিশ্বাস প্রচারের স্বাধিনতা থাকবেনা যেদিন যেখানে সেদিনের সেখানের কথাও অগ্রীম ভেবে রাখতে হবে।

১৭৯. দায়ীলাল্লাহ ও বায়তুল মাল

দায়ীলাল্লাহগন নিজ নিজ হৃদয়ে নাযেলকৃত আল্লাহর প্রত্যাদেশ দ্বারা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। এই আহ্বানের বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে বস্তুগত মূল্য গ্রহন করলে উভয়ের কেউই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হতে পারেনা বলে আল্লার সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ রয়েছে। দায়ীলাল্লাহগনকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যৌনতার মতো অপরিহার্য জাগতিক প্রয়োজন কোরবান করেই

মুমিনদের সংসারধর্মকে এদের অনুকূলে পালন করানো, উচিত ছিল প্রচারকাজের নিরস বাহ্যবা না দিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যৌনতা পূরনে প্রচারকদের সাথে বস্তুগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে অন্যদেরকে দূরে সরানো। প্রত্যাদেশের অনুপস্থিতি অথবা পৌলিয় গনতন্ত্রীক ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতাই তবলী-গের প্রকৃত স্বামী ওলামাদেরকেও বেশ্যার উপার্জনের চেয়ে জঘন্য উপার্জনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যেভাবে আকাশের নীচে সর্বনিকৃষ্ট জীবে পরিনত হয়েছে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের মাধ্যমে শেষ হওয়া বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের মুসলিম ওলামারা।

১৮২. লায়লাতুল কদরের বাস্তবতা

নিতান্ত মৌখিক দাবী আর তদোপাত দালিলিক কূটতর্কেই চৌদ্দশত বছর যাবৎ প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত হতে থাকা প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদিয়াতের ভিত্তি ছিলনা, মোহাম্মদী উম্মতে লায়লাতুল কদর কথিত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম এই পঞ্চদশ শতাব্দির শিরোভাগে দৃঢ়তা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে যে কোন মুসলিম খোদাতালাকে প্রকৃতই জীবিত ও নিজ জীবনশিরা অপেক্ষা নিকটবর্তী জেনে তাঁর কাছে আমার খাতামাল মুজাদ্দিদিন হওয়ার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনিই তাকে জানাবেন, অবশ্যই জানাবেন আর তার বিশ্বাসী উত্তরাধিকারদেরকেও কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে বারবারই আসহাবে আখারিন আলাইহিস সালামগনের অন্তর্ভূক্তও করতে থাকবেন।

১৮৩. দুষ্টের লালন সমর্থিত নেযামে খেলাফত

ধর্মের নামে রাজাদেশ নেযামে খেলাফতের তফসীরে 'আতিউল্লাহা আতিউর রসূল ওয়া উলিল আমর মিনকুম' প্রত্যাদেশের 'মিনকুম' শব্দের মর্মার্থ পর্যালোচনায় মুফাসসিরগন পৌলিয় গনতন্ত্র প্রসব করে কোরানকে নিতান্ত এক রাজাদেশ সাব্যস্থ করে। যখন রাজেন্য বা রাজাদেশের উপর জনগন ন্যায্য অভিযোগ উত্থাপন করে তখন রাজাদেশ সংস্কারের কথা ভাবা হয়না, অসাধু রাজন্যের পদচ্যুতির কথাও ভাবা হয়না, বারবার কেবলই অভিযোগ খারিজ করার কথা ভাবা হয়, গন-অভিযোগের অযৌক্তিকতা প্রমানের অপচেষ্টা করা হয়, যৌক্তিক গন-অভিযোগকে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ আখ্যা দেয়া হয়। পরিনামে নেযামে খেলাফতের শাসনকাজে সুস্পস্ট হয়ে উঠে দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমননীতি, যেখানে 'মিনকুম' শব্দের অপব্যাখ্যায় বলা হয়, 'তোমরা যে দুধে দুষ্ট সেই দুধ সংরক্ষন করেই তোমাদের মধ্য হতে, তোমাদের দ্বারা, তোমাদের জন্য, তোমাদের রাজেন্য নির্বাচন করেছেন স্বয়ং আল্লাহই, সুতরাং চুপ হয়ে যাও নতুবা দমননীতিতে পিষ্ট হতে থাক। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ বলছেন, না, কোরান কোন রাজাদেশ নয়, খেলাফত মানে জামাত-আঞ্জুমান-রাষ্ট্র নয়, আল্লাহর নামে কথিত খেলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেই তা সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে যায় না, কেয়ামত পর্যন্তই বারবার সংস্কারের প্রয়োজন হয় এমন

ব্যবস্থাপনার ফরমাইশে করা প্রত্যাদেশের মানব রচিত তফসীর 'নেযামে খেলাফত' যথার্থ হতে পারেনা, প্রত্যাদেশ আল্লাহ নাযেল করেছেন আর এর তফসীরের দায়ীত্বও প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আল্লাহরই। আল্লাহর প্রত্যাদেশকৃত 'মিনকুম' শব্দে এটা বলা হয়নি যে, জনগনের দোষ সংরক্ষন করে এর দ্বারা তাদের জন্য, তাদের মধ্য হতে, তাদের দ্বারা, তাদের রাজেন্য নিযুক্ত করাই আল্লাহর নেযাম। মানুষ মাত্রই দোষ-ত্রুটির সংমিশ্রণ, সীমাহীন দোষ-ত্রুটিতে সকল জনগনই আক্রান্ত থাকলেও দুষ্টের শিরোমনিকে নিজেদের উলিল আমর হিসাবে মেনে নেয়া 'আতিউল্লাহা আতিউর রসূল ওয়া উলিল আমর মিনকুম' নির্দেশনার অন্তর্ভূক্ত নয়। জনগনের অবস্থা যাই হোক, আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহর নামে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনায় নির্বাচিত রাজেন্যের জীবনাদর্শ ও রাজাদেশে অবশিষ্ট যতসামান্য দোষ-ত্রুটিও মেনে নেয়া আল্লাহর এই প্রত্যাদেশে নির্দেশিত নয়।

১৮৪. নেযামে খেলাফতকে পুরাতন কাপড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলা অপরাধ নয়

অপরাধ কি? জংলি জীবনপ্রবাহে জৈবিক ক্রিয়াকলাপে অপরাধ কি? অপরাধ হলো জংলিজীবনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যৌনতার অনুকূলে একটা মধ্যাকর্ষন বিশেষ যা এইমাত্র আরেকটা মহাকর্ষন হতে বিপরীতমুখী হয়ে সৃষ্ট, এই মহাকর্ষনটি হচ্ছে আইন, আইনের শাসন। আইনশাস্ত্র অথবা আইনী শাসনতন্ত্রের প্রধান দুটি অধ্যায়ের একটি হচ্ছে সুসংবাদ আর অপরটি হচ্ছে সতর্কতা, ভেবে দেখুন, দ্বিতীয় যে অধ্যায়টি রয়েছে সেটি অপরাধ প্রবনতা ছাড়াই অধ্যয়ন সম্ভব ছিলনা। আইন কি? এই প্রশ্নোত্তর অনুসন্ধান-অধ্যয়নের নাম যেমন সদাচরণ তেমনভাবে অপরাধ প্রবনতাও। আইনের শাসনই এই অপরাধ প্রবনতাকে বিদ্রোহের সীমানা থেকে ফিরিয়ে আইন ও শাসনব্যবস্থার সমৃদ্ধি দেয়, অপরাধ প্রবনতাকে শুরুতেই বিনষ্ট করে দেয়না, বরং আইনের শাসনে অপরাধ প্রবনতা অপরাধ হিসাবেই গন্য নয়। কথিত নেযামে খেলাফত বা খেলাফত ব্যবস্থার মানবিয় আইনে একদিকে কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অন্যদিকে জামাত পুনঃগঠনের প্রক্রিয়া উভয়টিই পরিচালিত হয়ে থাকে অপরাধ প্রবনতার দ্বারা, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী সত্য হলে জামাত পুনঃগঠনের অর্থ হয় কথিত নেযামে খেলাফতকে পুরাতন কাপড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলা আর এটা অপরাধ তো নয়ই বরং এটা হবে অলস মস্তিস্কের আকাঙ্খা স্বরুপ নেযামে-আইন সংস্কারের স্থলে প্রত্যাদেশের ধারা খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার নামান্তর।

১৮৫. মহাপ্রভাবক নাবা

খোদাতালার গুনাবলী সকল মানুষের মধ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান থাকে, মহাপ্রভাবক নাবা সেই গুনাবলীর বিকাশ ঘটায়, আকাশের বৃষ্টি যেভাবে ভূ-পৃষ্ঠে সকল সৃষ্টির উদ্ভব ঘটায়,

অবচেতন মনের সত্যস্বপ্নেও মানুষ সেই নাবা হতে অংশলাভ করে থাকে। আমার মতো নগন্য বান্দা যেভাবে নতুন আকাশ নতুন বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্নে বিভূর হয়ে আছি, মাত্র কয়েক প্রজন্মেই আমাদের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও এটা কোন মানবিয় অর্জন বা যোগ্যতা নয় বরং বান্দার প্রতি মহাপরাক্রমশালী খোদাতালার স্বেচ্ছা-করুনা মাত্র, যে কারনে নবুওয়াতের প্রবাহমান ধারায় অভিষিক্ত বান্দাগনকে নবী বলা হয়।

১৮৬. অপ্রত্যাশিত বিরুধীতাও এক প্রত্যাশিত সাহায্য বিশেষ

হযরত মোহাম্মদ ইসলাম প্রচারে আল্লাহর কাছে দুইজন ওমরকে চেয়েছিলেন। পরে সত্যই আমরা একজনকে মুবাল্লিগ ইনচার্জ হতে দেখেছি, আর দ্বিতীয়জনকে একজন সাধারন মুবাল্লিগ হওয়া তো দূরের কথা, সাধারন মুসলিম হওয়াও দূরের কথা, সাধারন বিরুদ্ধবাদী হিসাবেও দেখিনি তাকে, দেখেছি বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্বে জীবন উৎসর্গকারী হিসাবে। তাহলে কি আল্লাহ্ তাঁর হাবিবের ইসলাম প্রচারে এমন হৃদয় উজার করা আকূতির অর্ধেক কবুল করেছেন? একাংশ কবুল করে পরক্ষনেই অন্য অংশের দ্বারা তা বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন? না, আল্লাহ্ ইসলাম প্রচারে অকৃপণভাবে দুই ওমরকেই দান করেছিলেন, দোয়া করা আমাদের কাজ আর তিনি তা কিভাবে কবুল করবেন সেটা তাঁর ব্যাপার, আল্লাহর প্রতি সুধারনা ও পূর্ন আস্থায় দোয়া কবুলিয়াত পর্যবেক্ষনে আমরা দেখেছি যে, প্রচারকাজে নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার সমান গুরুত্ববহ হচ্ছে অপ্রত্যাশিত বিরুধীতা।

১৮৭. ব্যক্তির মৃত্যুর অভিজ্ঞতা দিয়ে স্বীকার করানো হবে বনী ইসরাঈলী যুগের সমাপ্তি

৪:১৬০ কোরান, 'আহলে কিতাবদের মাঝে এমন একজনও থাকবেনা যে পরিশেষে তার নিজ মৃত্যুপথযাত্রায় 'নিয়মতান্ত্রিক সাহায্যকারী আল্লাহর চিরঞ্জীবিতা ও মানুষ মাত্রেরই অবধারিত মৃত্যুর সীমাবদ্ধতা' সংক্রান্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যু ও বনী ইসরাঈলী যুগের সমাপ্তির প্রতি ঈমান আনবে না'। প্রশ্ন করা হয় আয়াতে ঈসার মৃত্যু না বুঝিয়ে আহলে কিতাবদের মৃত্যু বুঝালে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে কেন, উত্তর এটাই যে, মৃত্যুপথযাত্রী একাই ভূগ করতে থাকে মৃত্যুর স্বাদ, নিজ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা দিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয় কথিত চিরঞ্জীব ঈসার অবধারিত মৃত্যুকে, এইজন্য সত্য অনুধাবনে এককভাবে দেখানো হয়েছে প্রত্যেক আহলে কিতাব ব্যক্তিকে, আর বলা হয়েছে প্রত্যেক আহলে কিতাব ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তাদের সম্মিলিত অন্ধ বিশ্বাস বা হুজুকের বিরুদ্ধে সাক্ষ দিবে মরহুম ঈসা অর্থাৎ রক্ত-মাংসে গড়া এক মানুষের চিরঞ্জীবিতা স্বাভাবিকভাবেই পীড়াদায়ক হবে একইরকম জৈবিক চেতনার অন্য মানুষের মৃত্যুতে। নিজ মৃত্যুর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অন্যের মৃত্যু স্বীকারের স্বাভাবিক নিয়ম সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য হলেও এই আয়াতে কেবল আহলে কিতাবদের উল্লেখ করা হয়েছে,

কারন ঈসার জীবন-মরণ বিতর্কটা সব মানুষের মধ্যে কেবল ঐসকল আহলে কিতাবদেরই বিষয় যারা ঈসার চিরঞ্জীবিতা বলতে বুঝে ঈসায়ী জামাতের জোটে নির্বাচিত পোপ-পৌলিয় খেলাফতের অমরত্ব আর ঈসার মরণ বলতে বুঝে পোপ-পৌলিয় দেযামে খেলাফতের অসারতা ও প্যারাক্লিট, প্যারাক্লিটাস, কমফোর্টার, স্পিরিট অব ট্রুথ ইত্যাদি নামে বনী ইসমাঈলী নবুওয়াত-খেলাফতের স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য ধারার ভিত্তি। আহলে কিতাবদের মধ্য হতে বনী ইসরাঈলী খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে দৈহিক মৃত্যুর তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে স্বীকার করানো হবে খ্রিষ্টের স্বাভাবিক মৃত্যু তথা বনী ইসরাঈলী যুগের সমাপ্তি, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের খ্রিষ্টিয় মুসলিম ব্যক্তিকে প্রত্যাদেশ লাভে বঞ্চিত করে আধ্যাত্মিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা দিয়ে স্বীকার করানো হবে ইসলামের বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের সমাপ্তি।

১৮৮. হযরত মোহাম্মদের জন্ম ও জীবন প্রবাহের পর তাঁর মৃত্যুতেও আমরা কল্যানমন্ডিত

হযরত মোহাম্মদ আল্লাহর মূর্তিমান কুদরত, তাঁর মৃত্যু না হলে আমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখা সম্ভব ছিলনা, যে কুদরত-এ এলাহী খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াতের স্থায়ীত্বকাল পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্তই নির্ধারিত, দ্বিতীয় কুদরতের এই বিকাশ দেখা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তাঁর জন্ম ও জীবন প্রবাহ যেভাবে আমাদেরকে অগনিত কল্যানে ভূষিত করে গেছে সেভাবে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুও আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য কোন কল্যান থেকেই বঞ্চিত করেনি। হযরত আবু বকর বলতে চেয়েছেন, গত হয়ে যাওয়া সকল নবীগনের মৃত্যুতে বারবারই মুরতাদ হয়ে যাওয়া মুনাফেকদের জন্য নবীগনের মৃত্যু এমন এক দুঃসংবাদ হয়ে থেকেছে যা তাদের সমস্ত অর্জনকেই কেড়ে নেয়, কারন তারা ছিল নবীগনের মানবিয় স্বত্ত্বার পূজারী। আল্লাহর চিরঞ্জীবিতা ও চিরস্থায়ীত্বের বিপরীতে হযরত উযাইর, ইলিয়াস, ঈসা প্রমূখ নবীগনকে যারা এখনো সশরীরে জীবন্ত বিশ্বাস করে তাদের কেউ এখনো বাহ্যতঃ নাস্তিকে পরিনত না হলেও হৃদয় মারাত্মকভাবে সন্দেহপূর্ণ।

১৮৯. না বিষক্রিয়াতে নবীজির মৃত্যু হয়নি

জন্মিলে মৃত্যুর চেয়ে বড় কোন সত্যি নেই, হযরত খাতামান্নাবীঈন কি তাঁর জীবদ্দশাতে এই সত্য অনুধাবনে সক্ষম হননি? তো এই সত্যটি কি এক আবু বকর ছাড়া এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামগনের কারো হৃদয়েই প্রতিষ্টা করে যেতে পারেননি? দূর্বল মাতৃগর্ভে জন্মা মানুষের চিরঞ্জীবিতায় বিশ্বাস কি শির্ক নয়? হযরতের জীবদ্দশাতেও মুশরিক ছিলেন সবাই? স্বাভাবিক মৃত্যুই হোক মৃত্যু কেন হলো এইজন্যেই কি মানুষ দলে দলে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল? না, আল্লাহর রসূলের স্বাভাবিক মৃত্যুতে মোমিনদের কারো কোনই আপত্তি ছিলনা সেদিন, আপত্তি ছিল নবীদেহে চার বছর পূর্বকার প্রয়োগকৃত বিষের ক্রিয়া স্বরুপ কথিত অপমৃত্যুর

উপর, অপমৃত্যুর অপবাদ দিয়ে ওমরের তরবারিভয়ে শেষে মুরতাদ হয়ে গেল মুনাফেকরা। ইসলামের সর্বপ্রথম ইজামা হলো, চার বছর যাবৎ নবীদেহে প্রয়োগকৃত বিষের ক্রিয়া স্বল্পমাত্রায় কার্যকর থাকলেও এই বিষক্রিয়াতে তাঁর মৃত্যু হয়নি, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

১৯০. নবীগনের দৈহিক নিরাপত্তা বিধান

না, সত্যনবী নিহত হলেই তাঁর বিরুদ্ধবাদী মিথ্যাবাদীর জয় হয়না, বনী ইসরাঈলে শত শত সত্যনবীগনের নিহত হওয়া কথিত আছে, নবী মানুষ হলে শারীরিক চরম আঘাতে নিহত হওয়া তাঁর জন্য স্বাভাবিক, যদিনা ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তা দানের ঐশি অঙ্গীকার থাকে, যদিও নবী মাত্রই আল্লাহর এই অঙ্গীকার পাওয়ার আবশ্যকতা নেই। হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহতালার এই বিশেষ অঙ্গীকার ছিল, যে কারনে নবীজির মৃত্যুতে ওমরকে তরবারির কঠুরতা দেখিয়ে এটা প্রমান করতে হয়েছিল যে, না নবীজি বিষক্রিয়াতে মৃত্যুবরণ করেননি। মিথ্যানবীকে আল্লাহর ডান হাতে ধরে তার জীবনশিরা কেটে দেয়ার অর্থ সমকালিন সত্যনবুওয়াতের মডেল উপস্থাপন করে মিথ্যাবাদীকে যুক্তিহীন করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, কারন সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ধ্বংস হয় যে যুক্তি-প্রমানের দ্বারা ধ্বংস হয়। হযরত বকর, ওমর, উসমান, আলী, যাদের প্রত্যেকেরই মুবাশ্বির নবী হওয়ার দাবী ছিল, হ্যাঁ মুবাশ্বিরাতও এক প্রকার উম্মতি নবুওয়াত। হযরত বকর নিহত হননি যে এটা সেই অঙ্গীকার পাওয়ার কারনে নয় আর অন্যরা নিহত হয়েছেন যে এটাও সেই অঙ্গীকার না পাওয়ার কারনে নয়।

১৯১. নবীগনের পুনঃআবির্ভাব তত্ত্ব

শ্বাশত ঐশি নীতিতে যিনি নবী হন তিনি তাঁর জীবন্ত বিশ্বস্থ ও কথাবলা খোদাতালার আপন মহিমায় নবী হন, কোন প্রকার বস্তুগত মুখপেক্ষীতায় নয়। ঘটনাক্রমে পৃথিবীতে কোন হৃদয়েই সত্যনবুওয়াতের দাবী গ্রহনযোগ্য না হলেও আকাশে তিনি পবিত্র নবীগনের মধ্যেই গন্য হন। অযাচিত-অসীম দাতা আল্লাহর আদেশে উপস্থাপিত দাবী উচ্চারিত-উচ্চকিত হয়ে থাকে খোদাবিমূখতায় নিতান্ত অন্ধ ও মৃত জগদ্বাসীর প্রয়োজনে, নবীগনের নিজ প্রয়োজনে নয়। সমকালিন সত্যনবুওয়াত দাবীর প্রেক্ষিতে জগদ্বাসী যখন পূর্ববর্তী নবীগনের মান্যকরণ দাবী পেশ করে অথবা পূর্ববর্তী ঐসকল নবুওয়াতকে সমাগত নবুওয়াতের প্রতিবন্ধকতা স্বরুপ পেশ করতে চায়, তখন উদিল আমর আল্লাহর পক্ষে প্রয়োজন হয় পূর্ববর্তী কিতাবাদীর ভবিষ্যদ্বানীসমূহে লক্ষস্থলে বর্তমানকে উদ্ভাসিত করার। পৃথিবীতে সময়ের ব্যবধান খোদাতালার চিরঞ্জীবীতা ও চিরস্থায়ীত্ব প্রমানের বিপরীতে স্বাভাবিকভাবেই মনস্তাত্ত্বিক যে জটিলা সৃষ্টি করে, এটা দূরীভূতকল্পে নবীগনের পুনঃজীবন বা পুনঃআবির্ভাব বিবৃত হয় ঐসকল ভবিষ্যদ্বানীসমূহে। প্রকৃতপক্ষে সাদৃশ্যতা সাদৃশ্যতাই, দূরবর্তী দুই সময়ে আগত একই ব্যক্তিত্বের দুই ব্যক্তিতে বৈশাদৃশ্যতারও

অভাব থাকে না। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীগনের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক যে কজন নবীর জীবনী হতে আংশিকভাবে যেসব ঘটনাবলী পুনঃউদ্ধার হয়েছে এসবের সবই সাদৃশ্যাকারে পুনঃঘটিত হয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের নিজ জীবনীতেও, সাহাবায়ে কেরামগনও যথার্থই সাক্ষ দিয়েছেন যে কোরান হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের নিজ জীবনি আর তিনি এই প্রফিসি কোরানোল্লেখিত সকল নবীগনের দ্বারা নিজ নিজ উম্মতে প্রতিশ্রুত নিজেদের সাদৃশ নবী।

১৯২. উম্মুল কিতাব

নবী-রসূল মাত্রই ঐশি কিতাবের অধিকারী, এমন কোন নবী-রসূল থাকতে পারেনা যার কাছে কোন কিতাব নাযেল হয়না, শরীয়তবাহী সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে উম্মুল কিতাব কোরান, এই "উম্মুল কিতাব" শব্দটির ভিতরেও ইসলামে কেয়ামত পর্যন্তই উম্মতি নবুওয়াতের প্রবাহমান ধারা প্রতিশ্রুত।

১৯৩. খাসভাবে ও আমভাবেও ঐশি সম্বোধনসমূহের আরোপ

যেদিন নিভৃত এক গ্রামে জগদ্বাসীর অলক্ষ্যে হযরত গোলাম-এ আহমদকে আকাশ হতে মসীহ্, মাহাদী, যুলকার্নাঈন, কল্কি ইত্যাদি সম্বোধন করা হচ্ছিল, সেদিনকার এধরনের আপত্তি তাঁর নিজের জন্যই ভাবনার বিষয় ছিল যে, প্রকৃতই এসব এই এক-অভিন্ন ব্যক্তির উপর আরোপযোগ্য কি না। আজ লা আল মাহাদী ইল্লা ইসাবনা মারায়ামা' মর্মে বিবৃত সহীহ্ হাদিসটি আপত্তিকারীদের হৃদয়ে দুর্বল আখ্যায়িত হলেও আর প্রকৃতই ঐসকল সম্মানীত ঐশি সম্বোধনসমূহ এই আখেরী যুগের পৃথক পৃথক ব্যক্তিদের উপর আরোপযোগ্য হলেও হযরত গোলাম-এ আহমদের সত্যতায় কোন ঘাটতি আসেনা, কারন কেয়ামত পর্যন্ত চলমান ঐশিরীতি স্বরুপ সেসময় হতে আজো সবসময় আহমদীয়া জামাতে খলিফাগন ছাড়াও এমন কিছু সংখ্যক মুলহাম-মুহাদ্দিসিন মজুদ থাকছেন যাদের প্রত্যেকের উপরই এসব ঐশি সম্বোধনসমূহ অবশ্যই আরোপযোগ্য। প্রফিসি কোরানের সূরা লায়লাতুল কদরে উল্লেখিত বিগত স্বর্ণোজ্জল হাজার মাসব্যাপী আগত এমন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আহমদীদের সর্বকনিষ্ঠ হয়ে অধম সাক্ষ দিচ্ছি যে, খোদাতালার এলহামে আমার প্রতিও আমভাবে ঐসবই সম্বোধন করা হয় যা যা খাসভাবে খাতামাল খুলাফা হযরত গোলাম-এ আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালামের প্রতি করা হয়েছে।

১৯৪. জ্যান্ত জীব্রাঈল

প্রসঙ্গঃ ধর্মান্ধ-নাস্তিক বনাম জ্যান্ত জীব্রাঈল। নাস্তিকতা বলতে কিছু নেই, কথিত নাস্তিকতা ধর্মান্ধতার শেষ পরিনতি মাত্র, প্রকৃতপক্ষে উভয়টাই সন্দেহবাদ, পার্থক্য হলো একটাতে সন্দেহের কথা গোপন রেখে নিতান্ত কপটতার সাথে বিশ্বাসের বুলি আউড়ানো হয় আর অন্যটাতে

হতাশা-নিরাশার গ্লানি নিয়ে সন্দেহের কথা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। জ্যান্ত জীব্রাঈল কি? জ্যান্ত জীব্রাঈল হচ্ছে যৌক্তিক জ্ঞানজগতে অদৃশ্য-আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশের উপলক্ষ্য, যুক্তিকে প্রত্যক্ষকরণ ও অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করে প্রতিষ্ঠার উপায়, জব্বর একটা খবরের মাধ্যম যা শুনা মাত্রই সন্দেহপূর্ণ অবচেতন মন নড়েচড়ে দাঁড়ায় বিশ্বাসপূর্ণ হতে। দৃষ্টি খোদার নাগাল পায়না কিন্তু দৃষ্টির কাছেই খোদা ধরা দেন, উৎসুক দৃষ্টির কাছে, উৎসুক বা জিজ্ঞাসু মননে জীব্রাঈল জ্যান্ত হয়ে উঠে বিশেষত অদৃশ্য-আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞানার্জনের দূর্লভ পদ্ধতি স্বরূপ, আদি হতে জ্ঞানার্জনের দূর্লভ যে পদ্ধতির অন্তর্গত হয়ে আছে জাগতিক সকল বিদ্যার সকল শাখা-প্রশাখা।

১৯৫. সাদৃশ তত্ত্ব

ইসলামের সাদৃশ তত্ত্ব বলতে মুফাস্‌সির-মুহাদ্দিসগন কে কি বুঝেন জানিনা, আমি বুঝি এটাই সেই সনাতন ধর্মে বহুল কথিত পুনঃজন্মবাদ। কথিত আছে যে, ঈসা মসীহ্ পুনঃআবির্ভূত হবেন, আখারিনদের মধ্যে মোহাম্মদ নিজেই পুনঃআবির্ভূত হবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সিরাতল্লাযিনা আনামতা আলাইহিম আয়াতাংশের ভাবার্থ এই জন্মের টার্গেট স্বরূপ আধ্যাত্মিকভাবেই হোক এক পূর্বজন্মের কথাই স্বরণ করাতে চায়, যে পূর্বজন্মে সবাই পুরস্কৃত ছিলেন, সবাই অন্তর্ভূক্ত ছিলেন নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহগনের। ইসলামে পুনঃউত্থান দিবস বিশ্বাসের বস্তুগত দিক ইহজগতে আধ্যাত্মিকভাবেই হোক এক পরজন্মেরই প্রতিশ্রুতি দেয়। বর্তমানে আমরা এক পুনঃউত্থিত দিবসেই আছি, কথিত পূর্বজন্মের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ পরজন্মে উত্থিত হয়েছি আমরা, আবারো আরেক পুনঃজন্মের প্রতিশ্রুতি বহন করছি। আল্লাহর প্রথম কুদরতের দ্বিতীয় বিকাশ স্বরূপ প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে পুনঃউত্থিত হয়ে যাচ্ছি আমরা, যেভাবে বিষ্ণুর অবতারগনের সাথে পুনঃউত্থিত হয়ে আসছিলেন হিন্দুরা, এছাড়া সুদীর্ঘকাল পর পর আল্লাহর প্রথম কুদরতের ক্রমবিকাশ হচ্ছে আমাদের এক-এক যুগান্তকারী পুনঃউত্থান, যেভাবে ভারতীয় পৌরাণিক ইতিহাসে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হচ্ছে মানবজাতীর তিন যুগান্তকারী পুনঃউত্থানের নাম। এসব হচ্ছে ইসলামী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত সাদৃশ তত্ত্বের উৎসস্থল।

১৯৬. রাষ্ট্রীয় কর সহ খেলাফত ফান্ড

সুনান তিরমিযী শরীফের কিতাবুল জানায়েয অধ্যায়ের হাদিসে হযরত সাদ বিন মালেক বর্ণনা করেন, আমার অসুস্থতার সময় নবীজি আমাকে দেখতে এসে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ওসীয়্যত করেছো? আমি উত্তরে বল্লাম, জী হ্যা। তিনি বল্লেন, কত অংশ ওসীয়্যত করেছো? আমি বললাম, রাষ্ট্রীয় কর সহ নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের ফান্ড গঠনে আমার সমস্ত সম্পত্তি দান করার ওসীয়্যত করেছি। তিনি বললেন, তুমি এক দশমাংশের ওসীয়্যত কর। বর্ণনাকারী বলছেন, আমি নবীজির বর্নীত অংশকে স্বল্প মনে করতে থাকলাম আর ক্রমান্বয়ে অংশের

পরিমাণ বাড়াতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত নবীজি বলেছেন, তোমরা এক-দশমাংশ থেকে আরম্ভ করে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসীয়্যত করতে পারো আর এক তৃতীয়াংশও অনেক বড় অংশ।

১৯৭. জ্ঞানার্জনের এক বিরল প্রকৃয়া ওহি-এলহাম

অবচেতন মনের সত্যস্বপ্ন ও ওহি-এলহাম প্রাপ্তির সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কথাবলা খোদার নিজ করুনায় জ্ঞানার্জনের এক বিরল প্রক্রিয়া হচ্ছে অবচেতন মনের সত্যস্বপ্ন ও ওহি-এলহাম, যে প্রক্রিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান করতে হয় রূপকের আশ্রয়েই, প্রকৃত বিষয়ের লক্ষস্থল বিশ্বাসের ভিত্তিত সুনিশ্চিত থাকা ও এর অনুসন্ধান রূপকের আশ্রয়ে হওয়ার কারনে বিষয়ের কোন সংলগ্নতা ও সম্ভাবনাকে ছেড়ে দেয়া যায় না, ফলে সম্পর্কযুক্ত জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা জ্ঞানার্জনের অন্যান্য যে কোন পন্থার অর্জন হতে উৎকৃষ্টতর হতে বাধ্য হয়।

১৯৮. ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত পৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ

পিতা-মাতার দোষগুলো তাদের সত্যবাদী সন্তানরা জানে কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থে যে ধাঁচে তা প্রকাশ করে ঠিক সেই ধাঁচেই গফুর খোদাতালার দরবারে জাতীয় স্বার্থের প্রতি সজাগ থেকে বাঙ্গালীদেরকে তাদের পৃতাত্ত্বিক জাতীয় পিতা ও জাতী সম্পর্কে যা বলার বলা উচিত, নতুবা না, কারন দেশ-জাতীপ্রেম ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত।

ধর্মান্ধ ও নাস্তিকরা আরবী পৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদকেও অনারব মুসলিম ধর্মবিশ্বাসেরও অন্তর্ভূক্ত মনে করে থাকে কিন্তু আমি সত্য বলছি যে, বাঙ্গালী মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে বাঙ্গালী পৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ, আরবী নয়।

১৯৯. তাকওয়া শব্দের ভূল অর্থ ও এর পরিনতি

মোহাম্মদী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তনে নতুন আকাশ ও নতুন বিশ্বব্যবস্থায় ইসলাম ধর্ম হতে পদস্খলিত অনারব অনেক নাস্তিকের সমস্যার তুচ্ছ গোড়াটা হলো কিতাবের বুঝা বহনকারী গর্দভ ওলামারা তাদেরকে কোরানের যে তফসীর পড়িয়েছে এতে আরবী 'তাকওয়া' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'খোদাভীতি' আর ফলতঃ তারা নিজেদের অজান্তে মনস্তাত্ত্বিক প্রাকৃতিক নিয়মেই বিগড়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে 'তাকওয়া' শব্দের সঠিক অনারব অনুবাদ হবে 'খোদাপ্রেম-খোদাভীতি'। আল্লাহর হক্ব আদায়ে অপরাধ যত প্রবলই হোক, এই অপরাধের বিরুদ্ধে ইসলামে একচেটিয়াভাবে ভীতি প্রদর্শন বা দমননীতির প্রয়োগ বৈধ হলে স্বাভাবিক ভাবেই ইতিপরে ইসলামের পরিসমাপ্তি হবে খোদাদ্রোহীতায়, ধর্মের নামে অহংকার ও জবরদস্তিমূলক উমাইয়া-আব্বাসী-তূর্কি রাজনৈতিক পরাশক্তিগুলোর পরিনতি যেমনটা হয়।

২০০. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি 'হও'

একদিকে বলা হচ্ছে আল্লাহ্ 'হও' বল্লেই হয়ে যায় সবই, অন্যদিকে এটাও বলা হচ্ছে যে, ছয় দিনে বা ছয়টি ধাপে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে নবীজি ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবুওয়াত লাভের প্রস্তুতিকালাবস্থায় নাস্তিক ছিলেন না মূর্তিপূজারী? এর উত্তর এটাই যে, আল্লাহ্ সত্যস্বপ্ন, দিব্যদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁকে নবুওয়াত দানের প্রকৃয়া শুরু করেন তাঁর জন্মের সাথে সাথেই, আল্লাহ্ 'হও' বল্লেই হয়েছে মানে হওয়ার সীদ্ধান্ত হয়েছে যা অপ্রতিরুদ্ধ, এরপর ছয়টি ধাপে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, ছয় ধাপের সুদীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ নবুওয়াত দানের লক্ষ্যেই তাঁকে প্রস্তুত করা হচ্ছিল, এই প্রস্তুতিপর্বে পারিপার্শিক পরিস্থিতিতে নাস্তিকতা ও মূর্তিপূজা নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যেগুলো তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ওভারকাম করতে থাকেন আল্লাহর একান্ত ইচ্ছায় তাঁর অগ্রজ হযরত ইসমাঈল ও ইব্রাহিমের অনুসরনে। মূর্তিপূজা ও নাস্তিকতা হতে প্রকৃত খোদাপ্রাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছা 'হও' বলার মাধ্যমে শুরু ছয় দিনের পথ। আল্লাহর সীদ্ধান্তে তাঁর জন্ম নেয়ার সময়ই তিনি খাতামান্নাবীঈন নির্ধারিত হলেও অপরিনত ও প্রস্তুতিকাল অবস্থার ছয় ধাপে অনুসরন করতে হয়েছে হযরত ঈসমাঈলের মতো ছোট নবীকে, অনুসরনের উপাদান খোদাপ্রেম-খোদাভীতি হিসাবে গ্রহন করতে হয়েছে প্রজন্মের প্রতি রেখে যাওয়া হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাঈলের পদাঙ্কসমূকে। পরে চল্লিশোর্ধ বয়সে হযরত খাতামান্নাবীঈনের আগমন সংক্রান্ত খোদাতালার পূর্ববর্তী সীদ্ধান্ত প্রকাশিত হলে হযরত ইব্রাহিম-ইসমাঈল ও বনী ইসরাঈলী নবুওয়াতের ধারাও খাতামান্নাবীঈন আবির্ভাবের প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনাধিন সাব্যস্থ হয়। পূর্ববর্তী ধর্মিয় কিতাবাদীতে হতে যুগের পর যুগ সমাদৃত হয়ে আসা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিশুনবীর অবচেতন মনে দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি 'হও'।

২০১. অমীমাংসিত ও জবরদস্তিমূলক মোঘল শাসন

তা যে ধর্মই হোক, খেলাফত ও রাষ্ট্র পৃথক ও পরস্পর সহযোগীতামূলক করে না দেখিয়ে সরাসরি ধর্মের নামে রাজ্যশাসন বিধর্মিদের নাগরিক ও মানবিক অধিকারের উপর জবরদস্তিমূলক না হয়ে পারেনা। ভারতীয় ইতিহাস পাঠে দ্বীনে ইলাহি নতুবা ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতেই হোক আকবরের মতো ধর্ম ভিত্তিক শাসকদেরকে মুসলিম শাসক বলবেন কেন? বারশত বছরের মুসলিম শাসনামল বলবেন না, বলেন তুর্কি-মোঘল শাসনামল, ধর্মের শাসন তো কেবল সংশ্লিষ্ট ধর্মবিশ্বাসী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নাগরিক ও মানবিক অধিকারের উপর শাসন তো এক মীমাংসিত বিষয় আর অন্যদিকে ধর্মিয় প্রচারকাজ এক অমীমাংসিত বিষয়। শাসন আর ধর্মিয় প্রচারকাজ একসাথে হলে এটা হবে অমীমাংসিত ও জবরদস্তিমূলক ধর্মিয় রাজনীতি। ভারতীয় নাগরিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে অমীমাংসিত জবরদস্তিমূলক হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে

নতুবা তুর্কি-মোঘল শাসনক্ষমতায় লোভাতুর দৃষ্টির অনুসরনে কোন হিন্দু দ্বীনে ইলাহী নতুবা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে থাকলে সেকথা ভিন্ন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুস্থান ইসলামের সুশীত-লতায় বিগলিত হয়ে এসেছে অলি-আউলিয়াদের বিনম্র চিত্তের ছোঁয়াতেই।

২০২. ভারতীয় সভ্যতার নবীগন

আল্লাহ্ পবিত্র, পৃথিবীর এমন কোন জাতী নাই যেখানে তিনি নবী পাঠাননি, ভারতীয় সভ্যতা পুরাতন দুই-চারটা সভ্যতার অন্যতম একটা, ইসলামে বহুল কথিত এক লাখ চব্বিশ হাজার নবীগনের মধ্যে নিঃসন্দেহে এক বিশেষ নবী ছিলেন হযরত গৌতম বুদ্ধ আলাইহিস সালাম। আর যদি কোরানোল্লেখিত ৩০ জনের মধ্যে তাঁকে ধরা হয় তবে সেখানে তাঁর নাম 'কপিলাবস্তুর রাজকুমার' ধরা হতে পারে, 'যুল' অর্থ রাজা, রাজকুমার, রাজেন্য ইত্যাদি আর 'কিফল<কেপিলা' তাঁর জন্মস্থানের নাম হতে পারে, এভাবে আরবী কোরানে তাঁর নাম 'যুলকিফল' শব্দে সংরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে। সূরা আন আম: ৫-৬ আয়াতের তফসীরে ইতিহাস পুনঃউদ্ধারে বাংলাদেশের নাম 'কর্ণ' ও হযরত রামের নাম 'যুলকর্ণ' রাখা হয়েছে, বাংলা ভাষার আদিরূপ রামায়নের রচয়িতা বাল্মিকীকেই বলা হয়েছে রাম, দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আবারো দুই কর্ণের সমন্বিত হওয়ার সময় বা বিশ্বায়নের চরমোৎকর্ষতার এই যুগে প্রকাশিতব্য অধম বঙ্গবন্ধু 'কার্ণাইন আখারিন'কেও যেভাবে বলা হয়েছে 'যুলকার্ণাঈন'। এমন তফসীর করেছেন হযরত শেখ নিযাম উদ্দিন আউলিয়া আলাইহিস সালাম ও কবিগুরু রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ আরো অনেকেই। খাতামান্নাবীঈন শব্দের বাংলা অনুবাদ 'দেবাদী দেব মহাদেব' সীবকে নবী সাব্যস্থ করে, শ্রী কৃষ্ণের নবী হওয়া তো মুসলিম সমাজে এখন বহুল কথিতই। ইসলামের হযরত নূহ ও তাঁর পুত্র শাম আলাইহিস সালাম প্রমূখ নবীগনকে তো হিন্দু ধর্মিয় কিতাবাদী হতে সরাসরি সনাক্ত করা হয়। নবুওয়াতের ধারা খেলাফত প্রবর্তনে ব্রহ্মা, বিষ্ণ ও মহেশ্বরকে তো তিন মহাসময়ের তিন মহানবী ভাবা হয়ে থাকে, বিষ্ণুর দশ অবতারদেরকেও প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ ভাবা হয়।

২০৩. খেলাফতের বন্ধুবর সাবধান

বন্ধু, তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব তোমার প্রতি আল্লাহর করুনা বিশেষ, করুনা, করুনা, নিতান্ত করুনা বিশেষ। আল্লাহর এই করুনাকে অপর্যাপ্ত অথবা ঘৃন্য মনে হলে আমাকে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করতে পার, আমার মানবিয় সন্তুষ্টির কথা ভেবে কপটতার সাথে আমার পিছনে লেগে থাকায় তোমার কোন লাভ নেই, বরং ক্ষতি। আমাকে পরীক্ষা করতে চাও, করে নাও, নিজের কাছে নিজে পরীক্ষিত না হয়ে আমার বিষয়ে কিভাবে সীদ্ধান্ত নিবে বুঝিনা আমি, নিজের উপর নিজেই আল্লাহর বড় বড় পরীক্ষা আরোপ করে তুমি নিজেকে ধ্বংস করে দিলে আমার কোন লাভ নেই, তাই যখন দেখি তুমি তোমার আপন অজ্ঞতাবশতঃ ধ্বংসের শেষ সীমানায় পৌঁছে

গেছ তখন তোমাকে বাঁচাতে আমি আমার মানবিয় সীমাবদ্ধতার মমতাময়ী আঁচল মেলে ধরি তোমার দিকে, যে কারনে বারবারই শেষ বারের মতো বেঁচে যাও তুমি। দূর হও শয়তান, আমার সাথে অনর্থক শত্রুতা করার জন্যই কি তোমার বেঁচে থাকা? দূর হও নতুবা পবিত্রতা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্থতার সাথে করুনার ভিকারী হয়ে থাক। হ্যাঁ, সমগ্র সৃষ্টিজগত ও তোমার সর্বস্বতার স্রস্টা ও প্রতিপালক সম্পর্কে তোমার যে অস্পষ্ট ধারনা এটাও আমার সংস্পর্শ ছাড়া অর্জিত হয়নি, স্বীকার করে ধন্য হও, নর্দমা থেকে সদ্য নদীতে নেমেই সাগর-মহাসাগরের অস্তিত্বকে উড়িয়ে দিওনা, নতুন কথা শুনা মাত্রই আমাকে মিথ্যা সাব্যস্থ করতে ব্যাগ্র হইওনা। সাবধান, সাবধান, সাবধান বন্ধুবর।

২০৪. বিদ্রোহ আর দমননীতির সমীকরণ

বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনে ফকির-সন্যাসী-সর্বহারাদের নেতা কার্ল মার্কসের মতে আল্লাহর নামে অভুক্ত থাকা বা রোযা রাখা অপারগতা-অলসতার কুফল। দরিদ্র কিন্তু পূজিবাদী এমন জনগোষ্টিই দারুনভাবে প্রভাবিত হয়েছে এমন মার্কসীয় মতাদর্শের প্রতি। রোযাদার সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে পূজিপতিদের মধ্য হতে পূজিবাদীদের সাথে দরিদ্র পূজিবাদীদের প্রভূ-দাস সম্পর্কের অবাদ মিলনে অনুঘটক হয়েছেন মার্কস, এর সবটাই ছিল বিদ্রোহ আর দমননীতির সমীকরন। অন্যদিকে, বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনে ফকির-সন্যাসী-রোযাদারদের নেতা হযরত গোলাম আহমদ বিশ্বময় বৃটিশ সুশাসন প্রতিষ্টায় বিপ্লব দেখিয়েছেন ইফতারে আর খোদাপ্রকাশে। নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রিক দাপটে বিশ্বযুদ্ধসমূহের দাবানলে পুড়ে বিশ্বময় বৃটিশ শাসন তলিয়ে গেছে কে বলে? দুঃশাসন তলিয়েছে এর চালিকাশক্তি ত্রিষ্টানিটি খন্ডনেই, এছাড়া সেই সমাজতন্ত্র ফিরে এসেছে অর্থনীতির ভিত্তিতেই, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হোক আর ব্যক্তিগত অর্থনীতিই হোক অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজতন্ত্র মানেই গনতন্ত্র, গনতন্ত্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রজাতন্ত্রে এখনো এমন কোন আইনসভা গড়ে উঠেনি যেটির আইন প্রনয়নী মৌলিক ভিত্তি বৃটিশ আইন নয়, এখনো বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত আইনের শাসনই বৃটিশ শাসন।

২০৫. প্রত্যেক ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রকাশমান প্রভূ-প্রতিপালকই চিরস্থায়ী কল্যান

মহাশূন্য হতে নশ্বর বস্তুজগত সৃষ্টিই হয়েছে অবিনশ্বর প্রভূ-প্রতিনিধিত্বের আশ্রয়ে, এই অবিনশ্বরতার দিকে গতিশীল মানবাত্মাও ভিন্ন মাত্রার অবিনশ্বরতা নিয়ে জন্মে, নাস্তিকমননে নগদ হোক আর বিশ্বাসে বিলম্ব হলেও চতুর্মাত্রিক ভূপৃষ্টে শেষে প্রভূ-প্রতিনিধিত্বের নশ্বরতাও প্রমানিত হয় বারবারই যথার্থক। হ্যাঁয়, প্রভূ-প্রতিনিধিত্বও নশ্বর, নশ্বর। ধার্মিক কেউ বিলাপ করলে কেবল এইজন্যেই করতে পারে যে, হ্যাঁয় ভূ-পৃষ্টে প্রভূপ্রতিনিধিত্বও নশ্বর, নশ্বর, যেমনটা করছিলেন

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের মৃত্যুতে তাঁর সাহাবাগন। হিন্দু ধর্মিয় কিতাব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে 'সুগন্ধি ফুলের মধ্যে গন্ধরাজ' ছিলেন যে কথিত স্বয়ং প্রভূ-প্রতিপালক তিনিও ভূপৃষ্টে নশ্বর, আকাশের খোদাই একমাত্র অবিনশ্বর, ভূপৃষ্টে অবতারিত আকাশের খোদা মানবমননে স্মৃতি আর বিস্মৃতির উপরই কার্যনির্বাহক, পরমূহুর্ত হতে অনন্তকালিন জান্নাত আমাদের এই গেষ্ট হাউসের সুখময় স্মৃতির ভিত্তিমূলে খোদার রহমত ও অঙ্গীকার ছাড়া আর কিছু নয়, 'সুখ স্বর্গ থেকে আসে' মর্মে যে কথার প্রচলন আছে, এটাই সেটা। স্বর্গ বা জান্নাত ইহজীবন হতে পৃথক হয়ে মৃত্যুর পর হঠাৎ শুরু হওয়া কোন নতুন বিষয় নয়, রহমান খোদাতা-লার অঙ্গীকার হচ্ছে স্বর্গসংশ্লিষ্ট ওহি-এলহাম, এর সুপ্রভাবে মানবাত্মাও উইলিংলী প্রভূ-প্রতিনি-ধিত্বের শিখানো 'আলহামদুলিল্লাহ' ভাবার্থক শব্দাবলী উচ্চারণ করে যে এটা প্রকৃত সুখময় স্মৃতির শুকরিয়ায়, আল্লাহর সমস্ত প্রশংসার কোনটাই বিস্মৃত হবার নয়, বরং মানবিয় দোষে সাময়িকভাবে মূর্তিপূজার মতো ইহজীবনেই নগদ চরম শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার দুখঃস্মৃতিকে বিস্মৃতকরণের অন্যতম উপায়ও ব্যক্তিগত ওহি-এলহামে উদ্ভাসিত আল্লাহর প্রশংসা সকল। সাবধান, 'আল্ ওসিয়্যত' নামক বিখ্যাত মীসাকগ্রন্থে উল্লেখিত মানবজাতীর 'চিরস্থায়ী কল্যান' জাতীয় প্রয়োজনে জাতীর কাছে প্রেরিত প্রভূ-প্রতিনিধিত্ব নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রকাশমান প্রভূ-প্রতিপালক নিজেই সেই চিরস্থায়ী কল্যান।

২০৬. নবী-রসূলগনের মধ্যে পার্থক্য না করার শিক্ষামালা

খাতামান্নাবীঈন শব্দের এক পরিভাষা খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াত, খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াত ও ইসলামী তৌহিদের দাবী হলো, উম্মুল কিতাব কোরান নাযেলের পর হতে কেয়ামত পর্যন্ত সবসময় সমকালিন পৃথিবীর সব মানুষের মধ্য হতে এক-অভিন্ন ইমামের সান্নিধ্য ও সত্যায়নের বিপরীত অথবা প্যারালাল ভাবার্থে অন্য হৃদয়ে ওহি-এলহাম নাযেলের দাবী সত্য নয়, তাহা মিথ্যা না হলেও বিভ্রান্তিকর। ইসলামের খাতামাল খুলাফা সৈয়দনা হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের আধ্যাত্মিক সান্নিধ্যই আমার হৃদয়ে ওহি-এলহাম হওয়ার প্রাথমিক কারন, আমি তাঁর সর্বপ্রথম মান্যকারী নূরুদ্দিন, পক্ষান্তরে স্বয়ং বিষ্ণু-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে যেভাবে ভগবান অর্জুনের হৃদয়েও ওহি হয় আর জঅর্জুনকে বলা হয় একাধারে সীতা ও স্বয়ং মহেশ্বর। এদেশে আবহমানকালের বৈদিক ধর্ম সংস্কারে 'ভগবৎ' ধর্মের ভিত্তি স্বরুপ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' হচ্ছে ভগবান অর্জুনের উপর নাযেলকৃত আল্লাহর কিতাব। ভগবৎ ধর্মিয় পরবর্তীকালিন ওলি-আউলিয়াদের ভাষ্যমতে পক্ষান্তরে কৃষ্ণই স্বয়ং বিষ্ণু-ভগবান হলে প্রকৃত ভগবান-মহেশ্বর স্বয়ং অর্জুনই, যেভাবে আমি বলি--- আই এম দ্যা গোলাম আহমদ,

যেভাবে গোলাম আহমদ বলতেন তিনিই ব্রহ্মারুপ মোহাম্মদ, তিনিই তাঁর মান্যকারীদের প্রথম আবু বকর। প্রকৃতপক্ষে নবুওয়াত-রেসালতের সত্যতায় নবী-রসূলগনের মধ্যে পার্থক্য না করার শিক্ষামালায় কৃষ্ণের বিষয়ে অর্জুনের আইনুল ইয়াকিন হাক্কুল ইয়াকিনে রুপান্তরের প্রামান্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অর্জুনের অন্তর্জিজ্ঞাসায় শ্রীকৃষ্ণের মানবিয় স্বত্বা ও ঐশ্বরিক স্বত্বার পরস্পর মন্থন ছাড়া আর কিছুই নয়।

২০৭. ঐশি কিতাব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

আবহমান কালের ভারতীয় বৈদিক ধর্মের তৎকালিন প্রচলিত নিতান্ত প্রথাসর্বস্বতা সংস্কারে ভগবৎ ধর্মের ভিত্তি স্বরুপ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' এক ঐশি কিতাব। ঐশি কিতাবাদীর জীবন্ততা প্রমানীত সত্য সাব্যস্থ হয়ে থাকে পরবর্তীকালিন প্রত্যেক ঐশি বানীবাহকের কাছেই, উম্মুল কিতাব কোরানকে যেভাবে জীবন্ত বলা হয় সেভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গসপেল'কেও জীবন্ত কিতাব বলতে আমার দ্বিধা নেই, কারন নবীগনের বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্দ নিশ্চিত জ্ঞান থেকে স্বীকার করছি যে, কোরানের তত্ত্বজ্ঞান লাভে ঐশিবানী দ্বারা সমৃদ্ধ হতে থাকার অংশ স্বরুপ বানীবাহক ফিরিশতাদের সহযোগীতা পেয়েছি গসপেল ও গীতাপাঠেও, যেভাবে কোরানের 'উম্মুল কিতাব' নাম সত্যায়িত ও যথার্থ হয়।

২০৮. গণজাগরণ

জাগরণ (অধিশবহরহম), গনজাগরণ আর হুজুগ এককথা নয়। জাগরণ হচ্ছে হুজুগের পরিমার্জিত রুপায়ন। বিশ্বকাপ ফুটবল-ক্রিকেটের গ্যালারি, ষাঁড়ের লড়াই, মোড়গ লড়াই, ঘোড়াদৌড়, বক্সি, রেসলিং, বিশ্বযুদ্ধের মহড়া, অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজতান্ত্রীক নির্বাচনী প্রচারনা, প্রথাসর্বস্ব সমষ্টিগত বাহ্যিক ইবাদত, ইত্যাদিকে হুজুগের পরিমার্জিত রুপ বলা যায় না কারন এই হুজুগ যে দুটি অপরিহার্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাগরণে রুপান্তর হওয়ার কথা ছিল, সেই দুটি প্রক্রিয়ার চিহ্নমাত্র নেই এখানে। মানবিয় সহজাতের হুজুগ যে দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌক্তিকতায় ও নৈতিকতায় উন্নিত হয়ে জাগরণ আখ্যায়িত হয় এগুলো হচ্ছে বিষয়ের সংশোধন ও সংস্করণ।

২০৯. হুজুগ

হুজুগ (ডীপরঃবসবহঃ), হুজুগ হচ্ছে চেতনাহীন মাংসপিন্ড, এখনো প্রানের সঞ্চার হয়নি, আদৌ হবে কি না নিশ্চয়তা নেই, মাতৃগর্ভস্থ এমন একটা জাইগোট। মার্কস অথবা আব্রাহাম লিংকন উভয়ের স্থুল চিন্তাধারাতেই এই হুজুগকে পরিমার্জনের চেষ্টা করা হয়েছে প্রানহীন মাংসপিন্ডে প্রানের সঞ্চারে বাহিরের দিক থেকে ষড়রিপু সংস্থাপনের কথা ভাবা হয় যেভাবে, বিশালাকৃতির

রেলটাকে তার ছোট্ট ইঞ্জিন বাহিরের দিক থেকে টেনে নিয়ে যায় যেভাবে, অথচ ইঞ্জিন আর ষড়রিপুর নিজ নিজ দেহ সঞ্চালনী অভ্যন্তরিন পন্থা ভিন্ন ভিন্ন, বাহ্যত সাদৃশ মাত্র। এই বাহ্যত সাদৃশ পন্থায় যোগ্যতার উত্তোরনে মার্কস ব্যাংকিং বুদ্ধিবৃত্তির সাথে মানবপ্রকৃতিতে বিদ্যমান খোদাতালার অন্যসকল গুনাবলীকে অস্বীকার করে পেশীশক্তিকেই কথিত পূজির সারাংশ স্বরুপ 'হুজুগ' বুঝিয়েছেন আর এদ্দারা যোগ্যতায় উত্তোরনী উপায় সাব্যস্থ করেছেন চিরস্থায়ী আন্দোলন-সংগ্রামকে। আন্দোলন-সংগ্রামে ন্যায়পরায়ণতা নামক গ্রিকধর্মকে নিতান্ত রাজনৈতিক ও বস্তুগত দর্শন সাব্যস্থ করায় মার্কসীয় অবচেতন মন ও মার্কসবাদে যোগ্যতা সাব্যস্থ হয়েছে সেটাই যেটার বিরুদ্ধে তার চিরস্থায়ী আন্দোলন-সংগ্রাম ঘোষিত। তুলনামূলক যোগ্যতম আব্রাহাম লিংকন তাঁর লিখায় নিজ জীবনী হতে হযরত সক্রেটিসের বেশে অনর্থক আন্দোলন-সংগ্রামের স্থলে অবচেতন মনের সত্যস্বপ্নকে যেভাবে যোগ্যতা সাব্যস্থ করে দেখাতে চেয়েছেন, এতে দ্বান্দিক আধ্যাত্মবাদের কারন সাব্যস্থ হয় বস্তুবাদের দ্বান্দিকতা বা হুজুগের অপব্যবহার।

২১০. বাহ্যিক ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা

হুজুগ (Excitement), হুজুগ হচ্ছে কাদা মাটির ঢেলার মতো যেটাকে আহ্বানের ফর্মায় যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই মূর্তিমান করা যায় রাতারাতি। নেতৃত্বের-যোগ্যতার দাবী আল্লাহর পক্ষ হতে হোক আর মানবিয় সহজাতের তাড়নাতেই হোক, শিয়াল মশাই যে প্রথম হুক্কা হুঁয়া করে ডেকে উঠলো সেই নেতা হলো, অল্প কজন ছাড়া তার জামাতে অধিকাংশই পরেও কোনদিন জানলোনা যে সেই দাবী ও আহ্বানের অন্তস্থলীয় অর্থ কি ছিল। ধর্মে বাহ্যিক ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা এই হুজুগের পরিমার্জিত রুপায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

২১১. সত্যস্বপ্ন ও হুজুগ

অবচেতন মনের সত্যস্বপ্নের সাথে জৈবিক চেতনার হুজুগের খুব সুনিবিড় সম্পর্ক, অবচেতন মনের সত্যস্বপ্ন হতে যেভাবে ধর্মবিশ্বাসের সূচনা সেভাবে হুজুগ হতেই গনতন্ত্রের উত্থান। ধর্মবিশ্বাস ও হুজুগ দুটাই একসময় সভ্যতার জন্য ভয়াবহতা বয়ে আনবে যদিনা আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে সত্যস্বপ্নের ধারা অব্যহত থাকে, অথবা যদিনা পবিত্র স্বপ্নদ্রষ্টাগন শাসনক্ষমতায় আরোহনে হুজুগে মাতাল জাতীসমূহের প্রতি করুনার হাত বাড়াতে বাধ্য হয়। মানবপ্রকৃতির করুনা কোন বস্তুগত বাধ্যবাদকতার নাম নয়, কোন বস্তুগত চিন্তা-চেতনার ফল নয় সত্যস্বপ্ন ও ওহি-এলহামের প্রবাহমান ধারা।

২১২. খোদামিলনের উপকরণ স্বরুপ সামাজিক মালিকানা

অর্থনৈতিক লেনদেনে পরস্পর পন্য বিনিময় ও ধাতব মুদ্রাব্যবস্থার পর ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের সাক্ষরিত কাগজে টাকাকেই 'পূজি' বুঝানো হতো। সমাজতান্ত্রীক বিপ্লবের সুদীর্ঘ

আন্দোলন-সংগ্রাম ঐ চরম বস্তুবাদীতার সাথে লড়াইয়ে হেরে শেষে নিজ অন্তর্দ্বন্দ ও তৎসংলগ্ন সকল দ্বান্দিকতাকে বস্তুবাদীতার উৎস নির্ধারন করে, প্রচলিত পূজিবাদের উৎস স্বরূপ দ্বান্দিক আধ্যাত্মবাদকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে, পূজিবাদের নতুন সংজ্ঞায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সাক্ষরিত কাগজে টাকার সাথে অন্তর্ভূক্ত করে মানবিয় পেশীশ্রম-পশুশ্রমকেও। ধর্ম ও আধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে এই অধর্ম ও বস্তুবাদের আন্দোলন-সংগ্রাম দ্বান্দিক আধ্যাত্মবাদকে ছেড়ে যেতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত পূজিবাদকে ছেড়ে যেতে পারেনি, সামাজিকরূপে ছেড়ে যেতে পারেনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে, ফলে তাদের টার্নিং পয়েন্টের নাম রাখা হলো 'অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজতন্ত্র' অর্থাৎ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্থলাবর্তী জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, গনতন্ত্রের নামান্তর এই সমাজতন্ত্রে তারা দেখলো ও শিখলো, দেখে দেখে শিখলো যে, ধর্ম-আধ্যাত্মবাদে বস্তুবাদীতার বৈধতা দেয়া আছে খোদামিলনের উপকরণস্বরূপ সামাজিক মালিকানা জান্নাত-জাহান্নামের সবিস্তার বর্ননায়।

২১৩. আহমদীয়া মুসলিম জামাতের স্বস্তা করুণা ভিক্ষা

বিগত শত বছর পর আজো কতিপয় আহমদীয়া মুসলিমরা নিজেদেরকে সংখ্যালঘু ভাবতে পছন্দ করে যে এটা তাদের হীনমন্যতা, অনুন্যত দেশে দেশে মানবিক সহযোগীতার নামে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সস্তা করুণা ভিক্ষা কুড়ানোর সহজ পন্থা। নিজেদের ধর্মিয় প্রচারকাজে এটা তো নিঃসন্দেহে এক বিশেষ প্রতিবন্ধকতাই, এছাড়াও চলমান বিশ্বমুসলিম দূর্দশার অনুঘটক এটা যা মুসলিম সংখ্যাগুরু শ্রেনীকেই কার্যত জঙ্গিবাদের ধারক-বাহক সাব্যস্থ্ করতে চায় অন্যায়ভাবে। হ্যাঁ। প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আবির্ভাবের পরবর্তী সময় আধ্যাত্মিকভাবে অধঃপতিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কথা ভিন্ন, প্রকৃতপক্ষে ইসলামে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের সমাপ্তিতে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের পবিত্র স্বত্তা ও এথেকে গত শত বছরব্যাপী অব্যাহতভাবে প্রবাহমান প্রভাব ও সঞ্চিত প্রতিক্রিয়াকে বাদ দিলে ইসলামী কোন ফের্কারই তহবিলে ঘৃন্য জঙ্গিবাদ ছাড়া প্রসংশনীয় কিছু থাকেনা। আমি বলি, যেরে তবলীগ অর্থেই হোক সংখ্যাগুরু বিশ্বমুসলিম সাধারনরাও আহমদী বিবেচিত হয় যেভাবে আহমদীয়া জামাতের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে তৃত্বিয় খলিফা নির্বাচিত হন মওলানা মোহাম্মদ আলী লাহোরী। হযরত আহমদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের মান্যকারী লাহোরী হোক আর মুসলমানদের যে কোন ফির্কা থেকেই হোক গোলাম-এ আহমদ আলাইহিস সালামের দিকে বরফের পাহাড় হামাগুড়ি দেয়া অবস্থাতে সে আহমদী।

২১৪. কথিত বায়তুল মালের ইনক্লুশন ও এক্সক্লুশন

বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগে সূচিত হয়ে এখনো প্রতিষ্ঠিত থাকা খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের কথিত বায়তুল মাল বা হাউস অব স্যোশাল ইকোনোমির মানি সার্কুলেশনে ইনক্লুশন হচ্ছে ক্যাথলিক মাটির কবরস্থ্ কতবা অথবা ইন্দো-পাথরের সীবলীঙ্গের দিকে, এক্সক্লুশন হচ্ছে রাজনৈতিক জাতীসংঘ কেন্দ্রিক অধিকতর লাভজনক খাতে, কুফলে প্রানের মালিক আরো প্রানবান হচ্ছে আর আমি মদন শুকিয়ে মরছি। মরার পরে ডিপোজিট দাতা নিভৃত গ্রামেও মরকযের মানি এক্সক্লুশন হয় কিন্তু তা হয় নিতান্ত শিশিরভেজা পরিমানে। পিসফুল গ্রামাঞ্চলে কথিত পিস কিপিং'এর নতুন সংজ্ঞায়িত মিশন হতে ভিক্ষা, সদকা, দান-অনুদান নির্ধারিত হয় গ্রামবাসে, তাও নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রীক সাম্যবাদের আবশ্যকীয় জঙ্গে না যাওয়া শর্তে, যদিও এই জঙ্গ সম্পর্কে গ্রামবাসীর কোন পূর্বধারণা থাকেনা।

২১৫. মোহাম্মদ আর্ রাসূল

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রতিশ্রুত মোহাম্মদগন আল্লাহর আর্ রাসুল, এই 'আর্ রাসুল' শব্দটির ভাবার্থ অন্যত্র 'খলিফাতুর রাসুল' সমার্থক হয়ে ব্যবহৃত, যেখানে 'খলিফা' হচ্ছেন 'ইমাম', আর্ রাসূল বা খলিফাতুর রাসূল অর্থ রাসূলগনের ইমাম। প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ছিলেন সমকালিন মুবাশ্বির-মুরসালগনের ইমাম, হ্যাঁ মুবাশ্বিরগন এক প্রকার উম্মতি রসূল যাঁরা পরে যে কেউ মোহাম্মদের স্থলে অনুরূপ প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার উচ্চকিত দাবীর ভিত্তিতে অভিষিক্ত হতে পারেন, এর জন্য সমগ্র জামাতের যাচাই-বাছাই ও ভোটাভোটির কোন প্রয়োজন নেই। আর্ রাসূলের সত্যায়নে উপস্থিত অন্তত আরো দুই-দুইজন মুবাশ্বির-মুরসাল ছাড়া খেলাফত প্রতিষ্টিত থাকতে পারেনা। তিনি তাদের মধ্য হতে নন বরং তারাই তাঁর মধ্য হতে সৃষ্ট, সৃষ্টি স্রস্টাকে যে সনাক্ত করে এটা সমগ্র সৃষ্টিজগতের পক্ষে মানবিয় স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে নিজ অস্তিত্বের আবিস্কার ও নিশ্চিত স্বীকারোক্তি, বস্তুজগতে নিজের অস্তিবান হওয়ার উপলক্ষ্য, সৃষ্টি করে সৃষ্টির প্রতিপালনা দায়ীত্বেও নিজের প্রতি নিজ মনোনয়নের সত্যায়ন, নিজেকে অন্যদের মধ্য হতে দেখানো। এভাবে যুগের পর যুগ মোহাম্মদ আর্ রাসূল হচ্ছেন শরিয়তের উৎস ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার সঞ্চালক, যেখানে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, সমস্ত জগতের প্রতিপালক ইলাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, পূর্বাপর সমস্ত রাসূলগন প্রশংসিত, সমস্ত জগতের প্রতিপালনা স্বরূপ রেসালত-খেলাফত।

২১৬. হরফে মুকাত্তায়াত ও তফসীরুল কোরান

কোটি কোটি বছরের অসংখ্য তত্ত্ব-উপাথ্য সমৃদ্ধ এই যুগে আলোচিত মাত্র ছয় হাজার বছর পূর্বকার আল্লাহর খলিফা হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রথম মানুষ তো ননই, প্রথম নবীও

নন। নবুয়াতের নতুন যে ধারাটা হযরত মোহাম্মদের মাধ্যমে এসে শেষ হয়েছে এই ধারার প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। কথিত আদমের পূর্বেও বহু আদম গত হয়েছেন যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ মানবজাতীর ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন করেছেন যে, তাঁরা নবী না তো কি! হরফে মুকাত্তায়াত আদমের পূর্ববর্তী সেযুগে নাযেলকৃত সুস্পস্ট প্রত্যাদেশ সম্বলিত কিতাবাদী বিশেষ, 'তফসীরুল কোরান' যেমন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের পরবর্তী এযুগে প্রত্যেক হিযরী শতকের শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের কাছে নাযেল হতে থাকা এক-এক সুস্পস্ট কিতাব। কোরানের ভাষ্যমতে কোরান তফসীরের মূলনীতিতে প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পবিত্র দাবীদার ছাড়া অন্য কারো মানবিয় জ্ঞানের দাপটে করা তফসীর মোমিনহৃদয়ে হেফাজতযোগ্য নয়।

২১৭. বাঙ্গালীদের মুক্তির গান বনাম আহমদী মুসলিম সাধারণ

১৯৪৭ সালে ১৪ই ডিসেম্বর প্রকাশিত 'দৈনিক আল ফযল' পত্রিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তৎকালিন খলিফা হযরত সাহেবযাদা মাহমুদের এই ভবিষ্যদ্বানী প্রচারিত হয় যে, 'মাদারী যবান মেঁ তালীম দিই জায়ে, ইস সিলসিলে মেঁ মাশরেকি পাকিস্তান পার যোর না দি যায়ে কে ওহ্ যরুর উর্দু কো যারিয়া তালীম বানায়ে, ওয়ারনা ওহ্ পাকিস্তান সে আলায়হিদা হো যায়েগা; কিঁউকে ওয়াহাঁকে বাসীন্দোঁ কো বাঙ্গালা যবান সে এক কিসিম কা ইশ্‌ক হ্যা। অর্থাৎ ভাষার বিশ্বমান ও আধুনিকতার নামে প্রচলিত ভিন্ন ভাষার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্বারোপ নীতির স্থলে 'মাতৃভাষায় যেন শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা ভাষাবাসীদেরকে যেন এটা বাধা করা না হয় যে, অবশ্যই তারা উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম বানাক, নতুবা তারা পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা, সেখানকার অধিবাসীদের বাংলা ভাষার প্রতি এক অগাধ ভালোবাসা রয়েছে। ১৯৫৩ সালের আহমদীয়া বিরুধী কুখ্যাত পাঞ্জাব দাঙ্গার অন্যতম দুই কারন, ১. আহমদীয়া মুসলিমরা যেন রাজনৈতিক শাসনক্ষমতা লাভের কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, হযরত সাহেবযাদা মাহমুদের এই নির্দেশনার প্রতি মান্যকারীদের অনীহা, ২. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বামর্থ্য থাকা স্বত্তেও সুদীর্ঘকাল বাঙ্গালীদের বঞ্চনা, শোষন, নির্যাতন ও গনহত্যার বৃটিশ শাসনের পক্ষাবলম্বনের পর পাক দুঃশানের পক্ষেও আহমদীয়া মুসলিমদের নিরব ভূমিকা পালন। রাজনৈতিক জাতীসংঘের স্থলে আহমদীয়া খেলাফতে গূ-তাত্ত্বিক জাতীসংঘ আহ্বানে বিশ্বময় খ্রিষ্টিয় বৃটিশ দুঃশাসনকে কিভাবে অস্বীকার করা যায় বুঝিনা আমি, বুঝিনা নিরস্ত্র ও স্যাকুলার বাঙ্গালীদের উপর এক বর্বর ধর্মিয় রাষ্ট্রনীতির চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ মোকাবেলা কেন পবিত্র জিহাদের মর্যাদায় বৈধতা পাবেনা? আবার বলছি, আগামীর পথচলায় বারবার বলি যে কথা, বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি খ্রিষ্টানিটি খন্ডনে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক তো গোলাম আহমদ। আরো বলি, ১৯৪৫-৭১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাঙ্গালীদের মুক্তির

গান ছিল বিশ্বমানবতার, মুক্তির গানে এক বিশেষ ছন্দপতন ছিল কুখ্যাত পাঞ্জাব দাঙ্গা, মুক্তির গানে ছন্দপতন হচ্ছে বাঙ্গালীদের প্রতি পাঞ্জাবী আহমদীয়া মননের অবহেলা ও বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি খ্রিষ্টানিটি খন্ডনে বাংলা হতে শুরু কথিত ফকির বিদ্রোহের বিপক্ষে তৎকালিন বৃটিশ দুঃশাসনের পক্ষাবলম্বন। আহমদীয়া বিরুধী কথিত পাঞ্জাব দাঙ্গার বিষয় বাঙ্গালীদের আন্দোলন-সংগ্রামের উপেক্ষিত হওয়া আহমদীদের সেই অসংলগ্নতার বিরুপ প্রতিক্রিয়া মাত্র।

২১৮. জন্মগত ধর্মবিশ্বাস

আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাক্কু বিহিম---- আয়াতাংশের লক্ষ্যস্থলে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রতার ভূষনে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের সমাপ্তি ঘোষক খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের প্রকৃত বয়াতকারী মাত্রই এক-এক 'আসহাবে মসীহ' বিশেষ, আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকার কারনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের দাবী স্বাভাবিকভাবেই চরম পূজিবাদীতা-বস্তুবাদীতায় নিমজ্জিত সাব্যস্থ হয়, জন্মগত কথিত ধর্মবিশ্বাসে কোন আসহাবে মসীহের খলিফা নির্বাচিত হওয়া হয় কল্পনাতীত, এমনকি সদর আঞ্জুমানের কর্তৃত্বেও কোন বয়াত করা আহমদীর জায়গা হয় না, ফলতঃ তৃনমুল পর্যায়েও জন্মগত-ধর্মান্ধ আহমদীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সক্ষম হচ্ছেন না তবলীগে জীবন উৎসর্গ করা বয়াতকারী রাযিয়াল্লাহু আনহুগন। প্রকৃতপক্ষে জন্মগত আহমদীয়াত বলতেই কিছু ছিলনা, হযরত নূহের মানবিয় দূর্বলতা সম্ভবতঃ সাংগঠনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও পরিসংখ্যান সুবিধার অযুহাতে 'জন্মগত আহমদীয়াত' বলে কিছু একটা প্রতিষ্টা করতে চাইলেও আল্লাহ্ আমার তফসীর-তাহলাসে তা অস্বীকার করছেন। পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ নির্বাচনী প্রত্যাদেশে নূহের সুপুত্র শাম আমি, শাহ্ মোহাম্মদ--শাম। কুপুত্র ছিল সুলতান আহমদ, খ্রিষ্টিয় ইতিহাসের কুখ্যাত আনানিয়াসের সাদৃশ্যতায় আবির্ভূত সুলতান আহমদকে আহমদীয়া মুসলিম সাব্যস্থ করার পৌলিয় অপচেষ্টায় প্রচলিত হয়ে গেছে জন্মগত ধর্মবিশ্বাস নামক উদ্ভট অধ্যায়। এই উদ্ভট অধ্যায়ের উৎপত্তিস্থলে যদিও আসহাবে মসীহগনের প্রতি হযরত মুসলেহ মাউদের এটা ঠিক কথাই ছিল যে, প্রত্যাদিষ্ট নয় এমন সাহেব-এ সদর আঞ্জুমান মৌলবী মোহাম্মদ আলী লাহোরীকে খলিফাতুল মসীহ নির্বাচন করে হযরত মুসলেহ মাউদের প্রত্যাদেশে অস্বীকার ছিল প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামেরই অস্বীকার, কিন্তু এটা ঠিক নয় যে ঘটনাক্রমে ধরাপৃষ্টে প্রত্যাদিষ্টের কোন বয়াতকারী নেই বলেই এই প্রত্যাদেশের দাবী মিথ্যা হয়ে যাবে নতুবা উৎসর্গীত জীবন সমৃদ্ধ প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসের স্থলে প্রচলিত যাবে উদ্ভটভাবে কথিত জন্মগত ধর্মবিশ্বাস।

২১৯. মৃত্যুই শাহাদাত লাভের উপায় নয়

বিনা যুদ্ধে পারস্য বিজয়ের আশায় হযরত খালেদ সাইফুল্লাহ্ তৎকালিন পরাশক্তিধর পারসিক রাজন্য ও সেনাহৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলতেন, পারসিকরা জীবনকে যেভাবে ভালবাসে সেভাবে তিনি নিজের মৃত্যুকে ভালবাসেন। মৃত্যুর মাধ্যমে হলেও শাহাদাত লাভ বা সত্যসাক্ষ্যদানে ভালবাসেন, এর মানে এই নয় যে মৃত্যুই শাহাদাত লাভের উপায়। জীবিতাবস্থাতেই শাহাদাত লাভকারী ছিলেন এমন সব সাহাবায়ে কেরাম, জীবিতাবস্থাতেই শাহাদাতের নমুনা দেখানোর কারনে তাঁর নাম আল্লাহর বিবেচনায় সাইফুল্লাহ্ রাখা হয়েছে। যাকে যেবিষয়ে আল্লাহর নিদর্শন লাভে ধন্য করা হয়েছে তাঁকে সেবিষয়ের সাক্ষী ও খাদেম নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রচলিত মরনোত্তর পুরুস্কারপ্রথাকে তুচ্ছ করে পরাশক্তি পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ স্বরুপ আল্লাহ্ বলেন, শহীদদেরকে তোমরা মৃত বলোনা, বরং তাঁরা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারনা, জামাতে মূল্যায়ন করতে পারনা অকৃত্রিমভাবে নিবেদিত তাঁদের খেদমতকে।

২২০. পুরাতন আনানীয় শয়তানের আত্মপ্রকাশ

প্রত্যাদিষ্ট ইমামের অনুসন্ধান ও আনুগত্য মুসলমানদের নামাজে রুকু-সিজদার সামিল, এই রুকু-সিজদাই ত্বত্ববাদ সর্বেশ্বরবাদ ইত্যাদি শিরকের মূলোৎপাটক মূল একত্ববাদ সঞ্চারক। ইবাদতে খাঁটি একত্ববাদ লালনে অভ্যস্ত নয় এমন হৃদয়ে খোদাপ্রেম বাসা বানাতে পারেনা, আকাশের পবিত্রকরণ শক্তি এখানে ক্রিয়াশীল হতে পারেনা। মানবপ্রাকৃতিক এমন সীমাবদ্ধতার কারনে আল্লাহর পক্ষ হতে কেউ একটি মাত্র সত্যস্বপ্ন বা প্রত্যাদেশের অধিকারী হলে এবং তা প্রচারের বৈধতা থাকা স্বত্বেও তাঁর প্রচারকাজ খ্রিষ্টানিটির আনানীয় শয়তানের আক্রমন হতে নিরাপদ নয়। খ্রিষ্টান ধর্মিয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ইসলামের আহমদীয়াতের ইতিহাসে, পুরাতন আনানীয় শয়তানের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সুলতানী আহমদ নামে, সুলতানী শয়তানের কারসাজি হচ্ছে মুসলেহ মাউদের সত্যতায় একটা মাত্র সত্যস্বপ্ন-প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে শহীদ-সত্যসাক্ষীগনের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দাবী, যদিও হযরত মুসলেহ মাউদ তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীতে সত্যবাদী ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন খ্রিষ্টান ধর্মিয় ইতিহাসের হযরত মুসলেহ পল। অবিশ্বাসী সুলতান আহমদকে নির্দেশ করে হযরত মুসলেহ মাউদের কাছে এই প্রত্যাদেশ পূণঃনাযেল হলো যে, তিনকে চার করা হবে অর্থাৎ ত্বত্ববাদের পূনঃসূচনা হবে। অন্যদিকে সুলতান আহমদও খ্রিষ্টান ধর্মিয় ইতিহাসে কুখ্যাত আনানীয়াসের মতো এক সত্যস্বপ্নের অনুপ্রেরনায় রাজি হয়ে গেল লাহোরী-আহরারীদের বিরুদ্ধে হযরত মুসলেহ মাউদের প্রতি সাহায্য-সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে।

২২১. নেযামে নও নামক ওসীয়্যতনামা

নবুওয়াত-রেসালত ছাড়া আমাদের মানবিয় স্থূলতায় উলূহিয়াত এক অলিক বিষয়, পূর্ববর্তী নবী-রসূলগনের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হৃদয় ও মস্তিস্কেই পরবর্তী নবুওয়াত-রেসালতের সঞ্চার ও চূড়ান্ত সত্যতা প্রমানিত হয়, এই নবুওয়াত-রেসালত সঞ্চারনের সাপেক্ষে দোয়া কবুল, কার্যসিদ্ধি ইত্যাদি নিতান্ত প্রাথমিক প্রামান্য বিশেষ। হযরত ঈসা মসীহের নিকট নাযেলকৃত ওহিসমগ্র কোরানের মতো সংগৃহীত পাওয়া যায়নি ঠিক কিন্তু 'নতুন নিয়ম' নামে যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটাও এক বিস্ময়কর কিছু নিঃসন্দেহে, যেমন বিস্ময়কর হচ্ছে ইসলামের আহমদীয়া খেলাফতে প্রনীত 'নেযামে নও' নামক ওসীয়্যতনামা। আয়াত সংকলন, অধ্যায় বিন্যাস, ভাষান্তর, নামকরণ ইত্যাদি যখন যেভাবে যাদের দ্বারাই সম্পাদন হয়ে থাকুক এটা অনেক বড় একটা কাজই হয়েছে ধর্মজগতে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার স্বাভাবিক ভিন্নতা স্বত্বেও এক ঈসা ইবনে মরিয়মের সত্যতায় তাঁর বন্ধুদের কাছেও ওহি হয়েছে যে ওগুলোর গুরুত্বপূর্ণ গাঁথা আমাদের হাতে এসে পৌঁছা খোদাতালার কথাবলা-জীবন্ত অস্তিত্ব প্রমানে সামান্য কথা নয়।

২২২. দামেস্ক দূর্ঘটনার পূর্ববর্তী সতর্কতা

হযরত মুসলেহ পল সংক্রান্ত মিথ্যা স্বাপ্নিক আনানিয়াসের মাধ্যমে খ্রিষ্টানিটি নষ্টের গুরু নির্দেশক ইসলামী সাহিত্যে 'দামেস্ক' একটা দূর্ঘটনার নাম, ভবিষ্যদ্বানী সম্বলিত হাদিসে দামেস্ক দূর্ঘটনার প্রসঙ্গই এসেছে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতূর্দশ মুজাদ্দিদ আগমনের স্বীকারোক্তি সূত্রে, সুতরাং প্রতিকী অর্থে খ্রিষ্ট সদৃশ চতূর্দশ মুজাদ্দিদ ও খাতামাল খুলাফাই হচ্ছেন সেই সাদা মিনারা, দ্বিতীয় সুসংবাদ স্বরুপ এসেছে এই সাদা মিনারার অনুকূলে আরেকজন খ্রিষ্টের আবির্ভাব কথা। এই আরেকজন খ্রিষ্ট-খলিফাতুল্লাহর আবির্ভাব কথা হচ্ছে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ ও খাতামাল মুজাদ্দিদিনের আগমনী সতর্কতা যা মুসলিম জামাতকে দামেস্ক নামক দূর্ঘটনা ও এমন যাবতীয় বনী ইসরাঈলী অনিষ্টকর সাদৃশ্যতা হতে মুক্ত করে ছাড়বে। কথিত দামেস্ক দূর্ঘটনার পুনর্ঘটন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতূর্দশ মুজাদ্দিদিয়া ইলেক্টোরাল কলেজিয়েট কেউ কোন এক রাতের একটামাত্র সত্যস্বপ্ন বা প্রকারান্তর মিথ্যাস্বপ্নের দ্বারা ভোটাধিকার প্রয়োগে দামেস্কের পুরাতন শয়তান আনানীয়াসের মতো ধন্য হওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকুক তাতে প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মুসলেহ মাউদের প্রত্যাদিষ্ট হওয়া ও তাঁর মনোনয়ননীতি নেযামে খেলাফতের সত্যতায় কোন ত্রুটি থাকার যুক্তি নেই, যেভাবে প্রত্যাদিষ্ট প্রথম মুজাদ্দিদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহিস সালাম আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মুসলেহ্ পলের প্রত্যাদিষ্ট হওয়া ও তাঁর মনোনয়ননীতি পোপতন্ত্রের সত্যতায় কোন ত্রুটি থাকার যুক্তি নেই।

২২৩. যে কারনে বয়াতকারীদের এক-দশমাংশও পাওয়া যায় না চাঁদা দানে

আহমদীয়াতের জন্মগত দাবী, বৃহত্তর সমাজে প্রতিযোগীতামূলক দলবাজীতে চরম বস্তুবাদ ও গৌষ্ঠিয় গনতন্ত্রের লালন, পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী খলিফার আধ্যাত্মিকতার অন্তরালে পাশ্চাত্যপ্রেম, বিরুদ্ধবাদীদের কাফের-অমুসলিম সম্বোধনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লোক দেখানো নানাবিধ আচরন, খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের অমান্যকারী মুসলিম বিদোয়ে নাস্তিক ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নেতৃত্বে আরোহন, ইত্যাদি কারনে আহমদীয়া জামাতে প্রতিষ্ঠিত ইতায়াতের সাথে অবধারিতভাবে লেগে থাকা স্বজাতীয় বিরুধের ভয়াবহতা অন্যায়ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে ইহুদিয় মুসলিমদের মধ্য হতে আগত নও মোবাইনদের উপর, আর শত বছরের ইতিহাসে নিরানব্বই শতাংশ বয়াত গ্রহনকারীরাই এসেছেন বাহাত্তোর ফির্কায় বিভক্ত ইহুদিয় মুসলিম জামাত হতেই। অপরদিকে খ্রিষ্টিয় মুসলিম মৌলবী মোহাম্মদ আলী লাহোরী, খাজা কামাল উদ্দিনের মতো মুনাফেকরা বসছে আহমদীয়া খেলাফতের কর্তৃত্বের আসনে, যে কারনে প্রতি বছর যে পরিমানে বয়াতকারী পাওয়া যায় এর দশ-শতাংশও পাওয়া যায় না পরবর্তীকালিন চাঁদা আদায়ের তালিকায়।

২২৪. স্বজাতীয় বিরুধ

প্রানীকূলে কুকুরের সহজাত গুন ইতায়াত বা প্রভুভক্তি, এর সাথে অবধারিতভাবে লেগে থাকা দোষ হলো স্বজাতীয় বিরুধ। মানুষের জামাত তো বটেই, সমস্ত প্রানীকূলের বন্যসমাবেশেও প্রভুভক্তি আর স্বজাতীয় বিরুধ স্বাভাবিকভাবেই সমতালে প্রকাশমান, যেখানে প্রভুভক্তি নাই সেখানে স্বজাতীয় বিরুধ নাই, যেখানে স্বজাতীয় বিরুধ নাই সেখানে প্রভুভক্তি নাই। সুতরাং মোমিন-মানুষদের জামাতেও যে কোন উপায় অবলম্বনেই হোক ইতায়াত বা প্রভুভক্তি পূর্ণাকারে প্রকাশমান হলেই সেখানে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়না, বরং যখন যে জামাতে ইতায়াত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় তখন সে জামাতেই সবচে বেশী দুঃশ্চিন্তার কারন হয় এর অভ্যন্তরিন ভাতৃত্ববোধ, মানবিয় প্রভুত্বের দমননীতি সেই দুশ্চিন্তাকে দূর করতে পারেনা, প্রয়োজন হয় প্রভুভক্তির সাথে অবধারিতভাবে লেগে থাকা এই স্বজাতীয় বিরুধকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন। নিজেদের মধ্য হতে কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী যাচাই সেই উপযুক্ত ক্ষেত্র, যে কারনে ইসলামী ইবাদতে কেয়ামকে রুকু-সিজদা অপেক্ষা গুরুত্বহীন ভাবা হয়নি এতটুকুও, যে কারনে আহমদীয়া জামাতের বিখ্যাত মীসাকগ্রন্থ 'আল্ ওসিয়্যত'এ আহলে বাইয়্যাতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সমতালে মুনাফেক চিহ্নিতকরণকেও ফরজ করা হয়েছে।

২২৫. যরুস্টাইন যুলকার্নাইন

যরুস্টাইন ধর্মগ্রন্থ "যিন্দাবেস্তা" হতে প্রচারিত ভবিষ্যদ্বানীর "শাহ্" শব্দের অর্থ ধর্মিয় ক্ষেত্রে পারস্য মনোভাবের চূড়ান্ত প্রকাশক, যে ব্যক্তিত্ব অন্যত্র যুলকার্নাইন নামে পরিচিত। যরুস্টাইনরা পারস্য বংশোদ্ভূত 'শাহ্-এ বাহরম' নামক এক নবী আবির্ভূত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, পারসিক যরুস্টাইনদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহন করেছিলেন তারা হযরত শাহ্ মোহাম্মদ আরবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহিস সালামকে এই প্রতিশ্রুত "শাহ্-এ বাহরম" সাদৃশ নবী হিসাবেই বরণ করে নিয়েছিলেন, যিন্দাবেস্তার লক্ষস্থলীয় প্রকৃত 'শাহ্' হিসাবে নয়, কারন তিনি ছিলেন বনী ইসমাঈল বংশোদ্ভূত আর সেই নবীর আগমন প্রতিশ্রুত ছিল পারস্য বংশ হতে। হযরত শাহ্ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহিস সালামের পূর্ববর্তী যরুস্টাইন ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বানীর লক্ষ্যস্থলেই হযরত সাইরাস ও হযরত তুকা আলাহিস সালামকেও বরণ করা হয়েছিল যেভাবে।এরপর 'শাহ্-এ বাহরম' সংক্রান্ত এই ভবিষ্যদ্বানীর লক্ষ্যস্থলে কথিত বাহাই ধর্মাবলম্বীরাও ব্যাপক আলোকপাত করেছেন, এমনকি এই 'বাহরম' শব্দ হতেই সেই ধর্মদর্শনের নাম 'বাহাই' রাখা হয়েছে। 'বাহ্' অর্থ জ্যোতি, 'বাহরম' অর্থ আল্লাহ-আহরমযদার জ্যোতি, যিন্দাবেস্তা নামক ঐশি কিতাবে আহরমযদা হচ্ছেন পারসিক যরুস্টাইন ধর্মের রহমান ভাবার্থক খোদা। যিন্দাবেস্তার ভবিষ্যদ্বানী অনুসারে মানুষ মানুষকে আকাশে উড়তে দেখছে, তেল ছাড়া বাতি জ্বলতে দেখছে, ঘোড়া ছাড়া গাড়ী চলতে দেখছে এই তো সেদিন যেদিন ইরানে বাব নামে বিখ্যাত এক হযরতের তাহদাসকে তাঁর শিষ্যরা নর্দমায় ডুবিয়ে পরিতৃপ্ত হলো, পারসিক 'বাহ্-বাহরম' ইত্যাদি শব্দের ভুল ভাবার্থ গ্রহনে অতীতেও যরুস্টাইনরা অগ্নিপূজায় নিমজ্জিত হয়েছিল যেভাবে। বস্তুত ভবিষ্যদ্বানীতে পারমানবিক আগুন ব্যবহারের যুগে আগতব্য নবীর নাম ছিল 'শাহ্-এ বাহরম, তৎকালিন ভাষায় বল্লে বলতে হয় আগুনে চিমনী লাগানোর যুগ, সুতরাং এই সেই যুগ আর এই অধম সেই পারস্য বংশোদ্ভূত মোহাম্মদ, শাহ্-এ বাহরাম, যরুস্টাইন যুলকার্নাইন। হযরত সাইরাস তাঁর ভবিষ্যদ্বানীতে নিজ খোদা আহারমযদার বাহ্'কে যথার্থই যুলকার্ণাইন বা দ্বিশিখা বিশিষ্ট করে দেখিয়েছেন, যদিও এব্দারা পরে কথিত দ্বিত্রাসবাদে আলো আর আগুন দুটির দুই খোদা কল্পনায় 'শাহ্-এ বাহরম' বহুল কথিত হয়েছে ইয়াজ-মাজুজ নামে। গত শতাব্দিতে আল্লাহর সাথে কথোপকথনের দাবীদার অনেক সাধুগন ও এই শতাব্দির প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের তফসীর-তাহদাসেও পুরাতন ধর্মগ্রন্থসমূহে কেয়ামত কথিত সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সমাগত দেখিয়ে রাজনৈতিক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইয়াজুজ আর এন্টি-আমেরিকান শক্তিকে মাজুজ বলা হচ্ছে। প্রমানিত হচ্ছে যিন্দাবেস্তা উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বানীর শাহ্-এ বাহরম হচ্ছেন প্রফিসি কোরানের যুলকার্নাইন, ইসলামে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের পর বনী ইসমাঈলী স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য যুগের প্রবর্তক যুলকার্নাইন।

২২৬. দাসত্ব না বুঝে নেতৃত্ব বুঝা অসম্ভব

উম্মুল কিতাব কোরানের 'উলিল আমর মিনকুম' হচ্ছেন শাসন-শোষন বরণকারী খোদা, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার লক্ষ্যস্থলে দোলনার বা প্রস্তুতিকালাবস্থার মসীহ যেমন ছিলেন। শাসিত-শোষিত অবস্থা ছাড়া দৃঢ়তা, বিনয়, শিষ্টাচার ইত্যাদি ঐশি গুনাবলী মানবপ্রকৃতিতে সঞ্চারিত হতে পারেনি। বনোবিড়ালদের মাঝে এক ব্যঘ্রশাবক ছিল যে সে পরে বনের প্রথম ন্যায়বিচারক শাসক হয়েছে, শাসক হিসাবে জনসমক্ষে তার পরিচয় পরে হলেও শাসকাজের অংশ স্বরুপই তার নিয়োগ হয়েছিল প্রথম হতেই, বন্য শাসনেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়তা, বিনয়, শিষ্টাচার খুবই জরুরী ছিল তাই ব্যঘ্রশাবকে বনোবিড়ালদের শাসন-শোষনে বড় হতে হয়েছে। ব্যঘ্রশাবক আপন মহিমায় উপনীত হতে থাকলে প্রথমত সে হাসি-ঠাট্টার পাত্র হতে থাকবে, দাস-দাসীর চেয়েও অবহেলার পাত্র হতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাঁকে ভেড়ার পোষাকে নেকড়ে বলা হতে থাকবে, ক্রমোন্নতিকে পাপের প্রায়শ্চিত্য বলা হতে থাকবে, স্থান-কাল-পাত্রজ্ঞানের পরওয়া না করে পরবর্তীকালিন শাসনকাজে তাঁর মানবিয় নৈতিক-আধ্যাত্মিক নেকড়ে-ব্যঘ্রস্বভাবকেও শোষন-দুঃশাসন বলা হতে থাকবে। দাসত্ব না বুঝে নেতৃত্ব কী বুঝা অসম্ভব। শোষিত হওয়া শাসিতের কাঙ্খিত ছিলনা কিন্তু এর সাথে অবধারিতভাবে লেগে থাকা দৃঢ়তা, বিনয়, শিষ্টাচার ছিল খুবই জরুরী, শাসনকাজ বুঝার জন্য দাসত্ব বুঝা ছিল জরুরী। সুতরাং পরবর্তীকালিন ন্যায়বিচারিক শাসন খোদাতালার অনাকাঙ্ক্ষিত-অসিম দান, যে পর্বের সূচনা শাসিত-শোষিত হওয়ার মধ্য দিয়েই, যে কারনে শাসিত-শোষিতের প্রতি ধৈর্য্য ধারনের নির্দেশ রয়েছে, যা শাসন-শোষনের জন্য সতর্কবার্তা বিশেষ। নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতন্ত্র ও ইহুদিয় মুসলিম জঙ্গিবাদের ত্রুটিপূর্ন ঐক্যমত এটা যে, ঈশ্বর-আল্লাহ্-ভগবান মানেই শাসক-শোষক, শাসক-শোষক মানেই ঈশ্বর-আল্লাহ্-ভগবান। এটা ঠিক নয়।

২২৭. মুহাদ্দিস-মুফাস্সিরগনের মর্যাদা

হযরত খাতামান্নাবীঈন ও তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহের মধ্যবর্তী কোন নবী নাই, এখন নবুওয়াত মাত্রই কোরানের তফসীর-তাহদাসে প্রয়োজনীয় ওহি-এলহাম মাত্র। কিতাবের বুঝা বহনকারী গাধা তৈরির কারখানা মাদ্রাসা সিলেবাসাধীন মার্কসীয় ধাঁচের মুহাদ্দিস-মুফাস্সির কোর্সের কথা বাদ, হযরত সাহাবায়ে কেরামগনের সময় হতে চৌদ্দশত বছরে এমন বহু মুহাদ্দিস-মুফাস্সির গত হয়েছেন যারা তফসীর-তাহদাসে ওহি-এলহাম লাভে ধন্য হলেও খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ ও খাতামাল খুলাফা আলাইহিস সালামের পরবর্তীকালিন উম্মতি নবুওয়াতের কামালাতকে কেউ স্পর্শ করতে পারেনি, যেভাবে হযরত আদমের পূর্ববর্তী নবীগন 'হরফে মুকাত্তায়াত' নামক সুস্পস্ট ঐশি কিতাবের অধিকারী হওয়া স্বত্তেও হযরত আদম আলাইহিস

সালামের পরবর্তীকালিন নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের ইতিহাসে নামে মাত্রও টিকে থাকতে পারেনি। ইসলামে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের মুহাদ্দিস-মুফাস্সিরগন কেউই বর্তমান বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগের মহাত্মকে স্পর্শ করতে না পারলেও এক অর্থে, এক সংকীর্ণ অর্থে, নিতান্ত আভিধানিক অর্থেই হোক নবীই ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই, নবী ছিলেন আদমের পূর্ববর্তী হরফে মুকাত্তায়াতের অধিকারীগনও।

২২৮. নবুওয়াতের শত্রু বিনাশে প্রজন্মান্তরে খলিফাগনের আগমন প্রতিশ্রুত

ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার---- নিশ্চয়ই নবীর শত্রুরাই অপুত্রক অর্থাৎ নবুওয়াতের শত্রু বিনাশে খলিফাগন আসতে থাকবেন প্রজন্মান্তরে। অধিকাংশ সত্যনিষ্ঠ, আন্তরিক, বিশ্বস্থ সাহাবায়ে কেরামগনের মতো কোরানের সত্যতা প্রতিষ্ঠায় ওহি হয়েছে আবু জাহেলের ঔরষজাত হযরত ইকরামার কাছেও। দৈহিক পুত্রত্ব আবু জাহেলের জন্য যেভাবে গৌরবের কারন হয়নি সেভাবে হযরত মোহাম্মদেরও মিথ্যাবাদী হওয়ার কারন হয়নি তাঁর দৈহিক অপুত্রক হওয়া। বস্তুবাদী কবি-দার্শনিকরাও তাদের সৃষ্টিকর্মকে নিজেদের রক্ত-বীর্য্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করে থাকেন, লেখকের সৃষ্ট পাঠ্য ও পাঠক দুটাই অনাবদ্ধ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাঁর, এক্ষেত্রে পুত্রের চেয়েও প্রিয়তর হয়ে থাকে পাঠকদের মধ্য হতে সৃষ্ট অনুলেখকগন। এভাবে ওহি-এলহামের অধিকারী সাহাবীগনের যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে খাতামান্নাবুওয়াতে, সাদৃশাকারে পূর্বাপর ছোট-বড় সকল নবীগনের সমাবেশ ছিল সাহাবাগনের জামাত। খাতামান্নাবীঈন, লা নাবীয়াবাদ, আখেরি নবুওয়াত ইত্যাদি সাবধানবানী উচ্চারিত হয়েছে প্রথমতঃ উদ্ভাত সমকালিন সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতেই। খাতামান্নাবুয়াত বা খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াত অর্থ নবীগনের পিতৃত্ব।

২২৯. রাসূলগনের আনুগত্য

আতিউল্লাহা আতিউর মোহাম্মদ' বলা হয়নি, বলা হয়েছে আতিউল্লাহা আতিউররাসূল, আর্ রাসূল, আর্ রাসূল অর্থ সমস্ত রসূল, 'আর্ রাসূল' শব্দে নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি যে পূর্ববর্তী রাসূলগনই সমস্ত রসূল, বলা হয়নি যে কোরান নাযেলের পর আর কোন রসূল নেই, বরং আনুগত্যের নির্দেশনা সম্বলিত আয়াতের সমস্ত রসূলগন পরবর্তীকালিন হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, সুতরাং ইসলামী আনুগত্যের লক্ষ্যস্থল পূর্বাপর সমস্ত রসূলগন, আতিউর রাসূল অর্থ পূর্বাপর সমস্ত রসূলগনের আনুগত্য, বরং বর্তমান ও পরবর্তী রসূলগনের আনুগত্যই সমাধিক যথার্থক। আতিউল্লাহা আতিউর রাসূল' আয়াতাংশে বলা হয়নি যে পূর্বাপর কামেল ও বড় বড় সমস্ত রসূলগনের আনুগত্য কর, বলা হয়নি যে বর্তমান খলিফাতুল্লাহ সুলায়মানের প্রতি অনুগত হওয়ার নির্দেশে তাঁর পক্ষীকূল ও ডাকপিয়নদের প্রতিও অনুগত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বলা

হয়নি এলহামী 'আর রাসূল' শব্দে সাহাবায়ে কেরামগনের তুল্যমূল্যে নগন্য আসহাবে মসীহগনের অন্তর্ভূক্তি নাই কোনভাবেই, বরং আল্লাহর একান্ত ইচ্ছাতেই হযরত মোহাম্মদের জীবদ্দশা ও নিকটতম পূর্বাপর সময়েও রসূল উপাধীতে সর্বাধিক বিখ্যাত হয়ে ছিলেন হযরত পল নামক আসহাবে মসীহগনেরই একজন। সুতরাং আতিউল্লাহা আতিউর রাসূল--- আয়াতাংশে পূর্বাপর ছোট-বড় সমস্ত রসূলগনই অন্তর্ভূক্ত, আকাশ ও জমিনের সমস্ত ফেরেশতারাও রসূল নামে অন্তর্ভূক্ত এতে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই যিনি সমস্ত জগতের প্রভূ-প্রতিপালক এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, পূর্বাপর ছোট-বড় সমস্ত রসূলগন তাঁর স্বত্ত্বায় অন্তর্ভুক্ত' এই হলো ইসলামী আনুগত্যের কালেমা।

২৩০. স্ববিরুধীতা পাঠকের কুধারনাপূর্ণ মন ও অসংলগ্ন পাঠ্যক্রম প্রক্রিয়ায়

দাস তার আপন প্রভূ হতে পৃথক নয়, আল্লাহ্ এক কিন্তু তাঁর জ্যোতির্বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন, আল্লাহ্ কোরান নাযেল করেছেন আর যুগে যুগে এর তফসীর-তাহদাসের দায়ীত্ব স্বয়ং তিনিই নিয়েছেন তাঁর চিরঞ্জিবীতার প্রমান স্বরুপ। সময় আর বস্তুগত সম্পর্কের দূরত্ব আকাশ-পাতাল হোক মুলহাম ও মুহাদ্দিস পারস্পারিক আধ্যাত্মিক সম্পর্কের স্বরুপ তফসীর-তাহদাসে বিন্দু মাত্রও স্ববিরুধিতা নেই, কারন কালামী সুলতান স্বয়ং আল্লাহ্ই যিনি লাইক, রিয়েক্ট, কমেন্টস, শেয়ারের পরওয়া না করেই লিখেন, লিখছেন, লিখবেন। হযরত মূসার ভাষায় চোখের বদলা চোখ আর হযরত ঈসার ভাষায় এক গালে থাপ্পড় খেয়ে অন্য গাল পেতে দেয়ার বাহ্যতঃ স্ববিরুধীতাপূর্ণ শিক্ষায় উদ্দেশ্য পূরনে কোন স্ববিরুধীতা নেই। স্ববিরুধীতা চরম বস্তুবাদী পাঠকের কুধারনাপূর্ণ মন ও অসংলগ্ন পাঠ্যক্রম প্রকৃয়ায়। স্ববিরুধীতা দ্বান্দিক বস্তুবাদে, স্ববিরুধীতা দ্বান্দিক বস্তুবাদের আপত্তি খন্ডনে ব্যর্থ দ্বান্দিক ভাববাদেও।

২৩১. বনী ইসরাঈলী ইন্দুগ্রিক ইতিহাস

ইন্দুগ্রিক কুশান-কামরুপ-গৌড়ি রাজেন্যরা বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত, বিশেষতঃ বনী ইসরাঈলী এই হারানো মেষ পুনঃউদ্ধারকাজেই আল্লাহ্ হযরত মসীহ্-মুত্তিয়্যা ইবনে মরিয়মকে আবির্ভূত করেছিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর নিতান্ত প্রানভয়ে প্যালেস্টাইন হতে পালিয়ে আসেননি তিনি, বৌদ্ধদেশে হিযরত করেছিলেন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঐশি দায়ীত্বভারেই। এদিকে আল্লাহর নবী হযরত গৌতম বুদ্ধ আলাইহিস সালামের উপর নাযেলকৃত কিতাবে 'শ্বেত মুত্তিয়্যা-মসীহ্' নামে এই মহাজনপদে মুত্তিয়্যা-মসীহের আগমন প্রতিশ্রুত ছিল। হযরত মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম যথাযথই আগমন করেছিলেন আর এখানকার কুশান-কামরুপ-গৌড়ি রাজেন্যরাও তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মের মহাজনী ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে যথাযথই বরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খেলাফত। বনী ইসরাঈলী ইন্দুগ্রিক ইতিহাসে হযরত

কনিষ্ক, বাসিষ্ক, হাবিষ্ক, সাবিষ্ক প্রমূখ ছিলেন সম্মানীত খলিফাতুল মসীহগন, বাংলাদেশে এখনো বিদ্যমান প্রত্নতাত্ত্বিক এগারসিন্দুর-ওয়ারি-বটেশ্বর যাদের বসতি স্থাপনের অন্যতম নিদর্শন। হিব্রু ভাষায় সংরক্ষিত রুম-প্যালেস্টাইনের ত্রিষ্টানিটি তো মসীহ্ হিসাবে ঈসার মাহদাবস্থা-প্রস্তুতিকালাবস্থার বর্ননা মাত্র। সুতরাং উম্মুল কিতাব কোরান শরীফ যে ইঞ্জিলের কথা বলে এর অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মিয় পরিভাষায় প্রচারিত, যেখানে ঈশ্বরপুত্র-দেবপুত্রের জয়গান করা হয়েছে, দূর্গা-স্বরস্বতী-লক্ষীর স্থলে 'ননা' নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে মরিয়মকে এবং ইসলামে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের পর এই মহাজনপদ হতে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতায় প্রতিষ্ঠাযোগ্য নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের বিষয়ে এই প্রফিসি লিখিত আছে যে, 'তিনি বনী ইসরাঈল সাদৃশ চন্দ্র ও সূর্য্যের দ্বারা অভিনন্দিত হবেন, ইসলামে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের শেষ সূর্য্য খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ তাঁকে আশীর্বাদ করবেন এবং হযরত কনিষ্কের স্থলাভিষিক্ত চন্দ্র স্বরুপ শেষ খলিফাতুল মসীহ্ তাঁকে পুষ্পমাল্যে বরণ করে নিবেন।

২৩২. কোরান শিক্ষায় ওহি-এলহাম লাভ

খাতামাল ওহি কোরানের শিক্ষার বিপরীত কোন ওহি নাই আর এখন ওহির প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত কোরান শিক্ষার কাজেই, ওহি-এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ নিজেই যাকে ইচ্ছা তাকে কোরান শিক্ষা দেয়ার যে রীতিনীতি চালু করেছেন এরই নাম ইসলাম, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্টত্ব এখানেই। অর্থ বুঝে সুধারনা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্থতার সাথে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ মনে করে যে কিছুদিন কোরান পড়ে তাঁর হৃদয়েও এই পাঠ্যের সত্যায়নে ও ব্যাখ্যায়নে আল্লাহর বানী ওহি-এলহাম প্রেরিত হয়, যদিও প্রাথমিকভাবে অবচেতন মনের সত্যস্বপ্নে সেই বানী অস্পস্ট ও রুপকভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকার কারনে এর ধারাবাহিকতা ও প্রাঞ্জলতা নির্ধারিত নিশ্চয়তার মাত্রায় না পৌঁছা পর্যন্ত খোদার বান্দা এটাকে অন্যের কাছে খোদার বানী বলে সাব্যস্থ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেন না। প্রত্যাদিষ্ট মুফাস্সির-মুহাদ্দিসগনের সান্নিধ্য লাভে ধন্য ইবাদুর রহমানের কাছে সত্যস্বপ্নের ধারা সূচিত হওয়ার কারনও সেই একই--- কোরান পাঠ, সমকালিন প্রত্যাদিষ্টের কথা ও কাজ প্রত্যক্ষকরণ কোরানেরই ব্যবহারিক পঠন মাত্র। কিতাবের বুঝা বহনকারী গর্দভ ওলামাদের কথা বাদ, ১৪০০ বছরে প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট তফসীরুল কোরানের লক্ষ লক্ষ পাঠক গত হয়ে গেছেন যাঁরা অবচেতন মনের সত্যস্বপ্ন কাশফ ইত্যাদি আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগীতায় কোরানের ঐশিভিত্তি প্রমান করে গেছেন, করছেন। উল্লেখ্য যে এই অধম এমনভাবে সেই লক্ষ লক্ষ কোরান পাঠকদেরই একজন, আমার দাবী তো কেবল এতটুকুই যে, খাতামাল ওহি কোরান শিক্ষা লাভে প্রয়োজনীয় ওহি-এলহাম লাভের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা আমারও আছে।

২৩৩. আপাতঃ স্ববিরুধীতাপূর্ণ দুই আদেশের বিরুধ নিষ্পত্তি

উম্মুল কিতাব কোরান স্ববিরোধীতায় ভরপুর, অমুসলিমদের এমন আপত্তির চাপ ও নিজেদের বাস্তব সীমাবদ্ধতার কারনে কোরানের কিছু আদেশ-আয়াতকে মনসুখ ঘোষনা দিতে বাধ্য হয়েছে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের কিতাবের বুঝা বহনকারী গর্দভ ওলামারা। এদের প্রথম অপরাধ তো ছিল আপাতঃ স্ববিরুধীতাপূর্ণ দুই আদেশ-আয়াতের একটি অমান্যকরণ, এটা অপারগতার স্থলে অপরাধ সাব্যস্থ হয়েছে তো দ্বিতীয় অপরাধের মাধ্যমে যে মানবিয় স্বেচ্ছাচারীতা সেই আদেশ-আয়াতকে মনসুখ ঘোষনা করে নিজেদের আত্মহংকারকে বাড়িয়ে নিজেরাই এক-এক ইবলিসে পরিনত হয়েছে। খোদাতালার কানুনে কুদরত অপরিবর্তনীয় কিন্তু তাঁর খাস বান্দাদের জন্য তা পরিবর্তনীয় হতে পারে, খাস বান্দাদের অনুকূলে পরিবর্তন কানুনে কুদরতের অন্যতম অপরিবর্তনীয় রীতি। অপরাধ আর অপারগতা এককথা নয়, কোরানের কোন আদেশ আল্লাহর দেয়া আমাদের শক্তি ও স্বামর্থ্যের প্রতিকূলেই হোক আর আমরা তা পালনে অপারগ হই কিন্তু একইসাথে সেই পবিত্র আদেশ-আয়াতকে মনসূখ সাব্যস্থ করতেও আমরা অপারগ হই, ফলে পূর্ববর্তী অপারগতার অনুসূচনায় আমারা বিনয় শিষ্টাচার ও আনুগত্যে বেড়ে উঠি, আমাদের মানবিয় অপারগতাও তাই শেষে সেই গফুরুর রাহিম খোদাতালার নিজ কুদরতে কানুনের আনুকুল্য পায়, যেভাবে আমরা শেষ পর্যন্ত কোরানের আপাতঃ স্ববিরুধীতাপূর্ণ উভয় আদেশ-আয়াতের মান্যকরনে যথাযথ শক্তি-স্বামর্থ্য ফিরে পাই, কানুনে কুদরতের অংশ স্বরুপ খাস বান্দায় পরিনত হই।

২৩৪. হযরত মুসলেহ পল আর আনানীয় মননের পল দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব

হযরত ঈসা মসীহের মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুবরন করেছেন হযরত মুসলেহ্ পল, সূরা মায়েদাঃ ১১৭ কোরানে পৌলিয় সংস্কারের দায়ভার নিচ্ছেন স্বয়ং মসীহ্। নুরুল কোরান, কিশতী-এ নূহ্ ইত্যাদি বিখ্যাত সুসমাচারে মোহাম্মদী মসীহ্ হযরত গোলাম আহমদ দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী খ্রিষ্টিয় মননের পলকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, মুসলেহ পল সম্পর্কে দেখা তাঁর আশ্রয়দাতা দামেস্কবাসী আনানিয়াসের স্বপ্নকে মিথ্যাস্বপ্ন বলেছেন, কারন সেটা ছিল সেই ব্যক্তির জীবনে শেষ পর্যন্তই সত্য-মিথ্যা উদ্ভাসিত না হওয়া একটা মাত্র স্বপ্ন, বিচ্ছিন্নভাবে একটা মাত্র কথিত সত্যস্বপ্ন প্রকারন্তরে মিথ্যা স্বপ্নেরই নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে হযরত মুসলেহ পল ও দামেস্কী আনানীয় মননের পল দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। আনানীয় মতে পৌলিয় মুসলেহিয়্যাতের সত্যতা মসীহিয়্যাতের সমাধিক গুরুত্বে বহুল প্রচারিত হলে তা কোরানের মানদন্ডে বিভ্রান্ত হয়-হবে যে একথাই প্রমান করতে চেয়েছেন মোহাম্মদী মসীহ। পরবর্তীকালিন আনানীয় খ্রিষ্টান মননের

পৌলিয় তফসীর-তাহদাসকে বিভ্রান্তিকর সাব্যস্থকরণ গুরুত্বের সাথে নেয়ার অন্যতম দুই কারন হচ্ছে, ১. এই খলিফাতুল মসীহ পলই স্বয়ং মূসায়ী মসীহ্ হলে পৌলিয় তফসীর-তাহদাসে প্রকৃত মূসায়ী মসীহকে তিনি স্বয়ং খোদা সাব্যস্থ না করেপারেন না, মসীহের খোদার পুত্র খোদা হওয়া ম্যাটাফরিক্যাল্লি পৌলিয় গনতন্ত্রকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনেই হোক তাতে হযরত মূসা সদৃশ হযরত মোহাম্মদের মতো কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়াকে এন্টিক্রাইস্ট আখ্যা দেয়, মসীহের পরবর্তীতে প্রতিশ্রুত প্রকৃত মূসা সদৃশ নবী হন বিভ্রান্তিকরভাবে খলিফাতুল মসীহ পল নিজেই। ২. হযরত মুসলেহ পল রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাদৃশাকারে প্রতিশ্রুত হচ্ছেন মুসলেহ মাউদ সাহেবযাদা মাহমুদ, পরবর্তীকালিন সুলতান আহমদের মননে যিনি বিভ্রান্তিকরভাবে এক ভিন্ন ব্যক্তিত্ব।

২৩৫. আহমদীয়া মুসলিমরা পক্ষান্তরে সাদৃশাকার খ্রিষ্টান

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেছেন 'আমার উম্মত হুবহু সেভাবে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের পদাংকানুসরন করবে যেভাবে এক জুতার সাথে আরেক জুতার মিল। মূসায়ী উম্মতের কোন সন্তান যদি তার আপন মায়ের সাথে সহবাস করে থাকে তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন হতভাগার জন্ম হবে, বনী ইসরাঈলের সাথে এই উম্মতের সাদৃশ্যতায় এক বিঘাতও পার্থক্য থাকবে না'। খ্রিষ্টানরাও হযরত মূসারই উম্মত, খ্রিষ্টানিটির স্বাতন্ত্র্যতা খ্রিষ্টানদের দ্বারা নয় বরং ইহুদিয় বিরুদ্ধবাদীতার দ্বারাই সৃষ্ট। সুতরাং এই সাদৃশ্যতা ইসলামে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আবির্ভাবের পর খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাতের স্বাতন্ত্র্যতার ক্ষেত্রেও জারি থাকার কথা, মোহাম্মদী খ্রিষ্ট হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের অমান্যকারী ইহুদিয় মুসলিমদের বিরুদ্ধবাদীতার দ্বারাই আহমদীয়া মুসলিম জামাত খ্রিষ্টিয় সাদৃশ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে অর্থে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের অমান্যকারী মুসলিমরা মাগদুব-ইহুদিয় মুসলিম সাব্যস্থ হয় সেই অর্থে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের অমান্যকারী আহমদীয়া মুসলিমরাও দোয়াল্লিন-খ্রিষ্টান। গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লিন। আমিন।

২৩৬. প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে পুনঃগঠিত জামাতের তরবারি ও কলমের মহাত্ম

মান্না-সালওয়া, বনী ঈসরাইলী মান্না-সালওয়া সহ বিগত দিনে প্রত্যেক উম্মতের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত যাবতীয় ঐশি কল্যান একসাথে ফিরে এসেছিল খায়েরে উম্মত মুসলমানদের ঘরে। বনী ইসরাঈলী বিশেষ কল্যান মান্না-সালওয়া প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে বারবার পুনঃগঠিত প্রত্যেক মুসলিম জামাতে পরিচিত হয়েছে মাল-এ গনিমত নামে, মান্না-সালওয়া বা মাল-এ গনিমতের অর্থ হচ্ছে বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত সম্পদ। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের যুদ্ধগুলো নিতান্ত সম্পদ আহরণের জন্যে হলে আর আমাদের

লিখনীগুলো নিতান্ত খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে হলে আমরা আমাদের এত বড় বড় বিজয়ের কথা নিজেদের রচনাশৈলীতা ও যুদ্ধং প্রস্তুতিতে কল্পনাতেই আনতে পারতাম না, আমাদের তরবারিগুলো সাইফুল্লাহ নামে এবং কলমগুলো সুলতান নামে জগদ্বিখ্যাত হতে পারতো না। হযরত আবু হুরায়রার সঙ্গীরা বস্তুগত উন্নতির জন্য জীবন দেয়া তো দূরের কথা, মোমিনদের সঙ্গদানে জীবন্ত ও ওয়াদাবদ্ধ অযাচিত-অসিম দাতা স্বত্তার পরিচয় প্রকাশে উচ্চকণ্ঠের সাথে প্রয়োজনীয় বস্তুগত উন্নতিতে সামান্য কায়িক পরিশ্রমকেও উদ্দেশ্যের সাংঘর্ষিক ও অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করতেন। এইজন্যে ঘোরতর শত্রুপক্ষের তৎকালিন প্রচলিত ধাতব মুদ্রা ব্যবস্থাও বনী ইসরাঈলী আসহাবে কাহাফগনের সদৃশ এসব মুসলমানদের জাতীয় সমৃদ্ধিকে বাঁধাগ্রস্থ করতে পারেনি।

৩৩৭. হৃদয়ের অবস্থা বুঝে বুঝে পুরাতন জামাতে সহাবস্থান

সামগ্রিকভাবে নিতান্ত ভুল বুঝাবুঝিতেই হোক, আহমদীয়া জামাতের অভ্যন্তরে মাত্র শত বছরের ব্যবধানে প্রাথমিকভাবে উপস্থিত খলিফাতুল মসীহ নির্বাচনের সত্যায়নী খেদমতে মুহাদ্দিসিয়াত অর্থে ওহি-এলহামের সত্যদাবী উত্তাপিত হলেও দাবীকারক কেমন নিষ্ঠুর জনবিচ্ছিন্নতায় নিপতিত হয়ে জীবন্ত লাশে পরিনত হয়, এর জলন্ত উদাহরন আমি। এক জলন্ত উদাহরন হচ্ছেন হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ, আহমদীয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় বছর পর কেবল প্রত্যাদিষ্ট খলিফা হওয়ার দাবীর কারনে তাঁকে আপাদমস্তক আসহাবে মসীহগনের জামাত কি নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার সাথে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতেও এতটুকু দ্বিধা করেনি, আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা করুন, সাহেবযাদা মাহমুদের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীকে অস্বীকার করার কারনে তখন তাদের কেউ আর সেই আসহাবে মসীহ হওয়ার সৌভাগ্যে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। সুতরাং হাজার বছরের পুরাতন কবরস্থান ইহুদিয় মুসলিম সমাজে হযরত গোলাম আহমদের নবুওয়াত দাবী নিয়ে কবরবাসীদের সাথে আহমদীদের দৈনন্দিন সহাবস্থানে কবরবাসীদের হৃদয়ের অবস্থা কেমন থাকে তা আহমদীদেরকে হৃদয় দিয়ে বুঝে বুঝে তাদের মধ্যে দিনানিপাত করা উচিত, যেভাবে আমি ওহি-এলহামের দাবীকে পরিত্যাগ না করেও আহমদীয়া মুসলিম জামাতে সুদীর্ঘকাল দিনানিপাত করে আসছি।

২৩৮. মির্যায়ী-কাদিয়ানী নই আমি যরুস্টাইন বংশোদ্ভূত বাঙ্গালী

শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট ইহুদি-খ্রিষ্টানরা ইসলাম কবুল করতে পারেনি হযরত মোহাম্মদ বনী ইসরাঈলী না হয়ে বনী ইসমাঈলী হওয়ার অজুহাতে, যেভাবে নিজেদের মধ্যে বাহাত্তর ফির্কায় বিভক্ত মুসলমানদের এক বড় অংশ বিশেষত শিয়া মুসলিমরা আহমদীয়াত কবুল করতে পারেনি খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ কথিত আহলে বাইয়্যাত না হওয়ার অজুহাতে। একইভাবে খ্রিষ্টান সদৃশ আহমদীয়া মুসলিমরা আমার প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ

হওয়ার দাবীকে অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে আমার কাদিয়ানী অথবা মির্জাই না হওয়ার অজুহাতে। প্রত্যেক যুগেই পরে উপরোল্লেখিত প্রত্যেক জাতী এই অজুহাতের অসারতা বুঝে যৌক্তিক আলোচনায় পুনরায় এর উল্লেখ না করলেও হৃদয়ে লালন করে আসছে প্রজন্মান্তরে যুগের পর যুগ। নতুন আকাশ নতুন পৃথিবীর উম্মোচক হযরত আদমের অবস্থার অনুরুপ খ্রিষ্ট সদৃশ হযরত গোলাম আহমদ বনী ইসরাঈলী নন, বনী ইসমাঈলও নন, বরং যরুস্টাইন বংশধর, হযরত নুহের বংশধর, ইব্রাহিম নন নুহের বংশধর। নুহের পুত্র শাম আমি, শাহ্ মোহাম্মদ--- শাম। আমি কাদিয়ানী নই, মির্জাই নই, আহমদী। হযরত আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম কোন পুরুষের দৈহিক পিতা নন কিন্তু নবীগনের পিতা, নিশ্চয়ই তাঁর শত্রুরাই অপুত্রক, অন্য কথায় তাঁর মান্যতায় খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াত বা নবীর পর নবী আসতে থাকার বিরুদ্ধবাদীরাই তাঁর শত্রু গন্য, হযরত খাতামান্নাবীঈনের আবির্ভাব এখন নবী হওয়ার জন্য ইব্রাহিম অথবা এমন যে কোন নবীর দৈহিক উত্তরাধিকার হওয়ার আবশ্যকতাকে খতম করে দিয়েছে। ইসলামের আহলে বাইয়্যাত আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ছাড়া আর কিছুই নয়, সাবধান। সাবধান, আমি মির্জাই নই, দৈহিক উত্তরাধিকারসূত্রে আমি যরুস্টাইন বংশধারার হলেও এই বংশের পরবর্তী শাখামূল মির্জা বংশের নই, এজন্যে কাদিয়ানের মির্জা বংশে পুনঃজন্ম নেয়ার অভিলাষ আমার নেই কারন কালালাহ্ মসীহের কোন বংশগৌরব নেই বরং উল্টো পূর্বাপর হাজার বছরের আভিজাত্যে মন্ডিত এই মির্জা বংশধারাই এক গোলাম আহমদের জন্যে ধন্য হয়েছে, ধন্য হয়েছে পূর্ববর্তী হাজার বছরে আমার পারসিক শাহী বংশধারা এই মির্জা বংশের সাথে যে মূহনায় মিশেছে সেই মূহনাও। বনী ইসরাঈল যেভাবে মসীহের অপেক্ষায় ছিল সেভাবে আমরা যরুস্টাইন বংশীয়রাও নিজ রক্ত হতে আগতব্য যুলকার্নাইনের অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে মানবজাতীর পরম পিতা রহিম খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম আমাদেরকে নিশ্চিত করলেন যে, ভবিষ্যতে আগতব্য যরুস্টাইন যুলকার্নাইন'ই বনী ইসরাঈলী মননের মসীহ, লাল মাহাদী ইল্লা ইসাবনা মারায়ামা, দাস তাঁর আপন প্রভু হতে পৃথক নয়, খোদাতালার এলহামে নিজের নাম 'গোলাম-এ আহমদ' রাখায় নিশ্চিত হলাম আমি। সাবধান, আমি কাদিয়ানী নই, মির্জা বংশে যেমন কেউ আহমদীয়াতের শত্রু আছে তেমনি আছে কাদিয়ানে বসবাসকারী কেউ। ইসলামে বনী ইসরাইলী সাদৃশ যুগের পর বনী ইসমাঈলী স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রতায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ হওয়ার দলিল স্বরুপ বাঙ্গালী আমি, নতুন আকাশ নতুন পৃথিবী ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্র স্থাপনে মসীহি ওসীয়্যতনামায় মনোনীত একমাত্র নৃতাত্ত্বিক জাতী--- বাঙ্গালী। কাদিয়ান বেহেশতী মাগবেরাই তো আমার বাংলামা, ১৯০৫-৬ সালের মসীহি ওহি-এলহামে উচ্চারিত বেহেশতী মাগবেরা আমার মাতৃগর্ভ বাংলাদেশ ছাড়া আর কিছুই না, বাঙ্গালীদের মনোতুষ্টিকরনের সমাধিক গুরুত্বে কাদিয়ানের মাটিতে কলবা লাগিয়ে নিজের জান্নাত রচনার চিন্তা ঠিক শিয়া মুসলমানদের কবরপূজারই অনুরুপ, খ্রিষ্টিয় নতুন নিয়মের আনুগত্য মাত্র।

২৩৯. পৌরুষ প্রমান

ইসলামী শরাহ্ অনুযায়ী মুসলিম জামাত গঠনের চুক্তি বিয়েতে পাত্রের টাকা প্রয়োজন ছিল না, টাকার প্রয়োজন হয় পতিতালয়ে, পতিতালয়ের সন্তানরাই মোমিনদের মডেল মরিয়মকে ঘৃনা পতিতা সাব্যস্থ করতে চেয়ে বিয়েতে দেনমোহরের অর্থ করেছে টাকা, অথচ টাকা কোনভাবেই দেনমোহরের অর্থ ছিল না। পৃথিবীতে যৌতুক বলতেও কিছু ছিল না কিন্তু দেনমোহরের অর্থ পাত্রের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিমাপক ও পাত্রীর স্বতীত্বের বিনিময়ক করায় বিয়েতে পতিতালয়ের খদ্দেররা প্রবর্তন করেছে যৌতুকপ্রথা। ইসলামী সমাজ গঠনের চুক্তিতে পুরুষ তো প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি আর নারী তাঁর মান্যকারীগন, যে কারনে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার স্ত্রী গ্রহন করেছিলেন, যে চুক্তিতে মান্যকারীদের প্রাপ্য অধিকার হচ্ছে ঐশি পৌরুষের নিদর্শন দেখে নেয়া, জৈবিক চেতনার বিয়েতে মানবিয় সহজাত পৌরুষের নিদর্শন দেখে নেয়া। সুতরাং নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের ধাঁচে বস্তুগত সমাজ গঠনেও প্রচলিত প্রথায় দেনমোহরের প্রকৃত অর্থ মানবিয় পৌরুষেয় সহজাতের নিদর্শন, দেনমোহর আদায়ের অর্থ পৌরুষেয় নিদর্শন দেখানো, যে কারনে আবহমানকালের ইতিহাসে সকল পৃ-তান্ত্রিক জাতীতে শাহজাদী-রাজকুমারীদের বিয়ের উদ্দেশ্যে পৌরুষ প্রদর্শন ও প্রমানের স্বয়ম্বর জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সিরিয়ার আই এস জঙ্গিরা বিষয়ের যথাযথ সমাধান খুঁজে না পেলেও সমস্যাটা চিহ্নিত করছে ঠিকই যে, মুসলমানদের পরাজয় নিশ্চিত হয়েছে সেদিন থেকেই যেদিন অর্থনীতিতে ধাতব মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন বন্ধ হয়ে গেল। ধাতব মুদ্রা মোহর মানে লেনদেনের মাধ্যম টাকা-পয়সা বুঝালেও মোহরের ব্যবহার অন্য আঙ্গিকেই বেশী হতো সবসময়। ধাতব মুদ্রা মোহর প্রথম যেদিন সৃষ্টি হলো সেদিন এটা নিরস ব্যবসায়ী লেনদেনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়নি, সৃষ্টি হয়েছিল ভাব-বন্ধনের নিদর্শন উপহার সামগ্রী হিসাবেই। আর এখন তো মোহরের অর্থ কোনভাবেই টাকা-পয়সা নয়। পৃথিবী আর কোনদিন ধাতব মুদ্রাব্যবস্থায় ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। কাগজের টাকার মূল্যায়ন এতে অঙ্কিত সাক্ষরেরই, এখন কেউ চাইলে সাক্ষরিত অর্থনীতিক ব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় নতুবা বাধ্য হয়েই বন্ধী হয়ে থাকুক সেটা ভিন্ন কথা, ইসলামী শরাহ্ অনুযায়ী ইসলামী বিয়েতে বিধিবদ্ধ দেন মোহরের অর্থ টাকা-পয়সা নয়।

২৪০. আল মোমিনিন খোদা বনাম নির্বাচনী সংস্থা

খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াতের পরিচিতিতে আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে খলিফা বলা হয়েছে, তাঁকে কি তাঁর পিতৃব্য আল্লাহর নবী হযরত তালুত আলাইহিস সালামের খলিফা বলা হয়েছে? না জামাতের ভোটাভোটিতে কথিত-নির্বাচিত খলিফাতুর রসূলগনের মতো খলিফা বলা হয়েছে? না, অনুরুপভাবে আদমের পরবর্তী খলিফাকেও আদমের খলিফা বলা হয়নি আর জামাতের ভোটাভোটিতে কথিত-নির্বাচিত খলিফাও বলা

হয়নি। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পরবর্তী খলিফাকেও নূহের খলিফা বলা হয়নি আর জামাতের ভোটাভোটিতে কথিত-নির্বাচিত খলিফাও বলা হয়নি। হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছে খলিফাতুল্লাহ, হাদিসে মোহাম্মদের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী হযরত খাতামান্নাবীঈন ও তাঁর এই খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের মধ্যবর্তী কোন নবী নাই, হযরত সাহেবযাদা মাহমুদের দাবী ছিল 'মামুর মিনাল্লাহ' হওয়া, প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের উচ্চকিত দাবীতে উচ্চারিত 'খলিফাতুল্লাহ' অর্থ নবী, যে মামুর মিনাল্লাহ ও খলিফাতুল্লাহ অর্থ নবী, আমরা সময়, মাকাম ও অন্য কোন দিক থেকেই হযরত খাতামান্নাবীঈন ও খাতামাল খুলাফার মধ্যবর্তী নবী নই। কোরানের 'আর্ রাসূল ও হাদিসের 'খলিফাতুর রাসূল' আরবী শব্দ দুটি সমার্থক, পৌলিয় গনতন্ত্র নেযামে খেলাফতের খলিফা নির্বাচনী সংস্থা 'মজলিস ইন্তেখাব' পুরাতন কাপড়ের মতো নিক্ষিপ্ত হয় যে কারনে, ১. যদি না এর সদস্য মাত্রই ন্যূনতম আভিধানিক অর্থেই হোক নবী-রসূল হয়, ২. যদি না নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব হতেই সদস্যগনের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার উচ্চকিত দাবী প্রচারিত হয়ে থাকে, ৩. যদি না এই মানবিয় নির্বাচনকে আল্লাহর মনোনয়নের সত্যায়ন মাত্র ধরা হয়, ৪. যদি না খলিফাতুল মসীহ্ পোপের বস্তুগত নির্বাচনী পন্থাকে এথেকে পৃথক করে সুস্পস্ট করা হয়। আল্লাহর প্রথম কুদরতের পুনঃ পুনঃ প্রকাশই প্রকৃতপক্ষে ইসলামের চিরস্থায়ী কল্যান খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়াত, প্রথম কুদরতের দ্বিতীয় বিকাশ মানেই পৌলিয় বস্তুগত-গনতান্ত্রীক নির্বাচনের মোমিন নয়, আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, দ্বিতীয় কুদরত প্রথম কুদরতের মতোই, নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে ন্যূনতম সমকালিন অবচেতন মনের সত্যস্বপ্ন ও প্রত্যাদেশের ক্ষীন প্রবাহ ছাড়া 'আল মোমিনিন খোদাতালার কোন প্রকাশ-বিকাশ নেই।

২৪১. লাভার হিটলার

বনী ইসরাঈলী ইতিহাসে খ্রিষ্টান রাজা-রাজাধিরাজদের মধ্যে হযরত কনস্টান্টাইনের পর ইহুদিয় জাতীয়তাবাদের প্রতি সবচেয়ে বেশী প্রেমাসক্ত ছিলেন খ্রিষ্টিয় শাসক হিটলার, এরপর ব্যর্থতা। ব্যর্থতার কথা আগাম চিন্তা করে কেউ প্রেম করে না, ইহুদিয় জাতীয়তাবোধের প্রতি খলিফাতুল মসীহ পোপের প্রেমাসক্ত হওয়ার কারন স্বরুপ এখনো অনেক কিছু আছে ইহুদিদের। আল্লাহ ইহুদিদের প্রতি মূসায়ী উম্মতে সর্বাধিক প্রেমাসক্তি নিয়ে পৃথিবীতে ইহুদিদের প্রতি প্রেরন করেছিলেন তাঁর প্রিয় মসীহকে, শেষ পর্যন্তই পরস্পর বিরুধে বাহাত্তোর ফির্কায় বিভক্ত অজ্ঞ ইহুদিদের চরম বিদ্বেষ ও প্রতিরোধ স্বত্ত্বেও তাঁর এই ইহুদিপ্রীতিরই সমানুপাতিক প্রেম করতেন আল্লাহ তাঁকে। ইহুদিদের প্রতি প্রেমাসক্তি দোষে খ্রিষ্টিয় সমাজের অভ্যন্তরেই কুখ্যাত গন্য হওয়া মুসলেহ্ পল ওহি-এলহামের ভিত্তিতে যে কনস্টান্টাইনের আগমনী ভবিষ্যদ্বানী লিপিবদ্ধ করেন ইঞ্জিল শরীফে, এই ভবিষ্যদ্বানীর লক্ষস্থলে তাঁকে সনাক্তকরণ অন্যতম নিদর্শন

ছিল এই ইহুদিপ্রেম, হযরত কনস্টান্টাইনের ইহুদিপ্রেমই তাঁকে সেই ভবিষ্যদ্বানীর লক্ষস্থলে আবিষ্কার করেছে। হযরত কনস্টান্টাইন আর হিটলার এই উভয়ের ইহুদিপ্রেমে ব্যার্থতা ও সফলতার কারন ও পার্থক্য নির্নয়ক হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নিজ নিজ খোদাপ্রেম-খোদাভিতি, অন্তর্নিহিত মর্মে খোদাপ্রেমেই আসক্তি ছিল হযরত কনস্টান্টাইন, মুসলেহ পল ও মুসায়ী মসীহ্ আলাইহিস সালামের। হিটলার নৈতিক-আধ্যাত্মিক সহজাত গুনে প্রেম-ভালবাসার সওদাগর না হওয়ার কারনে এবং প্রায় দুই হাজার বছর খ্রিষ্টানদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে শেষে প্রজন্মান্তরে জেনেটিক্যাল্লি খ্রিষ্টিয় প্রেম-ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা হারানোর কারনে অস্থিরচিত্ত খ্রিষ্টান হিটলারের ইহুদিপ্রেম পরিনত হয়ে গেছে ইহুদীবিদ্যেষে। বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের ইতিহাসে আল্লাহ খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের অমান্যকারী ইহুদিয় মুসলিমদের প্রতি মোহাম্মদী উম্মতে সর্বাধিক প্রেমাসক্তি দিয়ে পৃথিবীতে ইহুদিয় মুসলিমদের প্রতি প্রেরন করেছিলেন তাঁর প্রিয় খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদকে, শেষ পর্যন্তই পরস্পর বিরুদ্ধে তেহাত্তোর ফির্কায় বিভক্ত অজ্ঞ ইহুদিয় মুসলিমদের চরম বিদ্যেষ ও প্রতিরোধ স্বত্ত্বেও তাঁর এই ইহুদিয় মুসলিম প্রীতিরই সমানুপাতিক প্রেম করতেন আল্লাহ তাঁকে। খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের অমান্যকারী ইহুদিয় মুসলিমদের প্রতি প্রেমাসক্তি দোষে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অভ্যন্তরেই কুখ্যাত গন্য হওয়া মুসলেহ্ মাউদ ওহি-এলহামের ভিত্তিতে লাভার হিটলার নামে সাদৃশাকার যে কনস্টান্টাইনের আগমনী ভবিষ্যদ্বানী লিপিবদ্ধ করেন তিনি হচ্ছেন নবুওয়াতের ধারা খেলাফতের বস্তুগত বিশেষায়ন 'দ্বি-তাত্ত্বিক জাতীসংঘ' সংগঠক প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম। এই মহাসুসংবাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বানীর সাথে এই সতর্কবানীও নিহিত আছে যে, প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের মাধ্যমে স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য মহিমার বনী ইসমাঈলী যুগের প্রবর্তন ও বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের সমাপ্তি স্বত্ত্বেও অবশিষ্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বস্তুগত ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুল মসীহরা হবে এক-এক অস্থিরচিত্ত খ্রিষ্টিয় মুসলিম হিটলার।

২৪২. তিনকে চার করা হবে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদের পুনঃসূচনা হবে

পশ্চিমা চরম বস্তুবাদীতা-পুজিবাদীতার উৎস হচ্ছে বস্তুপূজা, প্রানের অস্বীকারে বিষয়ের বস্তুগত দিকের প্রাধান্য অথবা প্রান সঞ্চারনকে বস্তুগত প্রকৃয়ার ফল বিবেচনা। গত চতুর্দশ হিযরীর শিরোভাগে ইসলামে মোহাম্মদী মসীহের আবির্ভাব ও তাঁর বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি খ্রিষ্টানিটি খন্ডনের পবিত্র প্রভাব বিশ্ববিবেকময় ছেয়ে যাওয়ার পর হতে আজ ঈসা মসীহের সশরীরে আকাশে জীবিত থাকা এক বস্তুগত দর্শন মাত্র, ধর্মবিশ্বাস নয়। বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ও বনী ইসমাঈলী স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য ইসলামী যুগের প্রবর্তন স্বত্ত্বেও ইহুদিয় মুসলিম বিদ্যেষে, প্রতিদ্বন্দ্বীতায়, প্রতিযোগীতায়, জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের তাড়নায় ও বনী

ইসরাঈলী খ্রিষ্টানদের বস্তুগত উন্নতির অন্ধ অনুসরনে কোন খ্রিষ্টিয় মুসলিম যদি খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ ও কাদিয়ান বেহেশতী মাগবেরা সংশ্লিষ্ট নতুন বিশ্বব্যবস্থায় তাঁর দৈহিক উত্তরাধিকারের প্রয়োজনীয়তাকে অনস্বীকার্য মনে করে বা তাঁর দৈহিক উত্তরাধিকার মাত্রই পবিত্র ও নেতৃত্বের যোগ্য মনে করে, তবে এটা হবে পৌলিয় ত্রিত্ববাদের চেয়েও ভয়াবহ। হযরত মুসলেহ মাউদ বলেন, খ্রিষ্টিয় ইতিহাসের দামেস্কী আনানিয়াস সদৃশ কাদিয়ানী সুলতান আহমদ সম্পর্কে তাঁর কাছে এই এলহাম পুনঃনাযেল হয়েছে যে, তিনকে চার করা হবে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদের পুনঃসূচনা হবে। সুতরাং সাধু সাবধান। যারা মানুষ-মসীহ সাদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের পূজা করে তাদের জন্য দুঃসংবাদ যে তিনি চতুর্দশ হিযরী শতাব্দির দায়ীত্বভারে আবির্ভূত হয়ে সেই বিগত শতাব্দির প্রথম কবরেই কবরস্থ হয়ে গেছেন, আর যারা আল্লাহর ইবাদত করে তাঁদের জন্য সুসংবাদ যে প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রতিশ্রুত আল্লাহর প্রত্যাদেশের ধারা চিরপ্রবাহমান আছে। ইসলামের আহমদীয়া ওসীয়্যতনামায় যুগশ্রেষ্ট আহলে বাইয়্যাত তো আমি, শর্ত সাপেক্ষ তৃত্বীয় কবরেও শয়নযোগ্য নয় কাদিয়ানী মির্যা সুলতান আহমদ আহলে বাইয়াত নয়, জন্মগত ধর্মবিশ্বাস বলতে কিছু নেই, বেহেশতী মাগবেরার শর্তমুক্ত দ্বিতীয় কবরে প্রথম শয়নযোগ্য তো আমি গোলাম-এ আহমদ।

২৪৩. বস্তুবাদ সংস্কার

উম্মুল কিতাব কোরানের সেকালিন প্রয়োজনীয় আরবী টেক্ট হেফাজতের ধরন নিতান্ত মানবিয়, সেকথা ভিন্ন, প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রতিশ্রুত-প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিগনের মাধ্যমে এর ভাবার্থ ব্যাখ্যায়ন ও বিশ্লেষণ হচ্ছে কোরান বর্নীত ও সূফীসমাবেশে বহুল কথিত স্বয়ং আল্লাহর করা কোরান হিফ্জ। আল্লাহ কোরান নাযেল করেছেন এবং আল্লাহই এর হাফেজ, কোরান হেফাজতের আবশ্যকতা ছাড়া এখন আর কোন ওহি নাই। নিঃসন্দেহে কোরান এক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থও, তবে মেইনলি প্রফিসি, প্রফিসিতে ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে। প্রফিসি কোরানের 'খায়রুম মিন আলফে শাহর খলিফাতুল্লাহ' হচ্ছেন প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে কোরান হেফাজতের কাজে আবির্ভূত হতে থাকা প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ও বনী ইসমাঈলী স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য যুগের প্রবর্তন ঘোষনায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের উপর নাযেলকৃত ওহির বিষয়বস্তুতে অবশ্যই অবিচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতার প্রমান পাওয়া যাবে পূর্ববর্তী অন্যান্য ঐশি কিতাবাদীর মতোই, আর এই ধারাবাহিকতার সূচনা হয়ে থাকবে বস্তুবাদ হতেই, আধ্যাত্মবাদের সূচনা দেখা যাবে বস্তুবাদ সংস্কারের মাধ্যমেই। বিগত চৌদ্দশত বছরে ইসলামে বনী ইসরাঈলী নবীগন সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগনের তফসীর-তাহদাস হতে এর রহস্যাবৃত্ত সমৃদ্ধির

অতি অল্পই উদ্ধার করতে পেরেছে প্রত্যেক পরবর্তীকালিন বস্তুগত পৃথিবী, কারন সময়ের দূরত্ব শেষে আধ্যাত্নবাদ ও বস্তুবাদকে দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়ে দেয়, সংস্কারের ইতিহাসে ঢাকা পরে যায় সম্পর্ক। পৃথিবীকে এর নিজ বস্তুগত দিক হতে খোদামূখী করা খোদাতালার ওহি-এলহাম ও তফসীর-তাহদাসের কাজ নির্ধারিত হওয়ার কারনে বস্তুবাদ সংস্কারের প্রয়োজন হয়, ইবাদতের প্রথাগত বাহ্যিক কাঠামোর প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় কোরানের আরবী টেক্ট হেফাজতের ইতিহাসকেও আল্লাহর নিজের হেফাজত হিসাবে গন্য করার। এছাড়া অনারব মুফাস্‌সির-মুহাদ্দিসের নিকট নাযেলকৃত অনারব ওহি-এলহামে যৎসামান্য হলেও আরবী ব্যাকারন ও ভাষাগত শিক্ষার উপস্থিতি হয়ে থাকে খাতামান্নাবুওয়াত হতে উৎসারিত হওয়ার প্রামান্য।

২৪৪. ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ার উৎসাহ ও সতর্কীকরণ

হিন্দু, বৌদ্ধ, যরুস্টাইন ইত্যাদি বিখ্যাত সব জাতীসমূহ হতে মোমিনদের বন্ধুত্বের জন্য আল্লাহ বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে। ৫:(৫১)৫২ কোরানে আল্লাহ মোমিনদেরকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে শান্তিপূর্ণ জাগতিক সুসম্পর্ক সৃষ্টির অনুমতি দিয়েছেন, বরং উৎসাহিত করছেন, সুসম্পর্কের অলিগলিতে আবশ্যকীয় সতর্কতার সবিস্তার বিবরন দিয়ে উৎসাহিতই করছেন। উৎসাহিতকরণ ও সতর্কীকরনে আল্লাহ বলছেন, ১. তাদেরকে তোমরা ইমানের মোকাবেলায় বন্ধু হিসাবে গ্রহন করো না। ২. তোমাদের ইমানের মোকাবেলায় ইহুদি-খ্রিষ্টান পরস্পরের বন্ধু। ৩. তোমাদের মধ্য হতে যে নিজেদের অবধারিত বিজয়ের ঐশি প্রতিশ্রুতিকে বর্তমান প্রতিকূল বাস্তবতার উপর প্রাধান্য না দিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে সে ইমানের মৌখিক দাবী স্বত্ত্বেও চরম বস্তুবাদীতায় ডুবন্ত সেই তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমরা হবে নিতান্তই ইহুদিয় মুসলিম ও খ্রিষ্টিয় মুসলিম। খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের অমান্যকারী মুসলিমরা হবে ইহুদিয় মুসলিম, মোহাম্মদী খ্রিষ্টের মান্যকরণ স্বত্ত্বেও বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে মোহাম্মদী স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যতায় প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের অমান্যকারী মুসলিমরা হবে খ্রিষ্টিয় মুসলিম। ৪. সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহতায় চলমান তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধরত রাষ্ট্রব্যবস্থায় তোমাদের হতাশা-নিরাশা হবে তোমাদের নিজেদের উপরই জুলুম, নতুন বিশ্বব্যবস্থার উত্তোরনী পথ হারাবে তোমরাও।

২৪৫. আল্লাহর গফুরিয়াত ও মানবিয় কুফর

সমাগত নবুওয়াতের সত্যতায় নিজ হৃদয়ে নাযেলকৃত সমকালিন নিদর্শনাবলীকে ঢেকে রাখার অপচেষ্টাকারী আল্লাহর দুশমন ছাড়া সাধারনভাবে পরস্পর তেহাত্তর ফির্কায় বিভক্ত ও নিতান্ত মৌখিক সাক্ষ্যদানেই হোক ইসলামের কালেমায় বিশ্বাসী কেউ তো কাফের-অমুসলিম নয়ই, আহলে কিতাব কথিত শান্তিকামী ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মধ্য হতেও কেউ কাফের-অমুসলিম সাব্যস্থ

নয় ইসলামে। আধ্যাত্নবাদের উচ্চাঙ্গিন সমীকরণে সমাগত নবুওয়াতের সত্যতায় নিজ হৃদয়ে নাযেলকৃত সমকালিন নিদর্শনাবলী নেই তো তার মুসলিম হওয়া কি আর কাফের-অমুসলিম হওয়াই কি বিষয়? বস্তুজগতে আকাশের নিদর্শনাবলী প্রকাশ ও গোপন করার সাথেই সম্পর্কযুক্ত কারো মুসলিম-অমুসলিম হওয়া। সাধারনভাবে হযরত ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মোহাম্মদের ধর্ম ইসলাম, ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টানিটি ও আহমদীয়াত ইসলামের বৃহত্তম তিন ফির্কা মাত্র। খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ ও খাতামাল খুলাফা হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আবির্ভূত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন ও তাঁদের সম্মানীত খলিফাগন, মুলহাম মুবাশ্বিরগন, মুহাদ্দিসগন সহ ন্যূনতম আভিধানিক অর্থেই হোক সকল প্রকার বনী ইসরাঈলী সাদৃশ উম্মতি নবীগন এই অঙ্গীকার করেন যে, 'ওসব বনী ইসরাঈলী সাদৃশ উম্মতি নবুওয়াতের স্থলে মুজাদ্দিদগনের খাতাম প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে মোহাম্মদী স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য নবুওয়াতের ধারা সূচিত হলে এখানেও তাঁরাই পুনঃগঠিত হবেন--- এই মর্মে আমার কাছে ওহি-এলহাম হয় যে হাজারো প্রতিকূলতার ভয়ে এটা ঢেকে রাখলে আমি কাফের-অমুসলিম হতাম, তা না করে প্রকাশ করি বলেই আমিও এক অর্থে উম্মতি নবী, আমি সকল উম্মতি নবীগনের সকল মান্যকারীদের জন্যই গফুর খোদার মূর্তিমান প্রকাশ, গফুর নতুবা কাফের আমি, মানবিয় চেতনায় গফুর খোদাতালার প্রকাশ-বিকাশ নিশ্চিত না হলে বস্তুজগতে আকাশের নিদর্শনাবলী প্রকাশ সম্ভব নয়, আকাশের নিদর্শনাবলী মহাকর্ষ প্রকাশিত না পৃথিবীর মধ্যাকর্ষ শক্তিরই কোন অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না ইতিপরে। আমার কাছে ওহি হয় যে একথা প্রকৃত আহমদীয়া মুসলিম দাবীদারের কাছে আল্লাহ নিজ করুণায় ওহি করে না জানানোর কারনে মানবিয় জ্ঞানের স্বাভাবিক সন্দেহবশতঃ সে আমাকে উম্মতি নবী হিসাবে মেনে নিতে আপাতত অস্বীকার করলেও আমি কিভাবে তাকে কাফের-অমুসলিম সাব্যস্থ করি? তবে হ্যাঁ, আমার প্রতি তার সন্দেহ যদি আমাকে কাফের-অমুসলিম সাব্যস্থকরণে প্ররোচিত করে তবে সে নিজেই প্রকারান্তরে কাফের-অমুসলিম সাব্যস্থ হয়, খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের মান্যকারী স্বত্ত্বেও খ্রিষ্টান-কাফের সাব্যস্থ হয়, কথায় কথায় বিবেক বিবর্জিতভাবে যথা তথা কুফরীর অপবাদ আরোপে অভ্যস্থ ইহুদিয় মুসলিমদের সাথে তাদের আর কোন পার্থক্য থাকে না, পার্থক্য থাকে না বনী ইসরাঈলী বিভ্রান্ত খ্রিষ্টান ও অভিশপ্ত ইহুদিদের সাথেও।

২৪৬. রেসালতের স্বাদ ভূগ করে অতিবাহিত জীবন

বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব দিতেন পর্যায়ক্রমিক রসূলগন, খায়ের-এ উম্মত মুসলমানদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাতুর রাসূলগন? খলিফাতুর রাসূলের অর্থ রসূলগনের রেসালত-প্রত্যাদেশে সংরক্ষিত এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর ভিন্ন ভিন্ন

জ্যোতির্বিকাশের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত খলিফা, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের প্রচলিত পৌলিয় গনতন্ত্রের স্থলে খেলাফতের অর্থ সমকালিন রসূলগনের-প্রত্যাদিষ্টগনের দ্বারা সত্যায়িত প্রত্যাদিষ্ট খলিফা। আত্মার প্রকারভেদে নানান আঙ্গিকে কম-বেশী রেসালতের স্বাদ ভূগ করে অতিবাহিত জীবনকেই আধ্যাত্মিক জীবন বলা হয় ইসলামে, আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে ডাকেন যেন আমাদেরকে জীবিত করা হয়। আধ্যাত্মিক জীবন লাভের সূচনালগ্নে আমি খলিফাতুর রাসূল হিসাবে যাঁকে পেয়েছি তাঁর নাম সৈয়দনা হযরত তাহের আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহে, তাঁর ওফাতকালে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত জগতের প্রতি তাঁর সেই জীবিতকরণ ডাকে আল্লাহর খবির সিফতের ব্যাখ্যা চলছিল, পরিশেষে খবির খোদাতালার মূর্তিমান রূপ দেখলাম সৈয়দনা হযরত মাসরুর আহমদ আইয়্যাদাহুল্লাহতালা আনহু বেনাসরিহিল আযীযের পবিত্র চেহারায়। খোদার কসম, রহিম খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সম্মানার্থে আদমের অবস্থার অনুরুপ মসীহকে জান্নাত হতে হারানো মেষ পুনঃউদ্ধারে প্রেরনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দায়বোধ ভারাক্রান্ত হয়ে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী উচ্চকিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্তই প্রত্যেক সপ্তাহের শেষ রাত পর্যন্ত আমার কলম যা রচনা করতো ঠিক এটাই পাঠ করা হতো পরদিন উপস্থিত লন্ডনস্থ খলিফাতুর রাসূলের বিশ্বময় প্রচারিত খোৎবা-এ জুমায়। বস্তুজগতের উপর আধ্যাত্মবাদের প্রভাব বিশ্বরাজেন্যরাও দেখেছেন, বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা-লন্ডন পরস্পর সর্বাধিক দূরত্ব কমিয়েছে ২০০৩ সালের পরবর্তী ঠিক ঐ সময়টাতেই।

২৪৭. মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সমকালিন ধর্মজগতে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হচ্ছেন ৩২নং ধানমন্ডি ঢাকার আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। পুরাতন ধর্মিয় কিতাবাদীতে চলমান সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃত্বিয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কস-মাও-মুজিব মহাত্মনের একটা ধর্মিয় ভিত্তির খুবই প্রয়োজন ছিল যুদ্ধং জাহান্নাম শূন্যকরণ কাজে। আল্লাহ করছেন, হযরত মাওলানা আব্দুল আউয়াল রহমতুল্লাহি আলাইহের নামে বঙ্গবন্ধুর পিতার নাম সমোজ্জল করছেন, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের প্রত্যাদিষ্ট অষ্টম মুজাদ্দিদ হযরত শেখ নিযাম উদ্দিন আউলিয়া আলাইহিস সালামের মরকযকে দিল্লী হতে গড়গাঁও সদর বাংলায় স্থানান্তকারী মুবাশ্বির খলিফা হযরত শাহ্ জালাল রহমতুল্লাহি আলাইহের বিশ্বস্থ সহচর হযরত আব্দুল আউয়াল রহমতুল্লাহি আলাইহির পুত্র শেখ মুজিব। মোহাম্মদ কোন বাদশাহ্-সুলতানের পিতা নন কিন্তু নবীগনের পিতা, নিশ্চয়ই তাঁর শত্রুরাই অপুত্রক, উম্মতি নবুওয়াতের দ্বার খোলা, মোহাম্মদী মসীহ হযরত গোলাম আহমদ এই রহিম খোদার পুত্র যে তাতে কোরানের কোন আপত্তি নাই, পিতাই ধর্ম--- প্রকারান্তরে এই শিক্ষা বহনে বাংলাদেশের আজন্ম অযোগ্য খ্রিষ্টান মিশনারীরাও অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় আজ হঠাৎ যোগ্যতম হয়ে উঠছেন আন্তর্জাতিক খ্রিষ্টধর্ম বিচারে, যেমন ভেটিকান পোপের ব্যবস্থাপনায় এই প্রথম কোন বাঙ্গালী মিশনারীকে কার্ডিনাল হিসাবে

মনোনীত করেছেন পোপ। এই সমস্তই আল্লাহ করছেন ৩০:৪ কোরান হতে ব্যাখ্যায়িত ১৯০৫-৬ সালের মহাপরিকল্পনাধীন, যে পরিকল্পনায় আল্লাহর ওহি-এলহামে 'আমেরিকান' বলা হচ্ছে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীকে।

২৪৮. প্রত্যাবর্তনের দরগাহ্ দেখে দেখে বহির্গমন

খাকসার, অধম, বান্দা ইত্যাদি সম্বোধন মানুষ খোদামিলনের প্রাথমিক অবস্থায় নিজের প্রতি আরোপ করে থাকলেও তা হয়ে থাকে নিতান্তই সৌজন্যমূলক বিনয়াচরণ স্বরুপ। যদিও খোদা যখন বান্দাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে, লৌহ মানবপ্রকৃতি যখন উলূহিয়্যাতের আগুনে পুড়ে পুড়ে আগুনের রং ধারণ করতে থাকে, তখন পিছুটানে হীনমনা শয়তানই বান্দাকে খোদা হতে পৃথক করে দেখাতে বান্দার প্রতি এসব সম্বোধন করে থাকে, যখন জবাবে আল্লাহও নিজের স্থলে নিজ বান্দার নাম ঘোষনা করতে থাকেন। এজন্য এভাবে বান্দা শয়তানের উপর জয়যুক্ত হওয়ার পরেও তাঁর স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আমিত্বকে সে খোদা আখ্যা না দিয়ে পারেনা, অথচ আগুনের রঙে রঙিন হলেও সে এক পৃথক স্বত্ত্বা, এই সত্য অনুধাবন করাতে আল্লাহ পৃথিবীতে লোহা নাযেল করেন, পিতা তাঁর সদ্য সাবালক সন্তানের বিছানা পৃথক করে দেন, আদমকে জান্নাত হতে দূরে ঠেলে দেন, মানবিয় সহজাত গুনে খোদাতালার বহির্গমন শক্তি আল্লাহর প্রত্যাদেশে বান্দার প্রতি নির্দেশ হয় যে, ' রুকুর পর সিজদায় বল যে, নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে আমি অধম, খাকসার, বান্দা'। আদিতে আল্লাহর বান্দার প্রতি পরাতন শয়তানের উচ্চারিত খাকসার, অধম, বান্দা ইত্যাদি সম্বোধনে শয়তানী উদ্দেশ্য আদি উদ্দেশ্য ছিল বান্দাকে খোদা হতে হীনমহত্তায় পৃথক করে দেয়া আর পরেও বান্দার প্রতি উলূহিয়াত আরোপের উদ্দেশ্য হবে বান্দাকে খোদা হতে অহংকারে পৃথক করে দেয়া। স্বয়ং খোদাতালার বহির্গমন মিশন ও পৌলিয় গনতন্ত্র দেখামে খেলাফতে আদি হতে শেষ পর্যন্ত শয়তানের উদ্দেশ্য তীব্র ও ভিন্ন ছিল, খোদামিলনে বান্দা যতক্ষন অভিজ্ঞতা লব্দ নিশ্চিত জ্ঞানে বুঝতে থাকে ততক্ষন তাঁর নিজের খাকসার, অধম, বান্দা ইত্যাদি হওয়ার দাবী আর নিতান্ত সৌজন্যমূলক বিনয়াচরণ থাকে না, বরং রুকূ-সিজদা কবুলের এই সেই প্রত্যাবর্তন সময়, উচ্ছাসিত হাজার মাস অপেক্ষা উপেক্ষা উত্তম এক বিষাদ রজনী।

২৪৯. হাউস অব সোশাল ইকোনোমিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে প্রতিষ্ঠা

সমাজকর্মে ও সমাজসেবায় সমৃদ্ধ সামাজিক অর্থনীতিই যথেষ্ঠ নয়, হ্যাঁ প্রয়োজন ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও। মুসলিম বাদশাহাত-সালতানাতের সুদীর্ঘ যুগে সমাজকর্ম ও সমাজসেবায় আল্লাহর পক্ষ হতে নিযুক্ত অধিকাংশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনই কথিত বায়তুল মাল বা হাউস অব সোশাল ইকোনোমিকে সমকালিন প্রত্যাদেশের অমান্যকারী হওয়া স্বত্বেও পরাক্রমশালী

বাদশাহাত-সুলতানাতের অনুকূলে প্রতিষ্ঠার দর্শনই প্রচার করে গেছেন। প্রত্যাদিষ্টের এই সমর্থন স্বত্বেও বায়তুল মালের কল্যান হতে বঞ্চিত থেকেছেন বাদশাহাত-সালতানাতের স্থলে নবুওয়াতের ধারায় খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগন, বাদশাহাত-সালতানাতের কর্তাব্যক্তিগন খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আবশ্যকীয় সহযোগীতার উল্টো খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার পবিত্র দায়ীত্ববোধের প্রতিবন্ধক থেকেছে। পৌলিয় গনতন্ত্র ও বৃটিশ ব্যক্তিগত অর্থনীতির কাছে মার খাওয়া সর্বশেষ তুর্কি বায়তুল মাল বা হাউস অব সোশাল ইকোনোমির বিলুপ্তির কারন সমাজকর্মে ও সমাজসেবায় আল্লাহর পক্ষ হতে নিযুক্ত প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনকে অমান্যকরণ ও মান্যকরণের স্থলে উল্টো তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতারই হত্যাচেষ্টা। আহমদীয়া নেগামে খেলাফতও কর্জ, ভিক্ষা, সদকা, হাদিয়া, যাকাত ইত্যাদির বিপরীত দর্শন নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রীক রাশিয়ান নগর-সামাজিক অর্থনীতির কাছে মার খাওয়া ও রাজনৈতিক জাতীসংঘকে খেলাফতের বস্তুগত কাঠামো দ্বি-তান্ত্রিক জাতীসংঘের রূপান্তরের সহায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মার্কস-মতদুষ্টায় কোরান তাফসীর-তাহদাস লিখলে, নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রীক সোভিয়েত রাশিয়ান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ে, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি নির্ধারনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার হত্যাকারী সমাজতন্ত্রের সমোচ্চারন নির্ধারিত হয়েছে ঘুরে ফিরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার সীমাহীন স্বাধীনতাকামী গনতন্ত্রই, নবুওয়াতের ধারায় খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ তাঁর বায়তুল মাল বা হাউস অব সোশাল ইকোনোমিকে আহমদীয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে প্রতিষ্ঠার কথাই বলেন।

২৫০. কাযা বোর্ডের কল্যানে হাউস অব সোশাল ইকোনোমি

উগ্রবাদ-জঙ্গিবাদ, শারীরীর মানসিক প্রতিবন্ধীকতা, আলস্য-উদাসিনতা ইত্যাদি অমানবিক পরিস্থিতির অধিকাংশ কারন অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজগঠনের সীমাহীন স্বাধিনতা। পুঁজিপতিরা এদের অনুকূলে ভিক্ষা, সদকা, ফিতরা, কর্জ, উপহার ইত্যাদি আদায় করে যে, এটা এদের প্রতি ওদের করুনা নয়, বরং ওদেরই নিজ কৃতকর্মের অনুশুচনা-ইস্তেগফার মাত্র। ন্যায় বিচারকাজের সামনে বাজারী কেউ অপরাধ মুক্ত নয়, নিজ গুনে অপরাধ মুক্ত থাকা সীমাহীনভাবে স্বাধিন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বায়তুল মাল বা হাউস অব সোশাল ইকোনোমি কাযা বোর্ডের কল্যানে ধনী-দরিদ্র উভয়ের প্রতি আল্লাহর করুনা বিশেষ, উভয়ের প্রতি।

২৫১. নির্বোধ দরিদ্রের ধার্মিকতা

ধর্মিয় সমাজই হোক, সমাজে কাফের আর মোমিনের মধ্যে যেমন একটা পার্টিশান উভয়েরই কাঙ্খিত তেমনি ধনী আর দরিদ্রেরও পারস্পারিক কাঙ্খিত একটা পার্টিশান আছে। ধনী কাফের আর ধনী মোমিনের পারস্পারিক পৃথক একটা সমাজ আছে যেখানে নির্বোধ দরিদ্রের ধার্মিকতা হচ্ছে তাদের প্রতি কথিত মোমিন ধনাঢ্যদের বস্তুগত তদ্রোচিত আচার-আচরন মাত্র যা ধনাঢ্যদের

অভ্যান্তরিন প্রতিযোগীতা, প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও সংঘাতে এক বড় হাতিয়ার। নির্বোধ দরিদ্রের ধার্মিকতা এখানে নিতান্তই ভিক্ষা, সদকা, যাকাত, ফেতরা ইত্যাদি নিকৃষ্টজ্ঞান দান-অনুদানের বিনিময় স্বরুপ ধনাঢ্যের কথিত ধর্মিয় ভ্রাতৃত্ব মাত্র। দরিদ্রকে ধনীর উচ্ছিষ্ট ভুগ করিয়ে সম্প্রদায়ের বহিরাগত ধনাঢ্যের মোকাবেলা করা ইসলামিক বায়তুল মাল বা হাউস অব সোশাল ইকোনোমির উদ্দেশ্য ছিল না, হাউস অব সোশাল ইকোনোমির উদ্দেশ্য ছিল কাফের-মোমিন পার্টিশান আহ্বানে শেষ পর্যন্তও থেকে যাওয়া ধনী-দরিদ্র পার্টিশান নিয়ন্ত্রন, দরিদ্র কাফেরদেরও জৈবিক চেতনার স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা ঠিক রেখেই যেন ধনাঢ্য মোমিনদের সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে, কর্মক্ষম দরিদ্র মোমিনের দারিদ্রতা বিমোচন তো প্রথম হতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শর্তহীনভাবেই প্রশ্নাতীত বিষয়, যেন পরে দরিদ্র মোমিন বুঝতে পারে ওগুলো ধর্ম নয়।

২৫২. খ্রিষ্টানিটি খন্ডনে গড়গাঁও সদর বাংলা সফর

রোমান ক্যাথলিক চার্চ হতে চার্চ অব ইংল্যান্ড সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে থাকলেও পাপ-পূন্য করার সীমাহীন স্বাধিনতাপূর্ণ পৌলিয় গনতন্ত্র ছিল তখনো পর্যন্ত চার্চ অব ইংল্যান্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গাঁথা। বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি খ্রিষ্টানিটি খন্ডনে 'গড়গাঁও সদর বাংলা' হতে সূচিত ও কথিত ফকির বিদ্রোহের প্রভাবে বৃটিশ বিরুধী সকল আন্দোলন-সংগ্রাম প্রথম থেকে ক্রমশঃ যথার্থ জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দু আর মুসলিম অভিজাতদের একাংশ মহান নবাব মীরজাফরের অনুসরনে তাদের সংখ্যাগরিষ্ট স্বজাতীকে পিছনে ফেলে বৃটিশ শাসনের করুনাধন্য হয়ে উঠেছিল যে, এটা ছিল স্বজাতীয় বিরুধের অবধারিত ফল, কেন্দ্রিয় শাসনব্যবস্থার আনুগত্যে নিবেদিত হয়ে স্বজাতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব প্রেরনের নয়। অষ্টম হিযরী শতাব্দির ইসলাম ধর্মমূল নিযামীয়া সিলসিলাহর পরবর্তীকালিন গড়গাঁও সদর বাংলা হতে ফকির বিদ্রোহ পরিচালনার অন্তরালে আমার ধর্মপ্রান পূর্বপুরুষ রহমতুল্লাহহি আলাইহেগন বংশ পরস্পরায় জমিদারীর একাংশ ভুগ করে এসেছে সেই স্বজাতীয় বিরুধের তাড়নাতেই। পরে তো শিয়ালের মতো হুকা হুয়া শ্লোগান তোলেছে সবাই, প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ বিরুধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে ঐসকল হিন্দু-মুসলিম জমিদারপুত্রদের হৃদয়ে যারা খ্রিষ্টানিটি খন্ডনের যৌক্তিকতা পেয়েছে নিজ নিজ পাঠচক্রে, ইসলামের অষ্টম মুজাদ্দিদিয়া পাঠচক্রে পিড়ি ফকির ও নাগা সন্যাসীদের সম্মেলন ছিল তো ভারতীয় বংশোদ্ভূত কতিপয় বৃটিশ জমিদার পুত্রদের সম্মেলন এবং তাঁদের আক্রমনের লক্ষস্থল ছিল বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি ছিল খ্রিষ্টানিটি। পরবর্তীকালিন খ্রিষ্টিয় বৃটিশ বিশ্বশাসনামলে বিশেষত ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দির শিরোভাগে নবুওয়াতের ধারা খেলাফত পুনঃগঠন ও প্রবাহমান খেলাফতের অন্যতম উপলক্ষ্য ছিল বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি খ্রিষ্টানিটি খন্ডন, যে দায়ীত্বভারে এই দুই

প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম ও তাঁদের মুবাশ্বির খলিফা রহমতুল্লাহি আলাইহেগণকে আধ্যাত্মিকভাবে সফর করতে হয়েছে ইসলামের অষ্টম মুজাদ্দিদিয়া মারকায গড়গাঁও সদর বাংলায়। এই দুই প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামগণের মান্যকারী অন্যান্য উম্মতি নবীগন কেউ স্বশরীরে আর কেউ আধ্যাত্মিকভাবে গড়গাঁও সদর বাংলা সফরে এসে দেখেন যে, খ্রিষ্টীয় বৃটিশ বিশ্বশাসনামলে প্রত্যেক বৃটিশ বিরুধী আন্দোলনের প্রভাবক কথিত ফকির বিদ্রোহের সূচনা স্বজাতীপ্রেমে হয়নি, হয়েছিল স্বজাতীয় বিরুধের সাথে অবধারিতভাবে সংশ্লিষ্ট ইসলামের খোদাপ্রেমে পৌলিয় খ্রিষ্টনিটি খন্ডনেই। খ্রিষ্টনিটি খন্ডনের চূড়ান্তরূপ সম্পর্কযুক্ত বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের পরিসমাপ্তির সাথে, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল মোহাম্মদী স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তনের উপর, মোহাম্মদী স্বকীয় ও স্বাতন্ত্র্য যুগের প্রবর্তক হচ্ছেন গড়গাঁও সদর বাংলার নৈহিক উত্তরাধিকারে ধন্য মুজাদ্দিদগনের খাতাম প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম, সুতরাং সকল প্রকার খ্রিষ্টনিটি খন্ডনে কেয়ামত পর্যন্ত আবির্ভূত হতে থাকা প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগন ও তাঁদের মুবাশ্বিরগন এই গড়গাঁও সদর বাংলা সফরে আমন্ত্রীত।

২৫৩. হযরত গ্রেটুর প্রজাতন্ত্র

বিশ্বগ্রাসী সর্বশেষ রাজতন্ত্র খ্রিষ্টিয় বৃটিশ রাজতন্ত্রই, সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এযাবৎকালিন প্রজাতন্ত্র মানেই খ্রিষ্টিয় বৃটিশ রাজতন্ত্র খন্ডনে প্রতিষ্ঠিত গনপ্রজাতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সামাজিক উন্নতির নামে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার হত্যা ও বিশ্বময় বৃটিশ দুঃশাসনের চালিকাশক্তি খ্রিষ্টনিটি খন্ডনে খ্রিষ্টিয় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক ইসলামে খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম হচ্ছেন খোদামিলনে সীমাহীন ব্যক্তিস্বাধিনতা সমৃদ্ধ আধুনিক প্রজাতন্ত্রের প্রবক্তা, যা ন্যায়পরায়নতা নামক খ্রিষ্টধর্মের খলিফা হযরত গ্রেটুর প্রত্যাদেশীয় প্রজাতন্ত্র পুনঃস্থাপনের নামান্তর, তাঁর সংস্কারকাজে কেয়ামত পর্যন্ত খ্রিষ্টিয় নেযামে খেলাফত আর খ্রিষ্টিয় মুসলিম প্রত্যাদেশীয় প্রজাতন্ত্রের ইহজাগতিকরণের মধ্যে যে পারস্পারিক জটিল বিরুধীতা ফুটে উঠে, এই বিরুধ নিস্পত্তির একমাত্র উপায় 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা' নামক গুপ্তীয়াত-নামা আর সেখানে খ্রিষ্ট স্বয়ং বিনিষ্ট, খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম।

২৫৪. হিউম্যানিটি ফার্স্ট জাতীয় মিষ্টি কথার প্রতারনা

সস্তা শ্রমবাজার, প্রচলিত বিশ্ববাজারব্যবস্থার পূর্ববর্তী কলোনীগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই একই ভিত্তিমূলে। বৃটিশ কলোনিজমের প্রাণ ইষ্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানীর মতো 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' হিউম্যান রাইটস ইত্যাদি ছিল নিতান্তই মিষ্টি কথার যাদু মাত্র। ইহুদিদের প্রতি খ্রিষ্টানদের মারাত্মক প্রতিশোধপরায়নতাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার মহৎ উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টানদের প্রতি মুসলেহ পলের এই তালিম ছিল যে, মিষ্টি কথা যাদুর কাজে লাগে, আর খ্রিষ্টানরাও এটা

যথার্থ বুঝে মেনে নিয়েছিল বলেই তাদের মধ্য হতে হিটলারের জন্ম আরো আগে থেকে বারবার হয়নি। ---এতটুকুই কম কি। শ্রমিকের ন্যায্য মুজরি দেয়না এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে হিউম্যানিটির মিষ্টিকথা শুভা পায় না, বরং জঙ্গি, মাদকাসক্ত, মানসিক প্রতিবন্ধীতা ইত্যাদি মানবেতর অবস্থার অন্যতম উৎসই হচ্ছে সেই সন্ত্রাস। ফরাসী বিপ্লব সরাসরি চার্চের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতোনা, জগতে ব্লাসফেমি একটা বিকৃতি পেতোনা যদি মসজিদ-মন্দির-গীর্জাগুলো হিউম্যানিটি ফার্স্ট জাতীয় মিষ্টি কথার যথার্থ মানবতার সেবায় মালিকশ্রেনী হতে নেয়া দান-অনুদান সংশ্লিষ্ট শ্রমিকশ্রেনীর রক্তমাখা হাত হতে গ্রহনে আগ্রহী হতো।

২৫৫. খ্রিষ্টিয় মুসলিম প্রায়শ্চিত্তবাদ

আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তাথেকে একাংশ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর যেন আল্লাহর পক্ষ হতে রিজিক আরো বাড়িয়ে দেয়া যায়। আল্লাহর রাস্তা কি শীবলিঙ্গে ঘি-মাখন মেখে রাতারাতি গনেশ নতুবা লক্ষী বনে যাওয়া? হিন্দুস্থানে আবহমান কাল থেকে কোটি কোটি মানুষ এই পন্থায় ভিকারী থেকে ধনবান হয়েছে যে সবাই জানে। দরিদ্রের রক্ত চুষেই হোক ধনী চাইছে আরো ধন আর তাতেও মানা নেই, শীবলিঙ্গের অনুকূল সমাজ গঠনে অর্থনৈতিক নতুন মেরুকরণ নতুন নয়। বনী ইসরাঈলী সাদৃশ যুগের কথিত বায়তুল মাল সমাজ গঠনে এছাড়া বাড়তী বা নতুন কি ভূমিকা রাখে? আগে গরীব ছিলাম আর আহমদীয়া জামাতে চাঁদা দিতে থাকলে এখন আল্লাহ আমাকে ধনী করে দিলেন, টাকা যেভাবেই উপার্জন করি না কেন পোপলিঙ্গে ঘি-মাখন মাখলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়, খ্রিষ্টিয় মুসলিম প্রায়শ্চিত্তবাদে এই একটা মাত্র কথিত ঐশি নিদর্শনের ছড়াছড়ি, যে নিদর্শনের কাছে দরিদ্র ও জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের বিরুধী এমন কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী ও প্রত্যাদেশীয় কিতাবাদীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা এক মামুলী ব্যাপার মাত্র, এইজন্যে এই প্রত্যাদেশীয় কিতাবে আল্লাহর ইচ্ছাতে শীবলিঙ্গ-পোপলিঙ্গ পূজার উদাহরনই যথার্থ হয়েছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ভারতীয় নবীগনের মতো অন্যান্য নবীগনও আহলে বাইয়াতদের অনুকূলেই সমাজ গড়তে চেয়েছেন, আহলে বাইয়াত হচ্ছেন খোদামুখী উম্মতি নবী, সিদ্দিক, শহীদ, সালেহগন যারা সঙ্গী হিসাবে উত্তম, আল্লাহর পক্ষে সঙ্গী হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি যাঁর হৃদয়ে শয়তানের জন্য আর কোন সুপারিশ অবশিষ্ট নেই। বায়তুল মালের গ্রহনযোগ্যতায় অর্থনীতি এদের অনুকূলেই আবর্তিত হওয়া জরুরী, খোদাবিমুখ সৈয়দ, মির্জা, শাহী পরিবারের নয়।

২৫৬. মূর্তিপূজা ও ঈশ্বরনিন্দা

প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন পরিসরে কোন না কোন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত, যে কোন ব্যবস্থাপনায় কাজের রিপোর্ট দেয়া আর রিপোর্ট দেয়ার জন্য কাজ করা দুই ভিন্ন বিষয়। রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্র যেহেতু পৃথকভাবে কার্যনির্বাহক নয়, সেহেতু ব্যবস্থাপনা সর্বিধানের

ভবিষ্যদ্বানী পূরনে সর্বস্বত্বায় করতে থাকা কাজের রিপোর্ট দেয়া হলো আল্লাহ ও তাঁর কেন্দ্রের প্রতি স্যাকুলার মুসলিম সোসাইটির আনুগত্য, আর রিপোর্ট দেয়ার জন্য কাজ হচ্ছে মূর্তিপূজা, মূর্তিপূজা নবুওয়াতের ধারা খেলাফতকে শেষে ধর্মরাষ্ট্র করে ছাড়ে, ধর্মরাষ্ট্রের দ্বিতীয় ভিত্তি হয় অর্থনীতি ভিত্তিক ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র, অবধারিতভাবে রাজনীতি হয় আন্তর্জাতিক, অবধারিতভাবে রাজনৈতিক জাতীসংঘ হয় ঈশ্বরনিন্দুক। মানুষ মাত্রাতিরিক্ত অর্থনীতি নির্ভর হয়ে উঠার দুটি কারন, ১. মূর্তিপূজা, ২. ঈশ্বরনিন্দা। পৃথিবীতে পরম পূজনীয় মূর্তি যত আছে এর অধিকাংশই নগ্নমূর্তি, এর কারন হলো ঈশ্বরনিন্দা থেকেই এগুলোর সংস্থাপন, পরে মানুষ এগুলোকেও কলঙ্কহার করে নিজেদের কল্পনাকে সাজিয়েছে, মূর্তিপূজায় প্রত্যাবর্তিত হয়েছে ঈশ্বরনিন্দা, পূর্বে মূর্তিপূজার শেষ পরিনতি স্বরুপ যেভাবে ঈশ্বরনিন্দার জন্ম হয়েছিল।

২৫৭. শাহনুজিয়াইল সদর আঞ্জুমান এক অরাজনৈতিক-গৃতান্ত্রিক জাতীসংঘ

এশিয়া জাগবে, ইন্ডিয়ান মূর্তি পূজারী আর চাইনিজ ঈশ্বরনিন্দুকদের মধ্যে একটা সমঝোতা হবে আশা করা যায়। ঢাকা-দিল্লী-ওয়াশিংটন পরিকল্পনা বিশ্বশান্তিতে সহায়ক হবে যেদিন অর্থনৈতিক পরাশক্তি চায়নার সাথে মিলমিশে ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে হীনমহত্তা বলতে কিছু রাখবেনা। চায়নার সাথে মিলমিশ ছাড়া ইন্ডিয়াতে আমেরিকান একক পৃষ্টপোষকতা মেনে নেয়া ইন্ডিয়াকে নিজেদের উপাস্য-নমস্যের নগ্নমূর্তির মতোই হীনমহ্ন সাব্যস্থ করে দেখায়। এন্টি-আমেরিকান ব্লকের অভ্যন্তরিন রাজনীতিতে অর্থনৈতিক পরাশক্তি চায়না অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকেই চূড়ান্ত ভেবে সর্বস্বীকৃত রাশিয়ান কূটনৈতিক যোগ্যতাকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে অক্ষম হলে এই শূন্যতা পূরনে ইন্ডিয়ার মুখপেক্ষী হবেই হবে চায়না। চায়না-ইন্ডিয়া পারস্পারিক সম্পর্কোন্নয়নে আমেরিকান সহযোগীতার জায়গাটা কোনটা নিজ প্রয়োজনেই হোক জানতে হবে ইন্ডিয়াকে। আমি জানি, আল্লাহর পক্ষ হতে জানাচ্ছি, সেই জায়গাটা হচ্ছে, ১. কাশ্মিরকে ইজরাঈল-ফিলিস্তিনের স্থলে সমগ্র খ্রিষ্টান বিশ্বের পূন্যভূমি হিসাবে প্রতিষ্ঠা, কারন ঈসা মসীহ ক্রুশবিদ্ধের পর বনীঈসরাঈলী হারানো মেষ পুনঃউদ্ধারে ইন্দুগ্রিক কুশান-কামরুপ-গৌড়ি রাজ্যে হিযরত করে সুদীর্ঘ শতবছর বৌদ্ধ ধর্মিয় পরিভাষায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে কাশ্মিরের খানইয়ার স্ট্রিটে সমাহিত হন। বাংলা ভাষায় রচিত মসীহের আচরণীয়--- চর্যাপদ সহ বৌদ্ধ ধর্মিয় অন্যান্য কতিপয় কিতাবাদীই প্রকৃতপক্ষে কোরান বর্নীত ইঞ্জিল, রোম-প্যালেস্টাইনের ত্রিত্ত্বনিটি তথা হিব্রু বাইবেলের নতুন নিয়ম তো মসীহের প্রস্তুতিকালাবস্থার বর্ননা মাত্র।২. হাদিসে মোহাম্মদ হতে সনাক্ত পাঞ্জাব গুরুদাসপুরের 'কাদা' নামক গ্রামকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইয়াসরিব-বাক্কা'র সমোন্নতিতে প্রতিষ্ঠাকরণ, কারন ইসলামী উম্মতি নবুওয়াতের খাতাম হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছাড়া আর কেউ নন, অর্থনৈতিক পরাশক্তি চায়নার মোকাবেলায় ইন্ডিয়া রাষ্ট্রীয় কর আর কত টাকা উঠায়! বিশ্বশান্তি ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী

টাকার পাহাড় জমাকৃত হচ্ছে ইসলামের প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ সদর 'কাদিয়ান সদর আঞ্জুমান'এর নামে। প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ সদর 'শাহনুজিয়াইল সদর আঞ্জুমান' কর্তৃক জামাত পুনঃগঠনমূলক সংস্কার ও নির্দেশনা এই যে, 'কাযা বোর্ড'এর কল্যানে ব্যক্তিগত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ও গনিমতের মাল তথা বিনা উদ্দেশ্যে-পরিশ্রমে লব্দ সম্পদ সমৃদ্ধ বায়তুল মাল বা 'হাউস অব সোশাল ইকোনোমি' বাদশাহ-সুলতানগনের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত হোক। স্যাকুলার মুসলিম সোসাইটির আহ্বানে রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরিন নাগরিক সমাজকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে এক অরাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও গৃ-তান্ত্রিক জাতীসংঘের কর্মতৎপরতায়, যেক্ষেত্রে ধর্ম মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই হোক রাষ্ট্রের কর্মতৎপরতা হয় আন্তধর্মিয় সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তির প্রতিবন্ধক। মুসলিম অধ্যুষিত স্যাকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অবধারিত প্রতিষ্ঠা হবে অরাজনৈতিক-গৃতান্ত্রিক জাতীসংঘে, সুস্পস্টভাবে পৃথক প্রত্যেক অনারব গৃ-তান্ত্রিক জাতীয়তাবোধ হবে অনারব মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের অর্ধেক, যেভাবে কেবল আরবী মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের অর্ধেক বিবেচিত হয়ে আসছে আরবী গৃ-তান্ত্রিক জাতীয়তাবোধ। নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে ইসলামের পঞ্চদশ সদর আঞ্জুমান 'শাহনুজিয়াইল সদর আঞ্জুমান' হবে পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়মে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংগঠিত স্যাকুলার মুসলিম সোসাইটির সদর আঞ্জুমান, এক অরাজনৈতিক-গৃতান্ত্রিক জাতীসংঘ।

২৫৮. রাষ্ট্রচিন্তায় কমিউনিটি আয়কর ব্যবস্থা

রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প নতুন বিশ্বব্যবস্থার লক্ষ্যস্থলে অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রচিন্তায় কমিউনিটি আয়কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলি বারবার। বিশ্বময় আহমদীয়া কমিউনিটি ছাড়া অন্যান্য কমিউনিটিগুলো এখনো এতটা সংগঠিত নয় যে, কমিউনিটির অভ্যন্তরিন চাহিদা পূরণ করে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় কর যথাযথ আদায় করে শিঘ্রই অবশিষ্ট জনগনের ইচ্ছায় রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই লক্ষ্য অর্জনে আহমদীয়া জামাতে এখনো যে অনোপযুক্ততা অবশিষ্ট রয়েছে তা হলো, সর্বনাশা অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্রোতে ভাসমান দুনিয়ায় কর্মজীবি আহমদী মাত্রও জাতীয় মাথাপিছু গড়আয়কে স্পর্শ করতে পারেনি, টার্গেট আন্তর্জাতিক মাথাপিছু গড় আয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর টার্গেটে ছিল আহমদী মালিকের অধিনস্থ গয়ের আহমদী কর্মচারী ও গয়ের আহমদী মালিকের অধিনস্থ আহমদী কর্মচারীরাও প্রাথমিকভাবে আন্তর্জাতিক না হোক অন্তত জাতীয় মাথাপিছু গড় আয়কে স্পর্শ করবেই। দুঃখজনকভাবে আহমদী মালিকদের আহমদী কর্মচারীরাই এখনো সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃত্বিয় বিশ্বযুদ্ধকালিন নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে আছে।

২৫৯. যোগ্যতা ও মানবাধিকারের সমন্বয়

বারবারই বিশ্বযুদ্ধের কারন হয়েছে ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। যোগ্যতা ও মানবাধিকার, এই দুইয়ের সমন্বয়কাজে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন যতটা ছিল তারচে বেশী প্রয়োজন ছিল যোগ্যতা বিচারের অভ্যন্তরিন দ্বান্দিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যায়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

বৃটিশ যোগ্যতা বিচারে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী হতে আইনষ্টাইনের পুনর্বাসন মানবাধিকার আদায়ের কাজ ছিল না, ছিল যোগ্যতা বিচারের যথার্থতা মাত্র। আইনষ্টাইনের মতো প্রতিবন্ধীই হোক কর্মজীবি মাত্রই ন্যূনতম মাথাপিছু গড় আয়ের জন্য নির্ধারিত পরিমান উপার্জনে যোগ্যতম, নতুবা কর্মস্থল এক যুদ্ধক্ষেত্র, যেভাবে আইনষ্টাইন যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন তাঁর প্রতিবন্ধী জাতীর যোগ্যতা প্রমানে। রাজনৈতিক জাতীসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাথাপিছু গড় আয় যত তত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রত্যেক কর্মজীবি নাগরিকের জন্যই নিশ্চিত না হলে এই কর্মফলের বৈষম্যে বঞ্চিতদের হৃদয়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতার বীজ বপন করা হয়, রাষ্ট্রদ্রোহিতা কোন অপরাধ গন্য হয় না যখন রাষ্ট্রকে ব্যর্থরাষ্ট্র প্রমান করা যায়, মাথাপিছু গড় আয়ের কম উপার্জনশীল কর্মজীবিদের সম্মিলিত ও উচ্চকিত প্রতিবাদী কন্ঠস্বর যার তার কর্মস্থলীয় বিদ্রোহকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা প্রমান করে। যদিও প্রত্যেক যোগ্যতম ব্যক্তিগতভাবেই মানবাধিকারের প্রতি স্বাভাবিক সংবেদনশীল তবু বিশ্বসমাজদেহে যোগ্যতা ও মানবাধিকারের পারস্পারিক সমন্বয়কাজে রাষ্ট্রযন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই, যদি না যোগ্যতা বিচারের অভ্যন্তরিন দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির অবসান হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারন ছিল আইনষ্টাইনীয় জাতীর যোগ্যতা বিচারে জার্মান, ইংল্যান্ড প্রভৃতি তৎকালিন ব্যর্থরাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরিন দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির অবসান না হওয়া।

২৬০. পুরাতন ওহিকনা 'রুশী ইংল্যান্ড'

পাকিস্থানে তথা সাউথ এশিয়ান রাজনীতিতে 'ভুট্টো-জিয়াউল-মওদুদী' সেইজমেন্টের উপর দাঁড়াতে পারবে না চায়নারা আর বাঙ্গালীরাও, সর্বকালিন সর্বাধিক ভয়াবহ তৃতিয় বিশ্বযুদ্ধের এন্টি-আমেরিকান ব্লকে চায়না কূটনীতির মতোই দূর্বল এই সেইজমেন্ট, ১৯৪৫-৭১ পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাঙ্গালী যুদ্ধাপরাধীদের মতোই ব্যক্তিস্বার্থে সংকীর্ন এই সেইজমেন্ট। সেই স্থলে 'ফয়সল-জিন্নাহ-মুজিব' ও 'মার্কস-মাও-মুজিব' দুটি শক্তিশালী সেইজমেন্ট 'বাংলা বাইবেল' নির্দেশিত। রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প ও বাঙ্গালীদের মনোতুষ্টকর নতুন বিশ্বব্যবস্থায় 'বাংলা বাইবেল' হবে 'রামায়ন-মহাভারত' অথবা 'ইলিয়াড-ওডিসি'র মতো এক মিথল্যজিক্যাল কনষ্টিটিউশন, আরবী ভাষায় যাকে 'মানতিক' বলা হবে। হ্যাঁ ইউনাইটেড ন্যাশনসে এখন 'বঙ্গরাষ্ট্রসংঘ' প্রস্তাব ও 'ওয়ার শো রিভিউ জরুরী কিনা, 'ওয়েষ্ট ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড মার্কেট' গঠনকাজের অভ্যন্তরে চায়না প্রতিবন্ধক হলে ওটা সম্ভব নয়, আমেরিকান ব্যাংকারদেরকে ঋন পরিশোধের যথেষ্ট সুযোগ দেয়া উচিত চায়নার, রাশিয়ান কূটনৈতিক দক্ষতাকে মেনে নেয়া উচিত চায়নার, ইংল্যান্ড ইউরোপিয় ইউনিয়ন থেকে সরে যাওয়ার পর রাশিয়ার সাথে ইংল্যান্ডকে একাকার করে দেয়া হবে চায়নার চ্যালেঞ্জিং কর্তব্য, কারন 'রুশী ইংল্যান্ড' বাংলা বাইবেলের একটা অতি পুরাতন ওহিকনা।

২৬১. মানবিয় জ্ঞানের উত্তোরনী প্রবেশদ্বারে সমবেত সমাবেশ

ন্যায়পরায়নতা' নামক গ্রিকধর্মের খলিফা আউয়াল হযরত প্লেটু তাঁর একাডেমির প্রবেশদ্বার (house of commons)এ লিখে রাখেন, 'হেলেনিক খোদাপ্রকাশের প্রামান্য কথিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ইলিয়াড-ওডিসি থেকেই হোক, যে তার নিজের উপস্থাপিত কথার যুক্তি জানে না অথচ তা পরিত্যাগও করেনা আর প্রয়োজনীয় যুক্তিও খুঁজে না, সে যেন এখানে (house of lords) প্রবেশ না করে'। হযরত প্লেটু হাক্কুল ইয়াকিন ও আইনুল ইয়াকিন হতে নিম্নগামী হয়ে ইলমুল ইয়াকিন বা যৌক্তিক জ্ঞানজগতে নিজের অবতরন ঘোষনা করে খোদামিলনে-প্রত্যাবর্তনে মানবিয় জ্ঞানের উত্তোরনী প্রবেশদ্বারেই সমবেত করতে চেয়েছেন ইতিহাসের হোমার অথবা পরবর্তীকালিন মার্কসের মতো তৎকালিন কবি-সাহিত্যিকদেরকে, হযরত সক্রেটিস আলাইহিস সালাম হতে হযরত আলেকজান্ডার পর্যন্ত ন্যায়পরায়নতা নামক গ্রীকধর্মিয় নবুওয়াতের ধারা খেলাফতে অবাঞ্চিত ব্যক্তিত্ব ছিল হোমার ও মার্কসের মতো কবি-সাহিত্যিকরা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উচ্চাকাঙ্খা ও টার্গেট নাই, কবি-সাহিত্যিকদের প্রকৃতিগত নানান বিসৃংখল উচ্চাকাঙ্খা ও টার্গেট থাকার কারনে পরবর্তীকালিন কবি-সাহিত্যিকরা আল্লাহর সর্বত্র বিরাজমান থাকা ও সকল বিষয়ে কার্যনির্বাহক হওয়ার এক-অভিন্ন সূতায় গেঁথে দেয়ার ব্যর্থতায় একাডেমির প্রবেশদ্বার হতেই বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে আর হযরত সক্রেটিস, প্লেটুর, এরিস্টটল, আলেকজান্ডারের একাডেমি ও রচনাবলীকে অন্যত্র সাজিয়েছে নিজেদের কল্পনা দিয়ে, বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যাচারের নাম দিয়েছে কথাশিল্প।

২৬২. সৎসঙ্গীর দেখা শয়তান

মানুসের মানবিয় অন্তর্দৃষ্টি এতটা বিস্তৃত নয় যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অস্তিত্বকে ডিঙিয়ে অন্য পৃথক কোন স্বত্ত্বাকেও দেখে নিতে সক্ষম, তা শয়তান হোক আর আল্লাহই হোক। মানুষ পরস্পর অন্যের মাঝেও নিজেকেই দেখতে পায়, অন্যের দোষ-গুন ব্যাখ্যাকরণ অসম্ভব হয় যদি না তা ছিটাফোটা হলেও নিজের মধ্যে থাকে। শয়তান ফেরেশতায় রুপান্তরিত হয়, ইবলিস কোনদিনই ফেরেশতা ছিল না, শয়তান হতে ফেরেশতায় রুপান্তরিত হওয়ার উপক্রম সীমা হতে ফিরে গেছে ইবলিস, ইবলিস যদি ফেরেশতা হতো তাহলে নিঃসন্দেহ এক বড় ফেরেশতা হতো বলে মানবিয় জ্ঞানের দাপটে করা তফসীর-তাহদাসে বলা হয় ইবলিস এক বড় ফেরেশতা হতে রুপান্তরিত শয়তানী স্বত্ত্বা বিশেষ। প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতা কখনো শয়তান হয় না, শিশুসুলভ আচরন কোনটাই শয়তানী না, সৎসঙ্গীর দেখা শয়তান যেকোন সময় আল্লাহর ফেরেশতায় রুপান্তর হওয়ারই সম্ভাবনা রাখে নিজের মধ্যে।

২৬৩. পাগল ছেলে আমার

প্রাক-ইসলামী যুগে হিলফুল ফুযুল অন্যান্যের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য সমাজকর্মের নাম। কথা ছিল সমাজকর্ম হবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত স্বায়বোধ থেকে সার্বজনিক, আর আল্লাহর

নামে গোত্রপতিরা তা জানতে চাইলে রিপোর্ট দেয়া হবে, আল্লাহর জীবন্ততা প্রামানিক তাঁর উলিল আমরের প্রতি আনুগত্য যেমন। অথচ আল্লাহর জীবন্ততা ভুলে গোত্রপতিদের ব্যক্তিগত মনোতুষ্টিকরণে নিতান্ত রিপোর্ট বানানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সমাজকর্মই প্রচলিত ছিল সর্বত্র, যা ছিল মূর্তিপূজার সরাসরি কুপ্রভাব। হযরত ইব্রাহীম, ইসমাঈল, তুব্বা প্রমূখ বুজুর্গদের মূর্তিগুলোর অন্ধ ইতায়াতকারী আরবী জামাতে হযরত মোহাম্মদকে যারা পাগল মনে করতো তারা নিঃসন্দেহে তাঁকে বন্ধু মনে করেই তা করতো। বন্ধুর কথা-আচরণ দুর্বোধ্য ও ক্ষতিকর মনে হলে বন্ধুকে পাগল সাব্যস্তকরণ বন্ধুকে শাস্তির বদলে ক্ষমার জন্যই নিবেদিত হয়ে থাকে, মা যেভাবে বলেন--- পাগল ছেলে আমার।

২৬৪. নেযামে এখরাজ

আতিউল্লাহ্ আতিউর রাসূলের পর জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত যে উলিল আমর বা আদেশদাতার কথা বলা হয়েছে তিনি ধর্মিয় দ্বিমত পোষনের কারনে কাউকে মুসলিম জামাত থেকে এখরাজ করার অধিকার রাখেন না, বরং অমীমাংসিত বিষয়ে পরবর্তী রসূলের আগমনী অপেক্ষায় নিজ মান্যকারীদের আত্মায় পরমত সহিষ্ণুতার তালিম দিতে থাকাই তাঁর দায়ীত্বের সীমা নির্ধারিত হয়ে থাকে। আদেশদাতার আদেশ দানের ক্ষেত্রে জামাতের সর্বসম্মতিক্রম বা মজলিসে শূরাও মূখ্য নয়, মূখ্য হলো আমর বা ওহি-এলহাম, যে কারনে তাঁকে আমীর বলা হয়েছে। আর সেই দ্বিমত-পরমত যদি নিখুঁভাবে সুদীর্ঘকালিন আমীরের আনুগত্যে লাভ করা ওহি-এলহামের দাবী সম্বলিত হয়ে থাকে তবে তো আমিরাতের কোন কথাই চলে না, বরং আমীরের দায়ীত্ববোধ জন্যে এবিষয়ে খোদার দরবারে বারবার জিজ্ঞাসার। এই বিষয়টি সুস্পস্ট না হওয়ার কারনে রসূলের মৃত্যুর পর মুসলমানরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছিল আর তাদের প্রথম ফির্কার নাম হয়েছিল খারেজী।

২৬৫. হযরত ইকরামার শানে নাযেলকৃত আয়াত

আমাদের পূর্ববর্তী খেলাফতের প্রতিষ্টাতা খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালামের পৃথক কোন ধর্ম নেই, কাদিয়ান সদর আঞ্জুমানে হযরত মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো পরাক্রমশালী আমীর ছিলেন বাংলাদেশ আমিরাতের প্রতিষ্টাতা হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, মুয়াবিয়া সদৃশ আব্দুল ওয়াহেদের পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্র মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী হতে পারেন সেই ইয়াজিদ, 'ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার' আয়াত এজিদের নিতান্ত জন্মসূত্রে আহমদী হওয়ার দাবীকে সরাসরি অস্বীকার না করে বরং উপেক্ষা করে সরাসরি হযরত ইকরামার শানে প্রতিষ্টিত, আহমদীয়াত গ্রহনের কারনে ইহুদিয় মুসলিম পরিবারের ত্যাজ্যপুত্র এই অধমের

শানে প্রতিষ্টাযোগ্য। হযরত ইকরামা ও এই অধমকে আহলে বাইয়াত সাব্যস্থকারী এই আয়াত, ইকরামার অন্য নাম হাকাম, আয়াতের মর্মার্থে হযরত আবুল হাকাম সাল্লাল্লাহু আলাই-হিস সালামের পরবর্তী প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনকে প্রত্যেক পূর্ববর্তী খেলাফতে 'হাকাম' বলা হয়েছে, ইকরামুল হাকাম, হাকামান আদলান। 'আবুল হাকাম' তো স্বয়ং খাতামান্নাবীঈনেরই উপাধী বিশেষ যা ছিনিয়ে আনা হয়েছে হযরত ইকরামার মাধ্যমেই, হযরত ইকরামুল হাকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু আহলে বাইয়াত না হলে হযরত আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের নাম 'আবুল হাকাম' হতে পারতো না। খেলাফতে পরিসংখ্যান জাতীয় ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ওসীয়্যতকারী, জীবন উৎসর্গকারী ও বয়াতকারীদের পরিসংখ্যান শেষে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জন্মগত আহমদীয়াত নামেও কিছু একটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, প্রকৃতপক্ষে জন্মগত ধর্মবিশ্বাস এক অবান্তর বিষয় সবসময় সবখানেই।

২৬৬. দরিদ্র পুঁজিবাদী শ্রেনীর জান্নাত-জাহান্নাম

নাস্তিকতা বলতে কিছু নেই, নাস্তিকতা বলতে যা বুঝানো হয় তা মূলতঃ সন্দেহবাদ, ধর্মিকতার মৌখিক দাবী থাকলেও যার কাছে স্বপ্নাকারেই হোক নবুওয়াতের ছিটাফুটাও আসেনি সেও সন্দেহবাদী, কথিত নাস্তিকদের তুলনায় কথিত ধার্মিকরা কেবল এই সামান্য প্রশংসার দাবীই রাখে যে, সন্দেহের কথা সে প্রকাশ করে না, অন্য কথায় কপটতার সাথে সে জীবন কাটিয়ে যায়। পুঁজিপতি আর পুঁজিবাদী এককথা নয়, আজকের পৃথিবীতে নাস্তিকতা সর্বস্ব সমাজতান্ত্রীক কর্মীরা ও ইহুদিয় মুসলিম ধর্মান্তরাই সাধারনভাবে দরিদ্র পুঁজিবাদী, পুঁজিবাদের যাঁতাকল হতে পৃথিবীকে বের করে আনতে না পারলেও কার্ল মার্কস এদের জন্য আশীর্বাদ হয়েই এসেছিলেন, পুঁজিবাদের নতুন সজ্জায় এই শ্রেনীর পেষী-শ্রমকেও পুঁজি সাব্যস্থ করা হয়েছিল যার দ্বারা। পুঁজিপতি শ্রেনীর দাসত্বে নিবেদিত দরিদ্র পুঁজিবাদী শ্রেনীটাকে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে দেখলাম, ১. শ্রমিক বা স্বস্তা শ্রমবাজারের অন্যান্য অনুঘটক, ২. প্রতিবন্ধী, মাদকাসক্ত, ব্যর্থ আন্দোলনমূখর সংসার বিরাগী, প্রথাগত-কথিত ওয়াকফে তালেবান, ৩. জঙ্গি, সন্ত্রাসী, কালোবাজারি। ইসলামের বায়তুল মাল বা হাউস অব সোশাল ইকোনোমিকে খলিফার আনুগত্যে শাহনুজিয়াইল সদর আঞ্জুমান তথা বাদশাহ-সুলতানদের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে বিশ্বসমাজে পুঁজিপতি শ্রেনীর দাসত্বে নিবেদিত দরিদ্র পুঁজিবাদী শ্রেনীর যোগ্যতা উত্তরণের অনুকূলে মানি সার্কোলেশনকে টেনে ধরার কাজে। কাদিয়ান সদর আঞ্জুমানের অনুসরনে সংশ্লিষ্ট পুঁজিপতিদের মন রক্ষায় দরিদ্র পুঁজিবাদীদেরকে জামাতবদ্ধ করাতে জামাতের অনিহা প্রতিষ্ঠায় নয় অথবা জামাত হতে কেবল প্রথাগত-কথিত ওয়াকফে তালেবান ছাড়া এমন অন্যদেরকে এখরাজ করে পিশে মারার জন্যও নয়। সমাজের একাংশ এই দূরাবস্থায় পতিত হওয়ার পূর্বেই দরিদ্র পুঁজিবাদীর হৃদয়ে বাসা বাঁধা পুঁজিবাদ-বস্তুবাদকে জান্নাতলোভ ও জাহান্নামভয়ের দ্বারা

সুকাতীসুক্ষ বস্তুজাগতিক ভিন্ন ডাইমেনশনে গতিশীল করে পৃথিবীকে দারুল আমান' ঘোষনায় কাদিয়ান সদর আঞ্জুমানের অন্যান্য আরো হাজারো অপারগতার সাথে এই অপারগতার স্থলেও শাহনুজিয়াইল সদর আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত।

২৬৭. খ্রিষ্টানিটি ও বস্তুবাদী সভ্যতাকে আকৃষ্টকরণ দুষ্কর্ম

পৌলিয় গনতন্ত্র ও চরম বস্তুবাদ নিজের মধ্যে সীমাহীন স্বাধিনতা লালনকরার কারনে এর অবধারিত কুফল হয়ে থাকে সামাজিক বৈষম্য, বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এই পশ্চিমা গনতন্ত্র ও চরম বস্তুবাদী বৈষম্যে শিকার খ্রিষ্ট সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের অমান্যকারী বাহাত্তোর ফির্কায় বিভক্ত ইহুদীয় মুসলিম জামাত সমস্তই, একমাত্র বৈষম্যে শিকার নয় বরং আন্তধর্মিয় সম্প্রীতিতে যেন পশ্চিমা পুরাতন খ্রিষ্টানদেরই অন্তর্ভূক্ত মোহাম্মদী খ্রিষ্টের মান্যকারী খ্রিষ্টিয় মুসলিম জামাত ভাবার্থক আহমদীয়া মুসলিম জামাত। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে খ্রিষ্টানিটি, প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামই ইসলামের প্রতিশ্রুত খ্রিষ্ট, তাঁর নামে ইসলামের অভ্যন্তরিন সংস্কারকাজের প্রতি খ্রিষ্টানিটি ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আকৃষ্টকরণ দুষ্কর্মেই খ্রিষ্টিয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের জন্ম। খ্রিষ্টানিটি যেমন বনী ইসরাঈলী বাহাত্তর ফির্কার একটি ফির্কা মাত্র তেমনি এই আহমদীয়াতও ইসলামের তেয়াত্তর ফির্কার একটি ফির্কা মাত্র। যেভাবে হারানো মেষ পুনঃউদ্ধারের মাধ্যম ছাড়া হেলেনিক প্রেম ও ইহুদি বিদ্বেষে তাড়িত হয়ে সরাসরি গ্রিক সভ্যতা সংস্কারে ন্যায়পরায়নতা নামক গ্রিকধর্মের পরবর্তীকালিন বিকৃতাবস্থাকেই খ্রিষ্টানিটি সাব্যস্থ করে বিভ্রান্ত হয়েছে গ্রিক অর্থডক্স খ্রিষ্টানরা, সেভাবেই খ্রিষ্টিয় মুসলিমরাও আজ বিভ্রান্তির পথে বসেছে ইহুদিয় মুসলিম বিদ্বেষ আর পাশ্চাত্যপ্রেমে। খ্রিষ্টান মাত্রই বিভ্রান্ত নন আর পুঁজিপতি মাত্রই পুঁজিবাদী নন, বস্তুবাদের হৃদপিন্ড পুঁজিবাদ সংস্কারে শত বছর পর আজো কাদিয়ান বেহেশতী মাগবেরার পুঁজিপতি সাধুজনদের বিকল্প গ্রহযোগ্যতা থাকতো না পাশ্চাত্য সভ্যতার যদি খ্রিষ্টিয় মুসলিম আওয়ালিনদের ঐ বিভ্রান্ত একাংশের দরিদ্ররাই আগে নিজেদের পারস্পারিক সম্পর্কে আধ্যাত্মবাদের স্থলে বস্তুবাদের প্রাণ পুঁজীবাদ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হতেন। প্রজন্মান্তরে পুঁজিপতি তো স্বভাবতই পুঁজিবাদী, পুঁজিপতি হোক আর দরিদ্র পুঁজিবাদীই হোক তাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বে আধ্যাত্মবাদের স্থলে পুঁজিবাদ পরিত্যাগ করা তখনই সম্ভব হবে যখন তাদের উপস্থিত খলিফাতুর রাসূলকে জামাতে এর সভ্যতায় অবধারিতভাবে থাকা সমকালিন আরো দশজন মুবাশ্বির-রসূলগনের দ্বারা নির্বাচিত খলিফা ভাবা হবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন গোটা ইলেকট্রোরাল কলেজকেই নও মোবাইনদের মধ্য হতে দেখা যাবে প্রত্যেক প্রথম প্রজন্ম হতেই, জন্মগত আহমদী নন এমন কারো খলিফা হওয়ার সম্ভাবনা জামাতের কল্পনাতেই আসতে পারে না যে এটা নিঃসন্দেহে আহমদীয়া জামাতের বিভ্রান্ত হওয়া ও আধ্যাত্মবাদের বিপরীত চরম বস্তুবাদীতার প্রকাশ্য প্রমান।

২৬৮. কালামী সালতানাত

আল্লাহর খেলাফত হচ্ছে কালামী সালতানাত, জগতে যাবতীয় সৎকর্মের ইচ্ছা জাগরনী প্রভাবক হচ্ছে আল্লাহর কালাম, বস্তুবাদী কবিতা-দর্শন অসৎকর্মেও সমান প্রভাবক যেমন তেমনটি নয় খোদার কালাম, এইজন্যে খেলাফত ছাড়া অন্য কোন বস্তুগত ব্যবস্থাপনা তার নিজের চিরস্থায়ীত্বের ঘোষনা দিতে পারে না। কালামী সালতানাতের তিনটি নিদর্শনে ধন্য করা হয়েছে আমাকে, ১. যেরে তবলীগ সমাবেশে যখন তবলীগ করি তখন কখনো কখনো আমার কন্ঠে উৎসুক উপযুক্ত হৃদয়ে সরাসরি আল্লাহই কথা বলে থাকেন। ২. পরবর্তী সাক্ষাতে সমাবেশে তাদের মধ্য হতে আমার এক সহযোগী নিযুক্ত করা হয়। ৩. শ্রোতাদের মধ্যে ইতিপূর্বে যে হেদায়াত লাভে একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে এবং বিরতির পর বারবার এভাবেই আমার সাক্ষাত লাভের ইচ্ছাকে জিইয়ে রেখেছে সে বিরতিতে আমার সান্নিধ্যের স্থলে যে কাজেই মনোযোগী হয় সেকাজেই আশাতীত সফলতা পায়। আল্লাহর কালামী সালতানাতের এই তিন নিদর্শন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চর্মচক্ষেও ধর্তব্য হওয়ার কারনে অতীতের রসূলগনকেও বড় কবি, বড় যাদুকর বলা হয়েছে।

২৬৯. পৃ-তাত্ত্বিক জামাত-আঞ্জুমান

ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের মূল নবুওয়াতের ধারা খেলাফত হচ্ছে আল্লাহর এক পাক্ষিক বিষয়, পৃ-তাত্ত্বিক জামাত, আঞ্জুমান, বাদশাহাত ইত্যাদি সবই বান্দার এক পাক্ষিক বিষয়, এই দুইয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সালাত-সংযোগ, প্রতিষ্ঠিত সালাত-সংযোগ হচ্ছে সালতানাত। আল্লাহর জামাত বলতে কিছু নেই, কালামী সালতানাতে সংবিধান আর সিংহাসনের ভাবার্থ একটাই, খোদার কালামই হোক আর অনুসৃত মার্কসীয় রচনাই হোক, এথেকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকার কথিত জামাত, আঞ্জুমান, বাদশাহাতই সেই কালামী সালতানাতের উচ্ছিষ্ট মাত্র। ঈশ্বর আদিতে কালাম ছিলেন যে খ্রিষ্টানিটির একথাটির যথার্থতা আছে, ইসলামে কালামী সালতানাতের সমোন্নতি বজায় রাখলে কথিত বাদশাহাতের কোন প্রয়োজনই ছিলনা। জামাত, আঞ্জুমান, বাদশাহাত ইত্যাদি পৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়, পৃ-তাত্ত্বিক জামাত, আঞ্জুমান, বাদশাহাত হচ্ছে ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের অর্ধেক। যেভাবে আরবী ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের অর্ধেক হচ্ছে আরবী পৃ-তাত্ত্বিক জামাত, আঞ্জুমান, বাদশাহাত সেভাবে অনারব ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের অর্ধেক হচ্ছে প্রত্যেক অনারব পৃ-তাত্ত্বিক জামাত, আঞ্জুমান, বাদশাহাতসমুহ।

২৭০. প্রত্যাদেশীয় সংস্কারকাজ এক বিশ্বযুদ্ধেরই নামান্তর

হযরত গিদিওন, সাইরাস, রাম, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম প্রমূখ প্রত্যেকেই এক-এক যুগান্তকারী মল্লযোদ্ধা হওয়া স্বত্তেও আল্লাহর নবী ছিলেন, এইজন্যে তাঁদের সালতানাত নিতান্ত অস্ত্র ও সীমানা নির্ভর ছিল যে একথা বলা যায় না। কোরান নিঃসন্দেহে এক নির্ভরযোগ্য

ইতিহাস গ্রন্থও, তবে এসব যুগান্তকারী বীর বিক্রমগনের আলোচনা কোরানে এসেছে মেইনলী প্রফিসি আকারেই, অসম্ভব, প্রফিসি কোরানের প্রতিশ্রুত তালুত, যুলকার্ণাইন ও মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের সালতানাতও অস্ত্র ও সীমানা নির্ভর হওয়ার কথা ভাবা যায় না, যদিও প্রত্যাদেশীয় সংস্কারকাজ সমগ্র বস্তুজগতেও এক বিশ্বযুদ্ধেরই নামান্তর। ধর্মের নামে প্রচলিত রাজনৈতিক জঙ্গিবাদ বারবারই পরে ধর্মিয় অনিন্দ সুন্দর সংস্কারকাজকে ভিন্নভাবে ভাবতে শিখিয়েছে মানুষকে, যে কারনে বারবারই পরবর্তী মুসলেহ্-মুজাদ্দিদ নবীগন আবির্ভূত হয়ে পরম সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও বস্তুজগতে চরম প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে। অস্ত্র ও সীমানা নির্ভর রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে 'কমান্ড, ডিক্টেশন, ওয়ার্ডার ইত্যাদি শব্দগুলো খোদার কালামের বৈশিষ্ট হারিয়ে সেনাবলকে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় নিপতিত করেছে বারবার, বারবারই শেষে ওসব কথিত সালতানাতের মূল প্রতিপাদ্য হয়েছে নিতান্ত ভূ-সীমা দখলের যুদ্ধং যোগ্যতা দাবী, উপেক্ষিত হতে বাধ্য হয়েছে মানবতা, সভ্য মানুষদেরকে ভুলে যেতে হয়েছে সময়ের উন্মাত্ত অসভ্যতার বিরুদ্ধে নিজেদের বড় বড় বিজয়ের উৎস সম্পর্কে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নবুওয়াতের ধারা খেলাফত ও বান্দার ণৃ-তাত্ত্বিক জামাত-আঞ্জুমানের পারস্পারিক সংযোগ-সালাত প্রতিষ্ঠার সুলতানী দ্বার চির উন্মোক্ত, সমস্ত কল্যানের উৎস নবীগনের কালামী সালতানাত।

২৭১. নতুন আকাশ নতুন পৃথিবীর আদম

সূরা ইমরানঃ ৬০, ১৯৯৯ সালের দিকে উচ্চামানের এক কাশফে দেখি, 'কি সাজারাতুন খবিসা আর কি সাজারাতুন তইয়্যাবা সকল বৃক্ষ-লতা-গুল্মের শুকনা ছিন্নপাতা ও ডালপালার ছড়াছড়ি, প্রচন্ড ঝড়ের পর নিদারুন বিপর্যস্ত এক পৃথিবী, প্রকৃতিতে মিশে থাকা বিশালাকৃতির উন্মোক্ত এক কিতাব আমার সামনে, বোধ করি আমি আদম, নতুন আকাশ নতুন পৃথিবী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানীসমূহে উল্লেখিত মোহাম্মদী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগের প্রবর্তক আদমের অবস্থার অনুরূপ বোধ করি বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ঘোষক ঈসা সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামকে। ইসলামের প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহের পুনঃআগমনী সুসংবাদ প্রচার করছিলাম, ঈসা সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালামের মান্যকারী মুসলিমরা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছিল যে, 'আমাদের সাথে চলাফেরা কর অথচ নিভৃতে কার কাছে সিজদাবনত হও? উত্তরে আমি বল্লাম, তা না হলে গুলি করে আমি তোমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতাম, প্রত্যোত্তরে তারা আবার বল্লো যে, তুমি কোন্ মাহ্দীর কথা বলছো! আমরা তো আহমদী'ই"। কোরানের এই আয়াত অনুসৃত এই হাদিস 'লাল মাহ্দী ইল্লা ইসাবনা মারায়ামা অর্থাৎ ঈসা সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদের পূর্ববর্তী মুজাদ্দিদগন কেউ ইমাম মাহ্দী নন, ইমাম মাহ্দী হচ্ছে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের পরবর্তী কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে প্রত্যাদিষ্ট হতে থাকা মুজাদ্দিদগনের উপাধী বিশেষ। নতুন আকাশ নতুন পৃথিবী সংক্রান্ত কোরান-হাদিসের প্রতিশ্রুত বিশেষ ইমাম মাহ্দী হচ্ছেন মোহাম্মদী

স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য যুগ প্রবর্তনকারী আদম আলাইহিস সালাম, ঈসা সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের অবস্থা এই যে আদম প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদেরই অনুরূপ, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের মর্যাদা এই খাতামাল মুজাদ্দিদিনের কল্যানে পরবর্তী প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদগনের অভূতপূর্ব সুউচ্চ মর্যাদায় সমোন্নত হওয়া নির্ধারিত।

২৭২. আব্দুর রহমানের রাজত্ব

সংবিধান ও সিংহাসন দুই অভিন্ন বিষয়ের নাম, মূসায়ী সংবিধান আর মোহাম্মদী সংবিধানের মিলনস্থলীয় খোদাপ্রকাশের নাম মসীহিয়্যাত, এই দুই সমূদ্রের মিলনস্থলে পূর্ব হতে পশ্চিমগামী মহাঐশ্বর্যবাহী জাহাজগুলোর একক মালিকানা অধম শাহ্ মোহাম্মদ ফয়সলের নামে রেজিস্ট্রি করা--- বলছেন মালিকী ইয়াম্মিদ্দীন খোদাতালা নিজে। এরপর দেখি, আমার সান্নিধ্য অনুসন্ধানে বনী ইসরাঈলী সাদৃশ্যতার স্থলে মোহাম্মদী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য স্বত্ত্বার অভ্যন্তরে আব্দুর রহমান নামক আমার এক পুত্র রাজাধিরাজের সিংহাসন-সংবিধানে উপবিষ্ট হলেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদের মান্যকারী প্রথম খলিফা নতুবা খাতামাল মুজাদ্দিদিনের সত্যায়নে প্রত্যাদিষ্ট ষষ্টদশ মুজাদ্দিদ হয়ে থাকবেন। আব্দুর রহমানের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে পৃথিবীতে অনেক রাজেন্যরাই রাজত্ব করলেন, অবচেতন মনে ভ্রমন করা এই সময়টা আমার পরবর্তী শত বছর ছিল না কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেটা এখন আর মনে নেই। কালক্রমে পৃথিবী হতে আব্দুর রহমানের চিহ্ন মুছে যাওয়ার উপক্রম হলে আমি বিদায় নিতে চাইলাম, অমনি আব্দুর রহমান ঐসকল রাজেন্যদেরকে সমবেত করে পুনঃজীবিত হলেন, কৃতজ্ঞতার হাসিতে উদ্ভাসিত হলো রাজেন্য সমাবেশ, মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ ও খাতামান খুলাফা রচিত বিখ্যাত মীমাংসাগ্রন্থ আল্ ওসীয়্যাত হতে তাঁর কণ্ঠে আমার প্রতি এই স্বর্গীয় বানী উচ্চারিত হলো যে, 'আপনি আবার কোথায় যাবেন! আপনি তো চিরস্থায়ী"।

২৭৩. বেহেস্তী মাগবেরায় সমাহিত হওয়ার শর্ত পূরন

সৈয়দ কোন বংশের নাম নয়, বংশ সংরক্ষিত হয় পুরুষানুক্রমিক, ফাতেমার উত্তরাধর কেউ নবী না হলে নিতান্ত দৈহিক পুরুষানুক্রমও খাতামান্নাবুওয়াতকে সমোন্নত রাখতে পারে না, মোহাম্মদ কোন পুরুষের পিতা নন কিন্তু পূর্বাপর সকল নবীগনের খাতাম-পিতা। ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার--- আহলে বাইয়্যাত সনাক্তকরণ ও ঐশি পুরুষানুক্রমিক বংশতালিকা সংরক্ষনের এই যে শরাহ্, এতে আবু জাহেলকে নির্বংশ করে হযরত ইকরামা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নবী-মুহাদ্দিস ঘোষনা করে হযরত আবুল হাকাম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের বংশ তালিকার পাদটিকায় লিখা হয়, 'নবী হচ্ছেন মুহাদ্দিস আর মুহাদ্দিস হচ্ছেন নবী। হযরত মোহাম্মদ আর তাঁর উম্মতি মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের মধ্যবর্তী কোন নবী-মুহাদ্দিস নাই, হযরত শাহ্ সৈয়দ

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালাম কোন পুরুষের পিতা নন কিন্তু মুফাস্‌সির-মুহাদ্দিসিনগনের খাতাম-পিতা, মির্জা সুলতান নামক আনানীয় শয়তান শর্তহীনভাবে বেহেশতী মাপবেরায় শায়িত হওয়ার যোগ্য আহলে বাইয়্যাত বা নবী পরিবারের অন্তর্ভূক্ত তো নয়ই, শর্তযুক্ত তৃত্বিয় কবরস্থানেও শায়ীত হওয়ার যোগ্য নয় আর অধম সাহেবযাদা শাহ্ শেষ বিচারে শর্তহীনভাবে প্রথম কবরস্থান হতে উত্তিত, আহলে বাইয়্যাত তো এই অধম ইকরামা, হযরত আবুল হাকাম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের কবরে যাঁর কবর হওয়া পূর্বনির্ধারিত। খাতামান্নাবীঈন ও খাতামাল খুলাফার মতো খাতামাল মুজাদ্দিদের উত্তান তো প্রথম কবরস্থান হতেই, দ্বিতীয় কবরস্থান হতে উত্তিত হবেন অন্যান্য সকল প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দিদিন ও সাধারন খলিফাতুল্লাহগন, নিতান্ত জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাগন নন। জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফা ও বাদশাহ-সুলতানগনের জন্যও শর্তসাপেক্ষ নির্ধারিত হয়েছে তৃত্বিয় কবরস্থান। ব্যক্তিগত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ফিরিয়ে দেয়া সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শর্তাবলী মান্যকরনে অপারগতা এক বিষয় আর মির্যা সুলতানের মতো আহলে বাইয়্যাত হওয়া ও জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফা হওয়ার অজুহাতে শর্তাবলী নিজের জন্য স্বীকার না করা আরেক ভিন্ন বিষয়, কথিত খলিফা নির্বাচনে জামাতের ভোটাভোটি জন্মগত ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে বেশী কিছু নয়, পৃ-তান্ত্রিক জামাত-বাদশাহাতের এক-তৃতীয়াংশ গনতান্ত্রীক ব্যক্তিগত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী কিছু নয়। আল্লাহর নবওয়াতের ধারা খেলাফতের স্মরণে বান্দার পৃ-তান্ত্রিক জামাত-বাদশাহাতের এক-তৃতীয়াংশে উৎসর্গীকৃত না হলে পৃথিবীতে এই দুপাক্ষিক সালাত-সংযোগ প্রতিষ্ঠাযোগ্য নয়।

২৭৪. আতিউর রাসূল অর্থাৎ আনুগত্য কর সমকালিন প্রত্যাদিষ্টের

ইসলামের মসিহীয়্যাত সদৃশ চতুর্দশ মুজাদ্দিদিয়াত রহিম খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের পুত্রতুই হোক তা রহমান খোদা হতে সূচিত প্রত্যাদেশের ধারা না হয়ে নিতান্ত মানবিয় ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খেলাফত হলে তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হয় না, নবুওয়াতের ধারা খেলাফত ছাড়া তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হয়না। প্রফিসি কোরান বর্নীত খাতামান্নাবুওয়াত শব্দের হাদিস বর্নীত পরিভাষা খেলাফত আলা মিনহাযিননাবুওয়াতেরও অর্থ নবীর পর নবীগন আসতে থাকার নিয়মই, হযরত মুসলেহ্ পল আনানীয় বিভ্রান্তির পূর্বে নিজের খ্রিষ্ট-খলিফা হিসাবে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীর মাধ্যমে মসীহকে খোদার পুত্র খোদা বলেছিলেন যে যৌক্তিক কারনে, খোদার পুত্র খোদা মানে তো ছিল এক বিশেষ নবীর পর একইভাবে আরো নবীগনের আসতে থাকা মাত্র। মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদের জামাতেও হযরত মুসলেহ মাউদ সুলতানী বিভ্রান্তির পূর্বে খলিফা হিসাবে নিজের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীর মাধ্যমে বলেছেন, নিতান্ত কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে দূরবর্তী অতীতের কোন রসূল-প্রত্যাদিষ্টের আনুগত প্রকৃতপক্ষে

আনুগত্য নয় বরং তা এক কপটতা মাত্র। কোরান উল্লেখিত আনুগত্যের নির্দেশে 'আতিউল্লাহ অর্থাৎ আনুগত্য কর আল্লাহর' বলাই যথেষ্ট হতো যদি জামাত-আঞ্জুমান বা জামাতের ভোটাভোটিতে নির্বাচিত-কথিত খলিফাই আনুগত্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল হতো, যদি অজানা-অচেনা ইউটোপিয় দাতাস্বত্ত্বার প্রতি মানবিয় জ্ঞানে আনুগত্যের উইল সৃষ্টি হতে পারতো, যদি জৈবিক চেতনা ও মানবিয় মৌলিক চাহিদাই চূড়ান্ত প্রভূত্ব নির্ধারিত হতো। এমনটা হয়নি, হয়নি বলেই পরক্ষনে 'আতিউর রসূল অর্থাৎ আনুগত্য কর সমকালিন প্রত্যাদিষ্টের' মর্মে নির্দেশ হয়েছে, জীবন্ত কোরানের এই যে স্বয়ংক্রিয় নির্দেশ উপযুক্ত সময় উপযুক্ত হৃদয়ে প্রত্যাদেশ স্বরুপ পুনঃনাযেল হয়ে গেছে, রেসালতের-প্রত্যাদেশের ধারা খেলাফত সূচনা করে দিয়েছে, সমকালিন কারো প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীতে পূর্ববর্তী জামাতের ভোটে নির্বাচিত উলিল আমর আঞ্জুমানে খোদার রহমানিয়াত উদ্ভাসিত হয়ে রসূল-প্রত্যাদিষ্টকে মূর্তিমান রহিম খোদা সাব্যস্থ করে নিয়েছে, জামাতের প্রতি জামাতের মধ্য হতে জামাতের উলিল আমরের কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে পূর্ববর্তী রসূল-প্রত্যাদিষ্টের সাথে অনাগত-সমাগত পরবর্তী রসূলের সাদৃশ্যতা বিধানে মানবশরীর ও পৃ-তান্ত্রিক জামাতের শিরা-উপশিরায় খোদার জীবন্ততাকে সমোন্নত রাখা, বারবার নবী-প্রত্যাদিষ্টগন হতে গ্রিহিত জামাতের অঙ্গিকার পূরণে ব্যবস্থাকরণ, পরবর্তী রসূল- প্রত্যাদিষ্টের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীকে মেনে নিয়ে তাঁকে সাহায্যকরণে জামাতকে প্রস্তুতকরন। বারবার মীসাকান্নাবুওয়্যাত বা নবী-প্রত্যাদিষ্টগন হতে গ্রীহিত জামাতের অঙ্গিকার পূরণের ব্যবস্থাপনায় ধর্ম আর কারো জন্মগত থাকেনা, জন্মগত ঈমানের দাবী তবলীগে শির্ক না করে পারেনা, পৌলিয় খ্রিষ্টানিটির পিতা-পুত্র সম্পর্ক নয় বরং ইসলামের প্রভূ-দাস সম্পর্কই তৌহিদের ধারক। তৌহিদ রসূল-প্রত্যাদিষ্ট আর তাঁর নও মোবাইনের মধ্যবর্তী তৃত্বিয় কোন ব্যবস্থাপনাকেই স্বীকার করে না, যেরে তবলীগ সমাবেশে সমকালিন প্রত্যাদিষ্ট-রসূল ও উপস্থিত নও মোবাইন ছাড়া দূরবর্তী অতীতের কোন রসূল-প্রত্যাদিষ্টের কিচ্ছা-কাহিনী নাগরিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পই ছড়ায়, ক্রমশঃ দ্বিধাবিভক্ত করে দেয় বিশ্বসমাজকে।

২৭৫. নতুন বিশ্বব্যবস্থার অক্সফোর্ড জামেয়া আহমদীয়া

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বনন্দিত ছিল খ্রিষ্টান জাতী, এই সমাজে পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত ইহুদিয় সমাজ হতে তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বাল্যকালেই,খলিফাতুল মসীহ পোপের নেতৃত্ব ও খ্রিষ্টিয় তত্ত্বভান্ডারের কাছে নিজেকে বিক্রি করে এসবের আনুকল্যে ধন্য সমাজে মিশে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি, ওদের সবাই তাঁকে ইহুদি বিদ্যোষে প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টিয় পারিবারিক বস্তুগত আধিপত্যের গোলাম বানাতে চেয়েছে বারবারই। আমাদের এসময় একাডেমিক শিক্ষানুরাগে বিশ্বনন্দিত আহমদীয়া মুসলিম

জাতী, এই সমাজে ইহুদিয় মুসলিম ধর্মান্ধ সমাজ হতে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছি মাধ্যমিক স্কুলের গন্ডি পার হওয়ার পরপরের বাল্যকালেই, খলিফাতুল মসীহের নেতৃত্ব ও খ্রিষ্টিয় মুসলিম তুহুফাভাভারের কাছে নিজেকে বিক্রি করে এর আনুকুল্যে ধন্য সমাজে মিশে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আমি, একাডেমিক এডোকেশন নেয়ার কথা এখানকার কেউ কোনদিন ভুলেও বলেনি আমাকে, ওদের সবাই আমাকে ইহুদি বিদোষে প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টিয় মুসলিম পারিবারিক বস্তুগত আধিপত্যের গোলাম বানাতে চেয়েছে বারবারই। মুহাদ্দিস, মুবাল্লিগ, মুফাসসির, মুবাশ্বির, সাহেদ ইত্যাদি সব নাকি মুসলিমবিশ্বে একাডেমিক কোর্সে অর্জিত ফল, এই যুক্তিতে আমার এখনো আশঙ্কা হয় যে ইতিপরে নবুওয়াতকেও কোন একাডেমিক কোর্সে সীমাবদ্ধ করে দেখানো হয় কি না, ক্যাথলিক ইলেক্টোরাল কলেজে যেমনটা হয়। আশঙ্কা আর সম্ভাবনার দোলাচলে জিন্দেগী ওয়াকফে পূর্বক হার্ডির আবেদন করেছিলাম নতুন বিশ্বব্যবস্থার অক্সফোর্ড জামেয়া আহমদীয়ায়, বোর্ড অব গভর্নরস আমাকে ফিরিয়ে দিলেন সংসারে। এখন সংসারে আমার সং সবাই গুনতম আভিধানিক অর্থেই হোক বাবা দাতে ধন্য হলে পরে সেই অক্সফোর্ড হবে আমার দ্বারাই পুনঃপ্রতিষ্ঠাযোগ্য, আল্লাহর ফযলে এমনটাই হচ্ছে উত্তোর উত্তোর, প্রত্যেক খলিফাতুল মসীহের নির্বাচক মন্ডলী আভিধানিক অর্থেই হোক নবী হয়েছেন একাডেমির পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থেই, পুরাতন সিলেবাসাধীন হয়ে নন। খ্রিষ্টিয় বিশ্বের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে অজ্ঞতাবশতঃ নিতান্ত 'খলিফাতুল মসীহ' হিসাবে গ্রহন করেই প্রাথমিকভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, যেভাবে আজো খ্রিষ্টিয় মুসলিম বিশ্বের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হযরত খাতামাল মুজাদ্দিদিন আলাইহিস সালামকে অজ্ঞতাবশতঃ নিতান্ত 'খলিফাতুল মসীহ' হিসাবে গ্রহন করেই প্রাথমিকভাবে মোহাম্মদী স্বকীয়-স্বাতন্ত্র যুগে প্রবেশাধিকার চাইছে।

২৭৬. স্থানীয় দুঃশাসনের নমুনা দেখিয়ে বিশ্বব্যাপী বিজাতীয় করুনা ভিক্ষা

আন্তর্জাতিক বিচারকাজে বিভিন্ন জাতীর পৃথক পৃথক জাতীয় দোষগুন বিবেচনায় ব্যক্তির বিচার সুষ্ঠ হয় না, হোক সে জাতীয় জনপ্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধিত্বের দোকানদারী থেকে অবৈধ সুবিধা উঠাতে পারে যেকোন সময় যে কেউ। কুখ্যাত পাক-পাঞ্জাবী দুঃশাসন হতে বাঙ্গালীরা পৃথক হয়ে যাওয়ার পর ওখানে খ্রিষ্টিয় মুসলিমদের উপর নিপিড়ন পর্বে এই এক ফের্কার মোকাবেলায় অন্যান্য ইহুদিয় মুসলিম বাহাত্তর ফের্কার যে জনপ্রতিনিধিত্বের ধুঁকাবাজী এথেকে খুব সাময়িক ও স্বল্প পরিসরে নিতান্ত ঐ বাহাত্তর ব্যক্তিই অবৈধ সুবিধা উঠিয়ে থাকলেও পরবর্তীকালিন এক লম্বা সময় ধরে বিশ্বব্যাপী প্রজন্মান্তরে এখনো ব্যক্তিগত অবৈধ সুবিধাই উঠিয়ে যাচ্ছে খ্রিষ্টিয় মুসলিম মুবাল্লিগরা। সমগ্র ইউরোপ জোরে মানবাধিকারের নামে খ্রিষ্টিয় মুসলিম মুবাল্লিগদের এই যে করুনা ভিক্ষা এটা আদায় হয়ে থাকে পাকিস্তানে এখনো চলমান পাঞ্জাবী দুঃশাসনের

পুরাতন সেই এক নমুনা দেখিয়েই, বস্তুগত হীন কামনা-বাসনার তাড়না থাকলে এদের চেয়ে বেশী নিপিড়িত-নির্যাতিত বাঙ্গালীরাও যেমনটা পারতো। আন্তর্জাতিক বিচারে ইহুদি-খ্রিষ্টান পারস্পারিক সম্পর্কে খ্রিষ্টান পাদ্রীদের বড় বড় দাবীর আবশ্যকীয়ভাবে থাকা উচিত সমানুপাতিক-ব্যবহারিক রহমত ও এজেকামাতের অভাব বাহাত্তর ফের্কার ইহুদিয় দরুদ ও এস্তেগফারকে অকার্যকর করে তুলেছে। রহমত ও এস্তেকামাতের উৎস ওহি-এলহাম, এদের মধ্যে কারো ওহি-এলহাম তথা প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী নাই তো তকদীর-তাহদাস নিতান্তই আধ্যাত্মবাদের বিপরীত ও বস্তুবাগতিক, এমন মার্কসীয় ভবলীগ মাত্রই সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারচিন্তা, সাম্রাজ্যবাদের উৎস এই খ্রিষ্টিয় প্রায়শ্চিত্তবাদ--- উদুর পিণ্ডি বুদুর ঘাড়ে।

২৭৭. নও মোবাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু

হযরত মসীহ ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম পিতৃপরিচয়হীন আর এইজন্যেই আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথা বলতে পারেন না--- ইহুদিয় সমাজের এই অভিযোগ, হযরত সৌল রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্মগত খ্রিষ্টান নন অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় সমাজের অভ্যন্তরিন কোন খ্যাতিমান পিতার সন্তান নয় আর এইজন্যেই জামাতের ভোটাভোটিতে তাঁকে 'খলিফাতুল মসীহ' কথিত সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের আসনে নির্বাচিত করা যায় না--- খ্রিষ্টিয় সমাজেরও এই একই অভিযোগ। মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ হযরত গোলাম আহমদ আলাইহিস সালাম হযরত খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের কথিত দৈহিক বংশধারা হতে নয় তাই আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলতে পারেন না---- ইহুদিয় মুসলিম সমাজের এই অভিযোগ, কোন নও মোবাইন দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্মগত খ্রিষ্টিয় মুসলিম নন অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরিন কোন খ্যাতিমান পিতার সন্তান নয় আর এইজন্যেই জামাতের ভোটাভোটিতে তাঁকে 'খলিফাতুল মসীহ' কথিত সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের আসনে নির্বাচিত করা যায় না, খ্রিষ্টিয় মুসলিম সমাজেরও এই একই অভিযোগ। বনী ইসরাঈলী প্রত্যক্ষ যুগের সমাপ্তি ও এস্থলে বনী ইসমাঈলী যুগ প্রবর্তনে আবির্ভূত হলেন হযরত বনী ইসমাঈল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম, বনী ইসরাঈলী সাদৃশ ইসলামী যুগের সমাপ্তি ও এস্থলে বনী ইসমাঈলী স্বকীয়-স্বতন্ত্র যুগ প্রবর্তনে আবির্ভূত হলেন প্রত্যাদিষ্ট পঞ্চদশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম এবং বলছেন, 'আমি কোরানের কথাবলা খোদার সাথে নিজ সম্পর্ক বিষয়ে যতটা নিশ্চিত ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের পিতৃপরিচয় সম্পর্কে ততটা নিশ্চিত নয়, মুলহাম-মুহাদ্দিস নও মোবাইনগনের মসীহ ও মসীহ সদৃশ প্রত্যাদিষ্ট চতুর্দশ মুজাদ্দিদ আলাইহিস সালাম সুনিশ্চিতভাবে রহিম খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের এক-অভিন্ন পুত্র বিশেষ যিনি তাঁর নও মোবাইনদেরকে জগতসমূহের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে উপবিষ্ট করেছেন, প্রত্যেক নও মোবাইন মাত্রই এক এক আসহাবে মসীহ বিশেষ, দাস তাঁর আপন প্রভু হতে পৃথক নন, বরং অভিযোগকারী অবশিষ্ট ইহুদি-খ্রিষ্টানরাই জারজ এবং বিশেষ কোন